দুই একটা কথা।

এই পুস্তক কয়েকটি অতি অকিঞ্চিৎকর ডিটেক্‌টিভের গল্প-সমষ্টি মাত্র। ইহার কয়েকটি গল্প অনেক দিন পূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের নাম 'পট' হইল কেন, এ কৈফিয়ৎ দানের ক্ষমতা আমার নাই, নামকরণ সর্ব্বত্র যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। তবে গল্প কয়টি প্রকাশ করিলাম কেন, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে তাহার উত্তর করা যায়। বাঙ্গলায় ভাল ডিটেক্‌টিভের গল্প নাই, এ কথা বোধ করি আমাদের শিক্ষিত পাঠকগণ অস্বীকার করেন না; চেষ্টা কিরূপে ব্যর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত পাঠকগণ এই পুস্তকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী পাঠ করিতে নারাজ, এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের আনন্দ লাভ হইবে না, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। এই পুস্তকে প্রকাশিত কোন কোন গল্পের উপাদান ইংরাজী হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।—'পটে'র ১৮০ পৃষ্ঠায় ১৬ লাইনে ধনঞ্জয়'দত্ত' স্থানে ভ্রম ক্রমে ধনঞ্জয়'কুণ্ডু' ছাপা হইয়াছে, পাঠক পাঠিকাগণ ভ্রম সংশোধন করিয়া না লইলে পাঠ অসংলগ্ন বোধ হইবে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সূচী।

শত্রুহস্তে

শত্রুহস্তে

১

গ্রীষ্মকালের রাত্রে আমার ত্রিতলস্থ কক্ষে বসিয়া আমি কোন আত্মীয়ের সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। পশ্চিমাকাশে অল্প মেঘ হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেই মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ বিকাশ আরম্ভ হইল, আমি সেই বিদ্যুচ্ছটা সহ্য করিতে না পারিয়া উভয়হস্তে চক্ষু ঢাকিলাম।

আমার আত্মীয় মহাশয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চোখে কিছু পড়িয়াছে কি? হঠাৎ চোখ ঢাকিলেন যে?"

আমি বলিলাম, "জানালাগুলা বন্ধ করুন, বিদ্যুতের আলোক আমার অসহ্য। একবার আমার জীবনে বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেকথা অনেকেই জানে না; সেই ভয়ানক দিন হইতে আমি কোন তীব্র আলোক সহ্য করিতে পারি না।"

আত্মীয়টি জানালা বন্ধ করিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন, বলিলেন, "বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড ত; কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, বলিবার কিছু আপত্তি আছে কি?"

পট।

আমি বলিলাম, "কিছু না, তবে শুনুন। ছেলেবেলা হইতেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার আমার ভারি ঝোঁক ছিল, কিন্তু শিবপুর কি রুড়কীতে পাশ করিয়া একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া বৃদ্ধ বয়সে একটা রায় সাহেবী ও বিপুল অর্থ সম্পদ উপার্জ্জন করিব এমন উচ্চাভিলাষ কোন দিন ছিল না। বাল্যকাল হইতেই, কেমন করিয়া জাহাজ নির্ম্মাণ করে, কেমন করিয়া কামান বন্দুক নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা শিখিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠে। বাবা বলিলেন, 'পাগল হইয়াছিস্, ও সকল শিখিয়া কি ফল দেখিবে?' আমি বলিলাম, 'ফল নাই স্বীকার করি, কিন্তু শিখিতে দোষ কি? লোকে ব্যারিষ্টার ও প্রোফেসার হইতে বিলাত যায়, আমার উদ্দেশ্য কি এতই অকিঞ্চিৎকর?' বাবার বয়স হইয়াছিল, তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না; শেষে মার বাক্স হইতে পাঁচ হাজার টাকার নোট তাঁহার অজ্ঞাতসারে গ্রহণ পূর্ব্বক বিলাত যাত্রা করিলাম। বিশ্বাস ছিল, ভারত সমুদ্র লঙ্ঘন করার পর অর্থাভাব হইলে পুত্র-বৎসল পিতা কখন স্থির থাকিতে পারিবেন না। আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

ইংলণ্ডে গিয়া আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। আমি ফরাসী রাজধানী প্যারিশ নগরে উপস্থিত হইলাম। ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

তাঁহার নিকট আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম; তিনি রাজকীয় জাহাজ নির্ম্মাণাগারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রণালী শিখিবার জন্য ওয়ার্কসপের অধ্যক্ষের নিকট এক খানি অনুমোদন পত্র প্রদান করিলেন।

আমি কাজ শিখিতে লাগিলাম। কি আনন্দ! কি উৎসাহ! স্বাধীন জীবনের একটা উন্মাদনাময় উদ্দীপনারসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্বপ্রকার বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণ মিস্ত্রীর ন্যায় হাতে কলমে কাজ করিতে লাগিলাম।

একদিন সন্ধ্যাকালে কারখানা হইতে বাসায় ফিরিতেছি, এমন সময় এক আরদালি আসিয়া জানাইল সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাহেব আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। আমি অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখীন হইলাম। বলা ভাল, তিনি এই বিদেশী যুবককে বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন, যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন এবং আমার কর্ম্মানুরাগের প্রশংসাও কখন কখন তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত।

সাহেব একখানি চেয়ারের উপর বসিবার জন্য আমাকে অনুমতি দিলেন; কক্ষটি বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, চারিদিকের প্রাচীর মসৃণ নীলবস্ত্রে আচ্ছাদিত। আমি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র স্প্রীংয়ের সাহায্যে গৃহদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

সাহেব আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক

পট।

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার উপর একটা কাজের ভার দিব, পারিবে?'

আমি বলিলাম, 'অসম্ভব না হইলে অবশ্য পারিব।'

'অসম্ভব কার্য্যে কাহাকেও নিযুক্ত করিবার আমার অভ্যাস নাই।'—সাহেব হাসিয়া এই কথা বলিলেন, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'আমাদের রণতরি নির্ম্মাণের কারখানায় কোন শত্রুর গুপ্তচর প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়; কেবল আমার সন্দেহ নয়, ডাইরেক্টর অব অর্ডনান্সেরও এই সন্দেহ হইয়াছে; যে নূতন প্রণালীতে আমাদের রণতরি নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার কার্য্যপ্রণালী শিখিয়া লইবার জন্য তাহারা চেষ্টা করিতেছে। তাহাদিগকে ধরিতে হইবে।'

বুঝিলাম কাজটি সহজসাধ্য নহে। নিরুৎসাহ হইলাম না, বলিলাম, 'আমি এ চেষ্টায় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত; কিন্তু কিরূপে কার্য্যোদ্ধার করিব? আপনি উপায় বলিয়া দেন।'

সাহেব বলিলেন, 'রণতরি নির্ম্মাণের কারখানায় তোমাকে মিস্ত্রী করিয়া পাঠাইতেছি। তুমি নূতন লোক যাইতেছ, সকল দিকে লক্ষ্য রাখিবে, মনে রাখিবে মিস্ত্রীগিরি করাই তোমার উদ্দেশ্য নহে; তাহার পর উপায় আপনিই হইবে, এ সম্বন্ধে আমি কোন উপদেশ দিব না। তোমরা

ভারতবর্ষের লোক, তোমাদের বুদ্ধিকৌশলে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই এ ভার তোমার হস্তে দিতেছি।'

যথাসময়ে এই নূতন কারখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এখানে অগণ্য লোক খাটিতেছে; রণতরির বিভিন্ন কলের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নির্ম্মিত হইতেছে, যাহারা কোন কলের একটা অংশ নির্ম্মাণ করে, তাহারা অন্য অংশের নির্ম্মাণ-কৌশল জানিতে পারে না, এতই নিয়মের বাঁধা-বাঁধি। যাহার যতটুকু কাজ, গোপনে তাহাই তাহাকে করিতে হয়। কেহ যে কোন কলের নক্সা কারখানার বাহিরে লইয়া যাইবে তাহার উপায় নাই।

আমি যেখানে কাজ করিতাম সেখানে ছয়জন কারিকর খাটিত। ফরাসী মিস্ত্রীগুলি খুব কাজের লোক, এই ছয়জনের উপর আমার ভারি শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল; সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ, কার্য্যদক্ষ; বিশেষতঃ সর্দ্দার মিস্ত্রী লুই ভারি চট্‌পটে ও পরিশ্রমী, কারখানার নিয়ম হইতে তাহাকে একচুল নড়িতে দেখা যাইত না। তাহার উপর আমার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। একমাস একত্র কাজ করিয়া, সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াও আমি শত্রুপক্ষের কোন গুপ্তচরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারিলাম না; মনে করিলাম, আমাদের বড় সাহেবেরই ভ্রম। তিনি মিথ্যা সংবাদ পাইয়া

পট।

আমাকে অনর্থক একটা বাজে কাজে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।"

২

"প্রায় একমাস কাজ করিবার পর একদিন সন্ধ্যাকালে আমি কারখানা ছাড়িয়া কিয়দ্দূর আসিয়াছি এমন সময়ে সহসা বুকের দিকে চাহিয়া দেখি, পকেটে আমার ঘড়ি নাই; আমার মনে পড়িল, আমি যে ঘরে কাজ করি সেই ঘরে বেঞ্চির উপর ঘড়িটা খুলিয়া রাখিয়াছিলাম, আসিবার সময়ে তাহা আর তুলিয়া লইতে মনে ছিল না। এ রকম ভুল অনেকেরই অনেক সময়ে হয়। আমি তাড়াতাড়ি কার-খানার মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম। ছুটীর ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রীরা চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু দ্বারসন্নিকটে আসিয়াই সন্ধ্যার আলোকে দেখিলাম, একজন লোক একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অতি নিবিষ্ট চিত্তে একটা কলের নক্সা আঁকি-তেছে; আমি বিস্ময়পূর্ণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলাম, লোকটা আর কেহ নহে, আমাদেরই সর্দ্দার মিস্ত্রী লুই!

আমার পদশব্দ শুনিবামাত্র লুই একলম্ফে বেঞ্চি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার নক্সার কাগজখানা এবং কম্পাস, পেন্সিল ও রুলটা তাড়াতাড়ি পকেটে পুরিল, তাহার পর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া—অবনত মস্তকে শানের উপর যেন কি অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলাম, 'আরে,—সর্দ্দার মিস্ত্রী যে, কিছু হারাইয়াছ বুঝি!'

লুই মাথা তুলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল; গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কে রুডর, তুমি এখন এখানে কেন?'—আমি এই কারখানায় প্রবেশ করিবার সময় 'রুদ্র' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, 'আমি ঘড়িটা ফেলিয়া গিয়াছি, পথে গিয়া মনে পড়িল, তাই লইতে আসিয়াছি; তুমি কি হারাইয়াছ?'

লুই বলিল, 'আমার ঘড়ির চাবিটা খুঁজিয়া পাইতেছি না, কোথায় যে পড়িয়া গেল! যা হোক, তোমার ফিরিয়া আসা ভাল হয় নাই; ছুটীর ঘণ্টা বাজিবার পর কাহারো এখানে আর পাঁচ মিনিটও থাকিবার অধিকার নাই। এখানে ঘড়িটা পড়িয়া থাকিলে চুরী যাইত না, কারখানার নিয়ম ভঙ্গ কর কেন? এবার যাহা করিয়াছ, সে জন্য সাবধান করিয়া দিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ বে-আইনি কাজ করিলে তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিব।'

ইচ্ছা হইতেছিল, একটা ঘুঁসি মারিয়া হতভাগার নাক চসাইয়া দিই; বুঝিলাম সে-ই গোয়েন্দা। শত্রু পক্ষের গোয়েন্দার সর্দ্দারী আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু এখন বেশী গোলমাল করা ঠিক নহে; ষড়যন্ত্রের কেবল সূত্র আবি-

স্কার করিয়াছি যে ত নয়, তথাপি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—'রিপোর্ট তুমি করিতে পার; কাজ না থাকিলে কে আর সখ করিয়া এমন আরামের জায়গায় ফিরিয়া আসে। যা হোক, আমার ঘড়ি পাইয়াছি।'

আমি পশ্চাতে ফিরিয়া না চাহিয়াই কারখানার ঘর পরিত্যাগ করিলাম।

পথে আসিতে আসিতে নানা চিন্তা মনে উদয় হইতে লাগিল। এ যে অপরাধী তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কয়জন গোয়েন্দা আছে জানি না, এ একজন বটে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, লোকটাকে এমন সাধু, বিশ্বাসী, কার্য্যদক্ষ বলিয়া জানিতাম, সকলই তাহার ভণ্ডামী, তাহার ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের বাহ্যিক আবরণ মাত্র! বিশ বৎসর ধরিয়া সে সরকারের লুণ খাইয়া, কয়েক হাজার ফ্র্যাঙ্কের জন্য স্বদেশের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করিবে! প্রথমে যাহা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল, এখন তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হয় ত সে নিজের কোন কাজ করিতেছিল; কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে কম্পাস প্রভৃতি তাহার হাতে কেন; নিশ্চয়ই তাহার কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। লুই প্রকাশ্যতঃ যতই সাধুতা প্রদর্শন করুক, স্থির করিলাম, তাহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিব।

আমি সেই দিন রাত্রেই আমাদের সাহেবকে এ কথা জ্ঞাত

করিলাম। তিনি শুনিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, 'এখন কারখানার প্রচলিত কোন কোন নিয়ম ভঙ্গ করা তোমার কর্ত্তব্য; ইহাতে সহজেই তুমি ডিস্‌মিস্ হইবে; তখন বাহির হইতে ইহাদের সকল কার্য্যের অনুসন্ধান করিতে পারিবে।'

লুই কোথায় থাকে, তাহার আর কেহ সঙ্গী আছে কিনা, কাহার সহিত তাহার অধিক সদ্ভাব, এই সকল বিষয় জানিবার জন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম; প্রকৃত পক্ষে এতদিনে আমার কাজ আরম্ভ হইল। জানিতে পারিলাম, আমাদের কারখানা হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে একটা কুটীরে সে বাস করে; জুয়াখেলাতে তাহার বিশেষ অনুরাগ আছে, এবং সপ্তাহের মধ্যে তিন রাত্রি একজন বিদেশী লোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে; ঠিক রাত্রি দশটার সময় তাহাদের আলাপ হয়। এই সকল ঘটনা আমার সন্দেহ দৃঢ় করিয়া তুলিল। একবার মনে হইল, যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই যথেষ্ট, এখন একখানি ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া লইয়া লোকজনের সহায়তায় হঠাৎ তাহার ঘর খানাতল্লাস করি; কিন্তু সমস্ত গৌরব আমি একাকী লাভ করিবার অভিলাষী হইলাম; লোকটা রাহাতে হাতে পাতে ধরা পড়ে ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল।

দূরে থাকিয়া সর্ব্বদা সকল বিষয়ের সন্ধান লওয়া কঠিন

পট।

ভাবিয়া আমি লুইএর কুটীরের অদূরে একটা বাসা ভাড়া লই-লাম। একদিন সকাল বেলা আমার আসল নামে একখানা ডাকের চিটি আসিয়া উপস্থিত, তাহাতে P. R. এই ডাকের ছাপ ছিল, পত্র খুলিয়া পড়িলাম—

'ডিটেকটিভ মহাশয় যদি গবর্ণমেণ্টের রণতরি নির্ম্মাণ বিষয়ক গুপ্ত সংবাদ বিক্রেতার সন্ধান জানিতে চান, তাহা হইলে আজ তিনি—ভিলার কাছে রাত্রি দশটার সময় লুকাইয়া থাকিবেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে।—জনৈক বন্ধু।'

পত্রখানির ভাষা কিছু রহস্যময়। আমার কোন বন্ধু, যিনি সম্ভবতঃ আমার উদ্দেশ্য অবগত আছেন, তিনিই এ পত্র লিখিয়াছেন; কিন্তু আমি যেখানে যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি সেস্থান লুইএর কুটীরের অত্যন্ত নিকটে; অন্ধকার-রাত্রি, বিদেশ, শত্রুর গৃহদ্বারে আমি একাকী, এত সাহস করা কি আমার পক্ষে সঙ্গত? প্রাণের মায়া কি এতই কম। কে জানে, এ পত্র কোন শত্রু প্রেরিত কি না? শত্রুগণও ত গোপনে আমার নাম এবং উদ্দেশ্য জানিয়া আমার জীবন বিপন্ন করিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিতে পারে! সকলই সম্ভব। বহুবিধ চিন্তা আমার মস্তকের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিল; শেষে স্থির করিলাম, বাঙ্গালী হইয়া জন্মি-য়াছি বলিয়াই কি সমস্ত সাহস ও কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিব?

প্রাণ যায় যাউক, যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিয়াছি তাহা সম্পাদনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব, হয়ত কৃতকার্য্য হইলেও হইতে পারি; কিন্তু এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলে আবার কখন সুযোগ উপস্থিত হইবে কে বলিতে পারে?

রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই আমি পত্র-নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য রওনা হইলাম; এ স্থান নগরের বাহিরে। অন্ধকারময়ী রাত্রি, তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। একটা গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল।

লুইর বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী বাগানের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলাম; একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে সর্ব্বশরীর ছপ্ ছপ্ করিয়া উঠিল। আমি নিশ্চল ছবির মত দাঁড়াইয়া লুইর কুটীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া কুটীরের সম্মুখে থামিল; গাড়ী হইতে দুজন লোক নামিল; একজন বলিল, 'দশটা বাজিয়াছে, সে শীঘ্রই আসিবে।'

আর একজন বলিল, 'তোমার পত্রে যে সে বিশ্বাস করিবে, তাহার প্রমাণ কি? সে এমন বোকা বলিয়া বোধ হয় না; সে ইণ্ডিয়ান, শুনিয়াছি ইণ্ডিয়ানেরা ভারি চালাক; যদি সে এক ডজন লোক লইয়া আসে, তাহা হইলে ত সব ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে।'—লোক দুজন ফরাসী ভাষাতেই কথা বলিতেছিল

পট।

বটে, কিন্তু ইহারা যে ফরাসী সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হইল, উচ্চারণ বৈদেশিকের ন্যায়। প্রুসিয়ার সঙ্গে তখনো ফ্রান্সের মনোবিবাদ চলিতেছিল; ইহারা প্রুসিয়ান্ নহে ত?

সহসা লুই তাহার কুটীর হইতে বাহির হইয়া বলিল, 'আমাদের ডিটেকটিভ বন্ধু এই বাগানের পাশে একটা ঝোপের অন্তরালে লুকাইয়া আছে, তাহার কৌতূহল পূর্ণ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।'

তিনজন শত্রু দ্রুতবেগে আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। চক্ষুর নিমিষে আমি আমার বিপদ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু পলায়নের আর অবসর নাই; কোথায় পলাইব? বিপদের জন্য ত প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি! নিরস্ত্র ছিলাম না, ছ'নলা একটা পিস্তল পকেটে লইয়াছিলাম, তাহা উদ্যত করিলাম; কিন্তু লক্ষ্য স্থির করিবার পূর্ব্বেই সম্মুখস্থ ব্যক্তি এক লম্ফে আমার উপর আসিয়া পড়িয়া আমাকে ভূপাতিত করিল, এবং তিনজনে আমাকে ধরিয়া সবলে আমার হস্ত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইল।—তাহার পর কি হইল মনে নাই।"

৩

"চৈতন্যোদয় হইলে দেখিলাম, আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তপদ লইয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়া আছি; অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতেছে; আমার পাশে লুই, সম্মুখে সেই অপরিচিত লোক দুজন, এ দুই ব্যক্তির চেহারা

ঠিক অসুরের মত, অবশ্য রঙ্গটা বাদ। কোন্ দিকে গাড়ী যাই-তেছে বুঝিতে পারিলাম না, রাত্রি কত তাহাও জানি না, সেই রাত্রি কিনা তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব। কতক্ষণ আমি সংজ্ঞাশূন্য ছিলাম তাহা অনুমান মাত্র করিবারও আমার ক্ষমতা ছিল না; কেবল দেহে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে-ছিলাম; মাথা এমন ঘুরিতেছিল, যে বোধ হইতে ছিল যেন সমস্ত পৃথিবীটা আমার মস্তিষ্কের মধ্যে মহাবেগে আবর্ত্তিত হইতেছে! বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম আকাশে নিকষ-কৃষ্ণ মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে।

আমাকে সংজ্ঞা লাভ করিতে দেখিয়া লুই বলিল,—'মুঁসো রুডার, কেমন আছ? ক্লোরোফরমের মেয়াদ কাটাইয়া উঠিয়াছ দেখিতেছি।'

'নির্লজ্জ কাপুরুষ, হতভাগা গোয়েন্দা, তুই তোর স্বদেশের শত্রু, ফরাসী জাতির কলঙ্ক, তোর সঙ্গে কথা কহিতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়।'—আমি এই কথা বলিয়া মুখ ফিরাইলাম।

নীরস কঠোর হাস্যে লুই উত্তর করিল, 'ঘৃণা প্রকাশ যাহাতে আর অধিকক্ষণ করিতে না হয় তাহাই করিতেছি; তুমি বড় চালাক, আমাদের কাছে যাও চালাকি করিতে। যারা তোমার মত অপদার্থ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের হাতে আমাদের ষড়যন্ত্র ধরিবার ভার দেয়, তারা তোমারই মত গর্দ্দভ। প্রথম যে দিন তোমাকে আমাদের কারখানায় দেখিলাম, সেই দিনই

পট।

ত তোমার মতলব বুঝিয়াছি; এ চক্ষু অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। ঘড়ি ফেলিয়া গিয়া কারখানায় লইতে আসিবার দিনের কথা মনে পড়ে কি? সব জানিতে পারিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, একটু সাবধান করিয়া দিব; তোমাকে বুঝিতে দিয়াছিলাম যে, তুমি একাজের যোগ্য নও; কিন্তু তুমি মরণই মঙ্গল মনে করিলে। তাহাই হইবে।'

'যদি আমি একবার কোন প্রকারে মুক্তি পাই তাহা হইলে কাহাকে মরিতে হয় তাহা দেখা যায়; দেশের শত্রু নিমকহারাম গোয়েন্দার মরণেই দেশের মঙ্গল।'—আমি এই উত্তর করিলাম।

'মুক্তি পাইলে ত! আমরা এত নির্ব্বোধ নই যে জালের মাছ জলে ছাড়িয়া দিব।' সহচরদ্বয়ের দিকে চাহিয়া লুই এই কথা বলিল। সঙ্গীদ্বয় সমস্বরে বলিল 'কখন না, কখন না।'

আমি অন্তিম তেজে ভর করিয়া একবার মাথা তুলিলাম; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লুইর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?'

'যেখান হইতে কোন্ লোক পৃথিবীতে আর ফিরিয়া আসে না।'

আমি নতমুখে বসিয়া রহিলাম। অবসন্ন দেহের ভিতর হইতে উত্তেজনা শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল; ভয়ের সময় আর

ছিল না। যতক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণ ভয়, যাহার আশা ফুরাইয়াছে, তাহার আবার কিসের ভয়? মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন আর কোন্ চিন্তা আছে? আশাহীন, ভয়হীন, চিন্তাহীন চিত্তে প্রস্তরবৎ নিশ্চল দেহ লইয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিলাম, একটা কথাও বলা আর আবশ্যক বোধ করিলাম না। গাড়ী সমান বেগে ছুটিয়া চলিল, আকাশে মেঘ আরও ঘনাইয়া আসিল, বজ্রনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

লুই তাহার সঙ্গীদ্বয়কে বলিতে লাগিল—'আজ এই রাত্রি আমাদের সংকল্প সিদ্ধির অনুকূল। বিস্ফোরক পদার্থে অগ্নি সংযোগে যে ভয়ানক শব্দ হইবার সম্ভাবনা, সে শব্দ এই মেঘ গর্জ্জনের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে; কাহারো মনে কোন সন্দেহ হইবে না।'—তাহার পর পিশাচ আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমার এক বন্ধু একটি বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত যত বিস্ফোরক দ্রব্য প্রচলিত হইয়াছে, ইহার ধ্বংসশক্তি সে সকলের অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক; ইহার সহিত ডিনামাইটের তুলনা হয় না। আমরা অদূরে একটি পুরাতন ঘর ভাড়া লইয়াছি; সেখানে তোমাকে কিঞ্চিৎ অগ্নিক্রীড়া দেখান হইবে। বিজ্ঞানে তোমার অসাধারণ অনুরাগ; বিজ্ঞানের শক্তি পরীক্ষা করিয়া আজ তুমি আনন্দে অভিভূত হইবে।'—নর-পিশাচ হো হো শব্দে

পট।

হাস্য করিল, তাহার চক্ষে নরকের অগ্নি অন্ধকারের মধ্যেও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া একখানি পুরাতন অট্টালিকার দ্বারস্থ হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কোথায়ও কেহ জাগিয়া আছে, নিকটে কোন জন মানবের সংস্পর্শ আছে, তাহা বোধ হইল না; গৃহ মধ্যে একটা আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আমি গৃহমধ্যে নীত হইলাম; আমার বোধ হইল, আমি জীবিত অবস্থাতেই সমাধির গর্ভে প্রবেশ করিলাম।

লুই ও তাহার বন্ধুদ্বয় আমাকে একটা লোহার চেয়ারের উপরে বসাইল; আমার হস্ত পদ সেই ভাবেই আবদ্ধ রহিল। তাহারা চেয়ার খানার সঙ্গে আমার হাত পা দৃঢ়রূপে বাঁধিল, পরে কড়িকাটে ঝুলান একখানি কাষ্ঠ ফলকের উপর রক্ষিত একটা ক্যানেস্তারা দেখাইয়া লুই বলিল, 'বন্ধু, তোমার কোন চিন্তা নাই; ঐ ক্যানেস্তারার মধ্যে আমার বন্ধুর নবাবিষ্কৃত বিস্ফোরক পদার্থ আছে; যতটুকু আছে তাহাই প্যারিসের যে কোন সুবৃহৎ হর্ম্ম্য লক্ষ খণ্ডে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। এই ক্যানেস্তারার সঙ্গে একটা তার আছে, জানালার ভিতর দিয়া সে তারটা বাহির করিয়া দিয়াছি; সেই তারের কম্পনে ক্যানেস্তারা-সংরক্ষিত পদার্থ বিস্ফুরিত হইয়া তোমাকে তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পুরস্কার প্রদান করিবে।'

আমি অসাড় ভাবে বসিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম।

বাহিরে কি দুর্য্যোগ! প্রতি মুহূর্ত্তে আকাশব্যাপী বিদ্যুৎশিখা চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে, সঘন মেঘগর্জ্জনে চরাচর প্রকম্পিত ও কর্ণ বধির হইতেছে, যেন পৃথিবীতে প্রলয়কাল উপস্থিত; এই প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে আমি নিঃশেষিত-তৈল নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলাম।”

৪

“লুই ও তাহার সঙ্গীদ্বয় উঠিল; দ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া লুই বলিল, ‘আমরা এখন চলিলাম; এই তার দেখিতেছ? ইহা তিন শত গজ লম্বা, তিন শত গজ দূরে চলিয়া গিয়া আমরা এই তারে আঘাত করিব, সেই আঘাতে ক্যানেস্তারার বিস্ফোরক পদার্থ জ্বলিয়া উঠিবে, বুঝিয়াছ? এই তিন শত গজ পথ অতিক্রম করিতে যত টুকু সময় লাগে, ততক্ষণ তুমি নিরাপদ।’

দুর্ব্বৃত্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; উন্মত্ত নৈশবায়ু-প্রবাহ তাহার হাস্যের প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল; আমি নির্ব্বাক ভাবে, নিস্পন্দ হৃদয়ে, নির্নিমেষ নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম।—আমার সম্মুখে নরকের দ্বারের ন্যায় সেই ভীষণ গৃহের দ্বার সশব্দে অবরুদ্ধ হইল। দুরাচারগণ আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম; জানিনা কখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু মৃত্যুর

পট।

আশায় বসিয়া থাকা কি ভয়ঙ্কর! আমার হস্ত পদ দৃঢ়ভাবে লৌহ চেয়ারের সহিত আবদ্ধ; দেহের কোন অংশ নড়াইবার সামর্থ্য নাই; আমি স্থির ভাবে বসিয়া রহিলাম; জীবন ও মৃত্যু, আশা ও ভয়, হর্ষ ও বিষাদ সমস্ত এক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তুফান শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে আমি মুহূর্ত্তকালস্থায়ী জীবনবৃন্তে ভর করিয়া রহিয়াছি। ঊর্দ্ধে মৃত্যু, পদতলে মৃত্যু, চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর গাঢ় অন্ধকার যবনিকা।—গৃহত্যাগ করিবার সময় দুর্ব্বৃত্তেরা বাতি পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ করিয়া গিয়াছিল।

বোধ হইল মরিতে বড় যন্ত্রণা পাইব। বজ্রাঘাতের মত যদি মেঘগর্জ্জন শব্দ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই এই বিস্ফোরক দ্রব্যে দগ্ধ হইয়া মরি, সে ভীষণ শব্দ আমার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যদি আমার প্রাণান্ত হয়! এখন তাহাই প্রার্থনীয় হইল। কিন্তু এত বিলম্ব হইতেছে কেন? আমি ভাবিতে লাগিলাম। এক দুই করিয়া ধীরে ধীরে ষাট পর্য্যন্ত গণিলাম, ক্রমে তিন মিনিট গণিলাম; কৈ—এখনও আমি জীবিত আছি; তিনশত গজ কি এখনও ইহারা যায় নাই। আর কত বিলম্ব করিবে?—এ বিলম্ব অসহ্য, মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষা মর্ম্মভেদী। এক দুই তিন চার করিয়া আবার গণিতে আরম্ভ করিয়াছি; সহসা, কি ভয়ানক, কি উজ্জ্বল নীলাভ আলোক-স্তম্ভ আমার চক্ষু ঝলসিয়া যেন আমার মস্তকের

উপর নিপতিত হইল ; সে আলোক অতি উজ্জ্বল—অতি তীব্র—অসহনীয়। আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।”

* * *

“পরদিন প্রভাতে একজন শ্রমজীবী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিতে পায় ; ভাগ্যে সে তারটা স্পর্শ করে নাই ! তাহার যত্নে আমার মূর্চ্ছা অপনীত হইল ; বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তিনজন লোক সেই গৃহের অদূরে বজ্রাহত হইয়া মরিয়া রহিয়াছে ! তার স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই দেবরোষ বজ্রানলশিখা ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, আর সেই বিদ্যুতালোকেই আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। পরীক্ষায় জানিতে পারা গেল, সেই ক্যানে-স্তারায় প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোগ্লিসিরিণ রক্ষিত হইয়াছিল। বুঝিলাম, দুরাত্মারা আমাকে বধ করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

সেই দিন হইতে বিদ্যুতালোক আমি সহ্য করিতে পারি না।”

উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা

১

১৮—সালের মাঘ মাস, ভয়ানক শীত; আট দশ বৎসরের মধ্যে এমন শীত পড়ে নাই; এ রকম শীতের রাত্রে ঘরের বাহির হওয়া শক্ত, কিন্তু দরকার পড়িলে বসিয়া থাকা চলে না। এই ভয়ানক শীতের রাত্রেই একদিন আমাকে কলিকাতা চলিতে হইল। তিন দিন পরে আমার ভগিনীর বিবাহ, বিবাহটা হঠাৎ উপস্থিত; বিবাহের অলঙ্কার ও অন্যান্য দরকারী জিনিষের সন্ধানে আমি কলিকাতায় ছুটিলাম।

গরুর গাড়ীতে শুইয়া পঞ্জরে অনেকখানি বেদনা সঞ্চয় পূর্ব্বক দীর্ঘ মেঠো পথ অতিক্রম করা গেল। যখন চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে পঁহুছিলাম তখন রাত্রি এগারটা। বারটা বিশ-মিনিটে ট্রেণ। আমাদের প্রতিবেশী গাড়োয়ান রহিমুল্লা মিঞা আমাকে তাঁহার শকটে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, ট্রেণ হয় ত 'মিস্' করিব ভাবিয়া রহিমুল্লা চাচাকে তাঁহার গেঁটে কল্‌কের খরসান টানিবারও অবকাশ দিই নাই; ক্রমাগত বলদযুগলের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিতে হইয়াছে;—চাচা দেড় হাত দীর্ঘ শ্মশ্রুতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হঃ—এহনও দ্যাড়

পট।

ঘড়ি সোমায় আছে, তামান পথ মোরে হাঁপ জুড়োতি দ্যালে না।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার ভাড়া এবং যৎকিঞ্চিৎ বক্‌শিশ স্বরূপ দুইটি রজত মুদ্রা বাহির করিয়া দিতেই চাচার তাম্রকূট-ধূম্র কৃষ্ণ ওষ্ঠে বিস্তর প্রসন্ন হাস্যের সঞ্চার হইল; চাচার শুভ্র দংষ্ট্রাপংক্তি মুহূর্ত্তের জন্য আত্মপ্রকাশ করিল।

এত রাত্রে কে এখন একেলা 'ওয়েটিং রুমে' বসিয়া থাকে? আমি প্লাটফরমে পাদচারণা করিতে লাগিলাম। আজ শুক্লা দশমী, চন্দ্র পশ্চিমাকাশে অল্প হেলিয়াছে, ঘন কুয়াশায় সমস্ত প্রকৃতি পরিব্যাপ্ত, চন্দ্রের শুভ্র কিরণ আর শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে কে যেন শ্বেতবর্ণের যবনিকা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে; সমস্ত জগৎ নীরব, কেবল প্লাটফর্ম্মস্থ ছোট ছোট কামিনী গাছের নিবিড় পত্রের উপর হইতে টুপটাপ করিয়া নৈশ শিশির বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, আর চন্দ্র-কিরণ-বিধৌত অতি-স্ফুট গোলাপের দলগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের ছায়া পূর্ণ সমাধির উপর খসিয়া পড়িতেছে; কতক্ষণ একদৃষ্টে সেই দৃশ্য দেখিলাম, পৃথিবীতে জীবন-কুসুমও এমনি করিয়া খসিয়া পড়ে!

কতক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ষ্টেসনের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। টেলিগ্রাফ আফিসের বাতায়নপথে কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোক ধারা বিকীর্ণ হইতেছে; আর তত রাত্রেও সেই দুর্ভাগ্য কেরাণী-জীবনের আর্ত্তনাদ স্বরূপ টকাটক্, টক্

ক্, টকাটক্ শব্দ। তাহার প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া একদল যাত্রী সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়াই ভৈরব হুঙ্কারে নাসিকা গর্জ্জন করিতেছে! হঠাৎ সমস্ত শব্দ ডুবাইয়া, সেই স্তব্ধ যামিনীর মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া, কে যেন প্রাণের সমগ্র আগ্রহভরা, অতৃপ্ত বিরহী হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনামাখা মেঠো সুরে গাহিল:—

"মনে রৈল সই মনেরি বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হলো না,
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।"

সমস্ত সুপ্ত প্রকৃতি সেই সুরে ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। আমার কানে ত বড় মিষ্ট লাগিল। কে গাহিল? বিস্ময়-ভরে চক্ষু প্রসারিত করিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে দেখিলাম লাইনের পারে খালের ধারে এক জন জেলে মাছ ধরিতে ধরিতে এই গানটা গাহিতেছে; লোকটা নিশ্চয়ই ভারি প্রেমিক, নতুবা এই পৌষের রাত্রে ঘরে স্ত্রী ফেলিয়া সে মাছ ধরিতে আসিবে কেন? আমার গবেষণার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া সে আবার গাহিতে লাগিল,

"যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি, ধিক্ থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন আর করে না।"

পট।

গানের কম্পিত তরঙ্গে চন্দ্রালোকিত পৃথিবী প্লাবি
হইতে লাগিল।

কিন্তু সহসা "মুন্সীগঞ্জ গাড়ী ছোড়া" এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠং ঠ
ঠং ঘণ্টাধ্বনিতে বাধ্য হইয়া আমার মনকে এই সঙ্গীতোপ
ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইল; টিকিটের দ্বার উদ্‌ঘাটি
হইল, যাত্রীগণের নাসিকা গর্জ্জন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে থামি
গিয়াছিল; সকলে উঠিয়া টিকিট দ্বারে ভিড় বাড়াইয়া তুলি
—এক জন চাষা আর এক জনের পা মাড়াইয়া দিল, ব
দলিতপদ পদধারী মুখের অপরূপ ভঙ্গি করিয়া বলিল,
"আরে, সমুন্দির পো যে মোর পাডারই দফা সারি্যা
ফ্যাল্‌লে।" দুজনে মুহূর্ত্তকালস্থায়ী বিবাদ আরম্ভ হইল।
আমি আমার ষ্টীল ট্রঙ্ক 'বুক' করিলাম, এবং একখানি
দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া ট্রেণের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া
রহিলাম।

মিনিট দুই পরেই ট্রেণের হুস্ হুস্ শব্দ শুনিতে পাওয়া
গেল। ক্রুদ্ধ, সুবৃহৎ আরণ্য জন্তুর ন্যায় আরক্তিম চক্ষু
লইয়া ট্রেণ ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! 'ডিস্‌ট্যাণ্ট
সিগনালে' পাখা পড়িল, ট্রেণ ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্মে আসিয়া
দাঁড়াইল; "চুয়াডাঙ্গা" "পাঁচ মিনিট গাড়ী রহেগা" "চাই পান
চুরোট দিয়েশলাই" ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দের মধ্যে
আমি একটি জনশূন্য আলোকিত কক্ষে উঠিয়া বসিলাম।

পাঁচ মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভগিনীর বিবাহে গহনা পত্র কিনিতে যাইতেছি, সঙ্গে দেড়হাজার টাকা ছিল; এত টাকা সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে পাছে কোন বিপদ হয় এই ভয়ে আমি একটা রিভল্‌বার সঙ্গে লইয়াছিলাম; বাক্স হইতে বাহির করিয়া সেটি পকেটে পুরিলাম,এবং 'কোরিয়ার ব্যাগ'টা ভাল করিয়া শীতবস্ত্রের মধ্যে ঢাকিয়া লইয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িলাম।

অনেকক্ষণ ঘুম আসিল না; কৃষ্ণগঞ্জের সাঁকো পার হওয়ার পর অল্প অল্প নিদ্রাকর্ষণ হইল; তাহার পর অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বটে কিন্তু বেশ যে গাঢ় ঘুম হইয়াছিল তা নয়, সে ঘুম স্বপ্ন ও কল্পনায় পরিপূর্ণ। রাত্রি প্রায় চারিটার সময় বারাকপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম, একটা জানালা খুলিয়া দিলাম; ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস চোখে মুখে আসিয়া লাগিল; দেখিলাম চন্দ্র প্রায় অস্তমিত, তাহার ম্লান রশ্মিজাল নির্ব্বাপিত-প্রায় দীপচ্ছটার ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ট্রেণ আবার চলিতে আরম্ভ করিল, জানালা বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শয়নের যোগাড় করিলাম।

সহসা আমার গাড়ীর সর্ব্বশেষ প্রান্তস্থ দ্বারটি ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইল। এরূপ অসাধারণ ব্যাপারে আমার শরীরটা একবার ছম্‌ ছম্‌ করিয়া উঠিল। ট্রেণ চলিতেছে, এখন কে এই গাড়ীতে কি উদ্দেশ্যে উঠিতেছে? যেই হউক, নিশ্চয়ই

পট।

তাহার অভিপ্রায় ভাল নহে; একটু সতর্ক হইয়া বসিলাম, ভাগ্যে রিভল্‌বারটা আনিয়াছিলাম, পকেটে হাত দিয়া তাহা স্পর্শ করিলাম।

দেখিলাম গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া একজন আরোহী এক কোণে আসিয়া বসিল; তাহার চক্ষে রঙ্গিল চসমা; চেহারা দোহারা, গৌরবর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ় বলিয়াই প্রতীতি হইল, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, শ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত, গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ কাশ্মিরা বা বনাতের কোট। সে গাড়ীতে উঠিয়াই জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, যেন অনেক পথ দ্রুত-পদে অতিক্রম করায় বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়াছে; বুঝিতে পারিলাম সে আমাকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আমি বিস্ময়-পূর্ণ হৃদয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই নবাগত আরোহীকে দেখিতে লাগিলাম।

একটু পরে লোকটা উঠিয়া আমি যে দিকে বসিয়াছিলাম, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিজে বীর পুরুষ কি না! আমার ধমনীতে রক্তের গতি খরতর হইয়া উঠিল, আমি সবেগে লাফাইয়া উঠিলাম; পকেট হইতে রিভল্‌বার টানিয়া উচু করিয়া ধরিলাম।

সহসা আমাকে সশস্ত্র দণ্ডায়মান দেখিয়া আগন্তুক চীৎকার করিয়া সরিয়া গেল। আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, "আর এক পা সমুখে আসিয়াছ, কি তোমার খুলি উড়াইয়াছি।"

আগন্তুক জড়িত স্বরে উত্তর করিল, "আপনি, আপনি কে, প্যাসেঞ্জার? আপনি এ গাড়ীতে আছেন তা জানি না; আপনার কোন ক্ষতির চেষ্টায় ও দিকে যাইতেছিলাম না, কেবল স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা করিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "যেখানে বসিয়াছিলে সেই খানে যাও; সেখানে অনেক স্থান আছে,এদিকে আসিবার দরকার নাই।"

লোকটা এবার কিছু গরম হইল; নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া বলিল,"আপনি কি মনে করেন যে আমার কোন খারাপ মতলব আছে? মশায়, আমি চোর ডাকাত নই।"

আমি অবিচলিত স্বরে বলিলাম, "কি করিয়া জানিব? ট্রেণ চলিবার পর কোন ভাল লোককে এভাবে লুকাইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে গাড়ী চড়িতে দেখা যায় না।"

উত্তর হইল—"আমি এই মাত্র প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিয়াছি, আমি ষ্টেশনে না পঁহুছিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে; এরূপ অবস্থায় আমি কি করিয়া থাকি?"

আমি বলিলাম,"পরেই একটা 'মিক্‌সড ট্রেণ' আছে, সেটা আর আধঘণ্টা পরেই আসিবে; তুমি এই আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে পার না,এতই তাড়াতাড়ি? ডাকাতি করিয়া আসিয়াছ না কি?"

"ডাকাতি না করিলেও আমার এই ট্রেণে কলিকাতা যাইবার নিতান্ত আবশ্যক।"

পট্ট।

"জীবন বিপন্ন করিয়াও যাইতে হইবে, তবু আধ ঘণ্টা বিলম্ব সহিবে না—ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে; আমি শিশু নহি।" ভ্রুভঙ্গি করিয়া আমি এই কথা বলিলাম।

"মশায়, মনে করিবেন না, রেলওয়ে কোম্পানীকে গণ্ডা-কতক পয়সা ফাঁকি দেবার জন্য আমার এই চেষ্টা।"

গম্ভীর স্বরে আমি বলিলাম, "আমি তাহা একবারও মনে করি নাই।"

আগন্তুক বলিল, "আপনি যে ডাকাত বলিলেন, আমাকে কি ডাকাতের মত দেখায়?"—সে সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া পড়িল!

আমি বলিলাম, "কোন পলাতক বদমাইস বলিয়া বোধ হয় বটে। তোমার কাপড় স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, জুতা কাদা মাখা, আবার তোমার হাত হইতে রক্ত ঝরিতেছে; কি করিয়া তোমাকে সাধু বলিয়া ঠাহর করি?"

লোকটা হাসিল, বলিল, "সাধুর পরিচ্ছদ থাকিলে আর আপনার কোন সন্দেহ হইত না! যাহা হউক, ভয় পাইবেন না; সন্দেহের আরও অনেক কারণ আছে, এই দেখুন দৌড়িতে দৌড়িতে দুরন্ত শীতের সম্বল গায়ের 'র‍্যাপার' খানা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি।—এ সকল আমার সাধুত্বে সন্দেহ করিবার খুব গুরুতর কারণ স্বীকার করি; কিন্তু মশায়, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককেও অনেক সময় ভয়ে চোরের ন্যায় পলা-

ইয়া বেড়াইতে হয়, আপনি কি এ কথা অস্বীকার করেন ?"

"তেমন হীন, ঘৃণিত লম্পটের সহিত আমি কথা কহি না।"—এই উত্তর দিলাম।

লোকটা হাসিয়া বলিল, "আপনার চরিত্রে পাপস্পর্শ হইবে না, আমার কথা শুনুন ; আমি আপনার কাছে আরও স্বীকার করিতেছি যে এই দাড়ী কৃত্রিম, আর এই রঙ্গিল চসমা কেবল সাধারণের চক্ষু প্রতারিত করিবার জন্য।"

এতক্ষণে আমার মনে বিস্ময়ের উদয় হইল, আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্থির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এ কথা স্বীকার কর ? নির্দ্দোষী সাধু পুরুষের ছদ্মবেশ !"

আমার সহযাত্রী উত্তর করিল, "সে গোপনীয় কথা আপনাকে বলিবার বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না, কিন্তু আমরা যখন একত্র যাইতেছি, আর আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হইয়াছে, তখন সে সন্দেহ অপনীত করা আমার কর্ত্তব্য, সেই জন্যই আপনাকে আমার এই ছদ্মবেশ ধারণের কারণ বলিব ; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমার নাম বা মৎ-সংক্রান্ত কোন পরিচয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। কেন যে আমি আপনার সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না তাহাও আমার সমস্ত কথা মন দিয়া শুনিলে বুঝিতে পারিবেন ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বা অন্য কোন বুদ্ধি-

পট।

মান ভদ্রলোক আমার অবস্থায় পড়িলে আমার পন্থাই অবলম্বন করিতেন। আমার এই ছদ্মবেশ ধারণ এবং নিশীথ রাত্রে দৌড়াদৌড়ি,এ সমস্তই একটি দরিদ্রা ভদ্র রমণীর প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য।"

আমি এই সকল কথা শুনিয়া একটু সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু ব্যাপার কি জানিবার জন্য মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, এবং এই অপরিচিত ভদ্রলোকের প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়া তাঁহার সহিত অভদ্রাচরণ করিয়াছিলাম ভাবিয়া মনে কিছু কষ্টও হইল। যাহা হউক,পিস্তলটা পকেটে ফেলিয়া আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া আপনাকে নির্দ্দোষী বলিয়াই মনে হইতেছে। আমার অভদ্রতা মার্জ্জনা করুন; সন্দেহজনক অবস্থায় সহসা আপনাকে এই গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া আমার মনে বাস্তবিকই ভয় হইয়াছিল; আর ভয় হইবার কথাও বটে। আজ কাল প্রায়ই খবরের কাগজে রেলগাড়ীতে অনেক হত্যাকাণ্ডের কথা পাঠ করা যায়; যাহা হউক, আর অধিক দূর নাই, এ অল্প পথ আমরা কথাবার্ত্তায় কাটাইতে পারিব।"

সহযাত্রী সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, "এ বেশ কথা,ভাগ্যে আমি অন্য কোন গাড়ীতে না উঠিয়া এই গাড়ীতেই উঠিয়াছিলাম; দেখিতেছি 'ইণ্টারমিডিয়েট' কিম্বা 'থার্ডক্লাশে' কোন বাঙ্গালদের গাড়ীতে এ ভাবে উঠিলে তাহারা 'চোর'

'চোর' বলিয়া মহা গণ্ডগোল করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিত।"

আমি বলিলাম, "আপনি যখন এই গাড়ীতে উঠেন, তখন যে আপনাকে কেহ দেখিতে পায় নাই এই আশ্চর্য্য!"

সহযাত্রী উত্তর দিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না যে চন্দ্র তখন অস্ত গিয়াছিল; একটু সামান্য আলো ছিল তাহাতে দূরের জিনিষ ভাল করিয়া চিনিতে পারা যায় না; আর এই ভয়ানক শীতে কে কোন্ দিকে নজর রাখে? আমি দ্রুতপদে আসিয়া দেখি ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; আমি নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িলাম। একেবারে গাড়ীর ভিতর আসিতে সাহস হয় নাই; একবার অতি সাবধানে গাড়ীর ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম; দেখিলাম, একেবারে খালি গাড়ী, ভাবিলাম ভালই হইল; গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলাম; একটু দম লইয়া এদিকে আসিতেই দেখি আপনি গাড়ীর একমাত্র আরোহী, ভরা পিস্তলে আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যাহা হউক আপনার মত সুজন সঙ্গী পাইয়া আমার কোন অসুবিধা হয় নাই, তবে পিস্তলটা ছুড়িলে সুবিধাটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইত ঠিক বলিতে পারি না"—আমার সহযাত্রী হাসিয়া উঠিলেন।

আমার মুখেও হাসি আসিল; কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন যেন এভাবে উঠিলেন, আমি-

পট।

বার সময় কি করিবেন? আপনার কাছে বোধ করি গোয়ালন্দের ভাড়া আদায় করিবে।"

আমার সহযাত্রী বলিলেন, "সে জন্ম আমি বিশেষ চিন্তিত নই; আমার চিন্তার বিষয় স্বতন্ত্র। শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বে ট্রেণের গতি একটু কমিলেই—শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্, গাড়ী হইতে আমি লাফাইয়া পড়িব; অন্য কোন উপায় দেখি না।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "বলেন কি, মশায়? যাহারা পলাতক খুনী আসামী, তাহারাও ত এমন দুঃসাহস প্রকাশ করে না। বলিতে পারি না আপনার মনের ভাব কি; কিন্তু আপনি যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য এতটা লুকোচুরী ও আত্মসাবধান অনাবশ্যক।"

আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আবার আমার সহযাত্রীর দিকে চাহিলাম, লোকটাকে বুঝিয়া উঠা আমার পক্ষে কঠিন হইল।

সহযাত্রী বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তবে শুনুন, সকল কথা খুলিয়া বলি। বারাকপুর সবডিবিজানের মধ্যেই আমার বাড়ী, নিজ বারাকপুর হইতে কিছু দূরে এক পল্লীগ্রামে; সর্ব্বদা আমি কলিকাতাতেই থাকি। আমার একজন দরিদ্র ও নিতান্ত নিরীহ আত্মীয় আমার প্রতিবেশী; তাঁহার সতের আঠারো বৎসর বয়স্কা একটি সুন্দরী বিধবা কন্যা আছে। আমাদের

গ্রামের দুশ্চরিত্র জমিদার-পুত্রের পাপদৃষ্টি এই মেয়েটির উপর পড়িয়াছে। মেয়েটিকে স্থানান্তরিত করিবার জন্যও সে দুই একবার চেষ্টা করে, কিন্তু চেষ্টা সফল না হওয়ায় তাহার জেদ বাড়িয়া যায়। কয়েকটা সঙ্গীর সাহায্যে আজ রাত্রে মেয়েটিকে সরাইবার জন্য পাপিষ্ঠ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; মেয়ের পিতা কোন প্রকারে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন; বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক দুঃখ করিয়া তিনি আমাকে এক পত্র লিখিলেন। এ রকম পত্র পাইয়া কি আর ভদ্রলোকে স্থির থাকিতে পারে, বিশেষতঃ আমার ও আমার আত্মীয়ের বিপদ ত অভিন্ন। আমি সন্ধ্যার পর আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইলাম, এবং মেয়েটির পিতার সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের বাগানে লুকাইয়া রহিলাম। রাত্রি প্রায় একটার সময়ে সেই দুর্বৃত্ত জমিদারপুত্র তিন জন সঙ্গীর সহিত আমার আত্মীয়ের বাড়ীর প্রাচীর পার্শ্বে উপস্থিত হইল, এবং প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের জন্য দুই জনকে নিযুক্ত করিয়া অন্য সঙ্গীর সঙ্গে নীচে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া এক মোটা বাঁশের লাঠি দ্বারা আমি জমিদার-নন্দনের মাথায় সবেগে আঘাত করিলাম; হতভাগা চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অতর্কিত বিপদে ভীত হইয়া দুরাচারের সঙ্গীগণ প্রথমে পলায়ন করিল, শেষে কি ভাবিয়া ফিরিয়া আমার পশ্চাতে ছুটিল। এক জনের বিরুদ্ধে তিনজন, বিপদ বুঝিয়া

পট।

আমিও রণে ভঙ্গ দিলাম। বেড়া লাফাইতে গিয়া একটা কঞ্চিতে হাত ছিঁড়িয়া গেল, ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল; সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আমি ছুটিতে লাগিলাম; পশ্চাতে চাহিয়া দেখি দুরাচারেরা দ্রুতবেগে আমার অনুসরণ করিতেছে; দেখিলাম গায়ের র‍্যাপারটা যে রকম ভারি, তাহা ঘাড়ে লইয়া দৌড়াইবার সুবিধা হইতেছে না, কাজেই সেটা পথের উপর ফেলিয়া রাখিয়াই আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলাম। শত্রুদল অনেক পশ্চাতে রহিল; আমি একেবারে বারাকপুরে আসিয়া গাড়িতে চড়িলাম। আমাকে সকলেই চেনে; যদি এই দাড়ী ও চসমা না লইতাম, তাহা হইলে জ্যোৎস্নালোকে আমার অনুসরণকারিগণ সহজেই আমাকে চিনিয়া ফেলিত। আমার বোধ হয় তাহারা বারাকপুরে পৌছিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া থাকিবে। টিকিট লই নাই, সুতরাং শিয়ালদহে টিকিট দেখাইতে না পারিলেই আমার কথা লইয়া একটু আন্দোলন হইবে, ঘটনাক্রমে আমার ধরা পড়াও আশ্চর্য্য নহে; এই সকল কথা ভাবিয়া মনে করিতেছি যে, কলিকাতায় গাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বেই আমি লাফাইয়া পলাইব। একবার গাড়ীর বাহির হইতে পারিলে আর আমাকে ধরে কে? সেই নরাধমের মাথা ফাটাইয়া কারাগারে যাইতেও আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু যদি প্রকাশ্য আদালতে আমার সেই আত্মীয়ের পরিবার সম্বন্ধে

কোন কথা উঠে, যদি বিধবার পবিত্র চরিত্রে কেহ কোন প্রকারে কলঙ্ক আরোপ করে, তাহা হইলে দুঃখ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না, সুতরাং এই ভাবে পলায়নই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি—এই জন্যই আপনাকে বলিয়াছিলাম, দরকারে পড়িলে ভদ্রলোককেও চোর ডাকাতের মত পলাইতে হয়।”

আমি বিস্ময়ের সহিত আমার সহযাত্রীর সকল কথা শুনিলাম। তাঁহার কথা শেষ হইলে আমার মনে ভদ্রলোকের উপর ভারি সহানুভূতির সঞ্চার হইল; একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, “যদি তাহারা আপনার র‍্যাপারখানা কুড়াইয়া পায়, তবে কি আপনাকে বিপদে ফেলিতে পারে না ?”

সহযাত্রী উত্তর দিলেন, “সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, সে রকম র‍্যাপার সর্ব্বত্রই দেখা যায়।”

“তবে কি ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই ?”

ভদ্রলোকের জন্য আমার বড়ই চিন্তা হইল। একজন মানুষের মাথায় লাঠি মারিয়া তিনি ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন স্বীকার করি ; কিন্তু যে দুর্ব্বৃত্ত একটি নিষ্কলঙ্ক, ভদ্র পরিবারের পবিত্রকুলে কালি দিতে উদ্যত, তাহার এই রকম শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; বলিতে কি আমার সহযাত্রীর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। তাঁহার এ বিপদ ত পরের মঙ্গলের জন্যই ; সুতরাং উভয়ে যুক্তি করিয়া যদি কিছু উপায় স্থির করা যায়

পট।

এজন্য নানা পরামর্শ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন উপায়ই স্থির হইল না ; তিনি বলিলেন, "না, লাফাইয়া পলায়ন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।"

"আমার দ্বারা কি আপনার কোন উপকার হইতে পারে ?" সহযাত্রীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আমি এই প্রশ্ন করিলাম।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "গুলি মারিয়া যে আমার মাথার খুলি উড়াইয়া দেন নাই, সে-ই যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন, অধিক আর কি করিবেন ?"

আমি লজ্জিত হইয়া কহিলাম, "মাপ করুন মহাশয়, আপনি যে অবস্থায় গাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাতে অন্য কোন রকমে আপনার অভ্যর্থনা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন আপনার সাধু উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়াছি, আমার যতটুকু সাধ্য আপনার উপকার করিতে প্রস্তুত আছি।"

সহযাত্রী কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "একটি মাত্র উপায় আছে,—কিন্তু আপনাকে বিপদে ফেলিয়া আমি উদ্ধার কামনা করিনা।"

আমি তাঁহার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "একটি মাত্র উপায় আছে দেখিতেছি,—সে কথা আপনাকে বলিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।"

আমি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, "আপনার টিকিট খানা লইয়া আমি উদ্ধার লাভ করিতে পারি, কিন্তু আপনার কাছে টিকিট না থাকিলে আপনাকে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আমার নিষ্কৃতির জন্য কেন আপনাকে অসুবিধায় ফেলিব ?"

তাই ত; এ কথাটা এতক্ষণ একবারও আমার মনে আসে নাই; হাসিয়া বলিলাম,"আপনি বেশ কৌশল বাহির করিয়াছেন। আমার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি আমার টিকিট লইয়া স্বচ্ছন্দে নামিয়া যাইতে পারেন; টিকিট অভাবে আমার কোন অসুবিধা হইবে না, কারণ আমার লগেজ ব্রেকভ্যানে আছে; তাহার রসিদ আমার নিকট, তাহার দ্বারাই আমি প্রমাণ করিতে পারিব যে, আমি চুয়াডাঙ্গা হইতে আসিতেছি। চুয়াডাঙ্গায় রেলের বাবুরা প্রায় সকলেই আমাকে জানেন; কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে টেলিগ্রামেই রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ জানিতে পারিবেন আমি চুয়াডাঙ্গায় টিকিট লইয়াছিলাম কি না; না হয় বড় জোর তাঁহারা আমার নিকট কলিকাতা পর্য্যন্ত গাড়ীর ভাড়া আদায় করিবেন, আপনি আমার নিষ্কৃতির জন্য চিন্তা করিবেন না।"

আমার সহযাত্রী বলিলেন, "তা সত্য, কিন্তু তবু ত আমার জন্য আপনাকে খানিক অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে; যাহা হউক যদি আপনি আমার নিকট হইতে টিকিটের উপযুক্ত

মূল্য গ্রহণ করেন;তাহা হইলেই আমি আপনার টিকিট লইতে পারি। শিয়ালদহে আপনাকে টিকিটের দাম দিতেই হইবে; টিকিট হারানোর ওজর তাহারা শুনিবে না।"

"তাহাই হইবে" বলিয়া আমি আমার কোটের পকেট হইতে টিকিট খানি বাহির করিয়া আমার সহযাত্রীর হস্তে প্রদান করিলাম; তিনি আমাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দান করিয়া একখানি পাঁচ টাকার নোট আমার হাতে দিলেন; আমি তাহা কোরিয়ার ব্যাগে রাখিয়া তিন টাকা পনর আনা টিকিটের দাম বাদ দিয়া, এক টাকা এক আনা তাঁহাকে ফেরত দিলাম। তিনি হাসিয়া আর একবার আমাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আমার বাসায় আমার সঙ্গে একদিন দেখা করিতে যাইবেন বলিয়া আমার বাসার ঠিকানা জানিয়া লইলেন।

ক্রমে ট্রেণের গতি কমিয়া আসিল; পুনঃপুনঃ বাঁশী বাজিতে লাগিল। আমরা শিয়ালদহের নিকটে অসিয়াছি বুঝিয়া আমার সহযাত্রীকে বলিলাম, "আপনি প্লাটফর্ম্মের দিকে গিয়া বসুন, টিকিট কলেক্টর আসিলেই তাহার হস্তে টিকিট দিয়া বিনাবাক্যে চলিয়া যাইবেন; আমার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে এরূপ ভাব দেখাইবার কোন দরকার নাই। আমি এ পাশে একটু শয়নের উদ্যোগ করি।"

আমি সুকোমল আস্তরণে দেহ বিস্তার করিলাম; ট্রেণ

প্লাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইল; চারিদিকে কুলির ভীড়, লোকের দুপদাপ পায়ের শব্দ।

কিয়ৎকাল পরে একজন টিকিট কলেক্টর আসিয়া আমাদের গাড়ীর দরজা খুলিয়া টিকিট চাহিল; সহযাত্রী বিনাবাক্যে টিকিট দিয়া প্রস্থান করিলেন; আমার বড় আমোদ বোধ হইল।

আমাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া টিকিট কলেক্টর গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, "মশায়, টিকিট" আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "মহাশয় টিকিট খানা পাইতেছি না; কি করিব, যে দাম হয় লউন।"

আমার কথা শুনিয়া টিকিট কলেক্টর হাতের আলোটা উচু করিয়া তুলিল। গাড়ীর মধ্যে তখনো অন্ধকার; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার কাছে দাম দিতে হইবে না; বড় সাহেবের কাছে এ জন্ম আপনি কৈফিয়ৎ দিবেন।"

"কৈফিয়ৎ!" আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কৈফিয়ৎ কিসের? টিকিট হারাইয়াছি, দাম দিতে প্রস্তুত আছি; এজন্য আবার কৈফিয়ৎ কি দিব?"

"আমার সঙ্গে সে তর্ক নিষ্ফল," বলিয়া টিকিট কলেক্টর একজন জমাদারকে ডাকিল; জমাদার আসিলে তাহাকে চুপে চুপে কি বলিয়া দিল। একটু পরেই দেখি আমাদের

পট।

ট্রেণের গার্ড—এক ইম্পিরিয়াল এংগ্লো ইণ্ডিয়ান সাহেব, আর দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত!

টিকিট কলেক্টর আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে বলিল। আমি প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "মশায়, আপনাদের সাহেবের আফিস কোথায়, চলুন। আমি টিকিটের দাম দিয়া চলিয়া যাই। বিলম্ব করিবার আমার অবসর নাই, ভোর হইয়াছে; এখনই আমাকে অনেক কাজে ঘুরিতে হইবে।"

টিকিট বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আপনার বিলম্ব হইতেছে মাপ করিবেন। অপরাধটা আমাদের নয়, আপনাকে আমাদের সঙ্গে পুলিস আফিসে যাইতে হইবে।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম! ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, "কেন?" উত্তর হইল, "আমাদের উপর এই রকম আদেশ আছে।"

আমার ভারি রাগ হইল; রেলের কেরাণীগুলা সর্ব্বত্র সমান! একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আদেশ? আপনি কি বিদ্রূপ করিতেছেন? কাহার আদেশ? আরোহিগণের সঙ্গে এ রকম অভদ্র ব্যবহার করিবার আপনাদের কোন অধিকার আছে কি?"

টিকিট কলেক্টর গার্ড, আর সেই দুইটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কি পরামর্শ করিল, শুনিতে পাইলাম না; ভদ্রলোক

দুটির পুলিসের পরিচ্ছদ ছিলনা বটে, কিন্তু সহজেই আমার অনুমান হইল, ইহারা ডিটেক্টিভ।

গার্ড সাহেব ম্যাচ জ্বালাইয়া চুরুট ধরাইতে ধরাইতে আমার খুব কাছে সরিয়া আসিল, এবং নিষ্পরোয়া ভাবে আমার মুখের উপর খানিক ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল; তাহার পর খাঁটি বৃটনের মত দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ভারি গম্ভীর মুরুব্বিয়ানা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল:—

"Well Babu, at what station did you get in ?"

ফিরিঙ্গিটার মুরুব্বিয়ানা আমার অসহ্য হইল; আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম—"সে কথার জবাব তোমাকে দেওয়ার কোন আবশ্যক দেখি না; যদি কিছু বলিতে হয় ত কর্ত্তা ব্যক্তিকেই বলিব।"

উত্তর পাইয়া সাহেবের ভারি গোঁসা; মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল:—

"Then you have only to follow me."

তথাস্তু! আমি গার্ডের অনুগমন করিলাম, সঙ্গে টিকিট কলেক্টর, আর সেই দুই জন বাবু। সার্কুলার রোড দিয়া দক্ষিণ মুখে কিয়দ্দূর গিয়াই একটা বড় বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, তাহার দ্বারদেশে কাষ্ঠফলকে মোটা মোটা ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে—

"রেলওয়ে পুলিস অফিস।"

পট।

২

একজন কনেষ্টবল ফটক খুলিয়া দিলে আমরা প্রাঙ্গন পার হইয়া একটা বিস্তৃত হলে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম একটা বড় গোল টেবিলের চারিদিকে খান কত চেয়ার, একটু দূরে খান দুই বেণ্টউড্ চেয়ার ও একখান বড় বেঞ্চি রহিয়াছে; ডিটেক্টিভদ্বয় বেঞ্চির উপর বসিলেন; গার্ড এক খান চেয়ার টানিয়া লইল, আমিও একখান বেণ্টউড্ চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

মনে যে বিশেষ ভয় হইয়াছিল তা নয়, তবে খানিকটা বিরক্তি বোধ হইতেছিল; ভাবিলাম এ সকল আয়োজন কেন? টিকিট নাই, দাম লইয়াই ত আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিত। বোধ হয় ভিতরে কিছু রহস্য আছে; হয়ত ইহারা বারাকপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া আমাকে আমার সহযাত্রী বলিয়া ধরিয়াছে। যাহাই হউক, আমিও স্থির করিলাম, সহজে কোন কথা ভাঙ্গিতেছি না। তবে পুলিসের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন বড় সুমধুর নহে; আর কিছু করিতে না পারুক, একজন নিরীহ ভদ্রলোককে সহজেই অপমানিত করিবার পারদর্শিতা ইহাদের আছে; বিশেষতঃ এই সমস্ত বাজে কাজেই যদি এক আধ দিন কাটিয়া যায়, তাহা হইলে যাহা করিতে আসিয়াছি তাহার কিছুই হইবে না, কেবল বাড়ী ফিরিয়া গালমন্দ খাইতে হইবে; কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত

ছিলাম; অতএব সে জন্য নূতন চিন্তার উদয় হইবার কোন কারণ ছিল না।

অল্পক্ষণ পরেই একজন স্থূলকায়, নাতিদীর্ঘ, মধ্যবয়স্ক ইংরাজ অন্য প্রকোষ্ঠ হইতে সেই কক্ষে আবির্ভূত হইলেন। সকলেই উঠিয়া তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিল; বুঝিলাম ইনিই এখানকার 'বড়া সাহেব।'

সাহেব চেয়ারে উপবেশন করিলে একজন ডিটেক্টিভ তাঁহার কানে কানে কি বলিল; সাহেব গম্ভীরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

ব্যাপারটা ক্রমেই আমার কাছে অধিকতর অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছিল। আমিও গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম, "আমার নাম জিজ্ঞাসা করিবার কি কারণ আছে, বুঝিতে পারিতেছি না। চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে যখন টিকিট কিনিয়াছিলাম সে সময়ে নাম বলিতে হয় নাই; দৈবাৎ টিকিট হারাইয়া গিয়াছে, উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি; নাম বলিতে বাধ্য নই।"

পুলিস সাহেব কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তুমি ভদ্রভাবে কথা বল্।"

আমি বলিলাম, "মহাশয় যেমন ভদ্রলোক, আমিও সেই রকম একজন ভদ্রলোক। আমি নেটিভ হইলেও মহাশয়ের সঙ্গে যখন প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ নাই, তখন প্রথমেই কি আপনার ভদ্র ভাবে কথা বলা উচিত ছিল না?"

পট।

নেটিভের স্পর্দ্ধায় সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; ডিটেক্টিভদ্বয় এবং টিকিট কলেক্টর বাবুটি বোধ হয় মনে করিলেন, সাহেবের ক্রোধানলে এখনই আমি দগ্ধ হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইব।

সাহেবের মনে কি হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার সংযম নষ্ট হইল না; তিনি ধীর স্বরে বলিলেন, "আমার কি উচিত অনুচিত সে জ্ঞান আমার আছে, অপরাধীর পক্ষে এ রকম উদ্ধত উত্তর সঙ্গত নহে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "আমি অপরাধী? টিকিট হারাইয়াছি বলিয়া? মহাশয়, জানিতাম না ইংরাজের পিনাল কোডের মতে টিকিট হারানও একটা গুরুতর অপরাধ।"

সাহেব মুহূর্ত্তকাল নিরুত্তর রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমার অপরাধ তুমি যত লঘু বলিয়া প্রকাশ করিতেছ তাহা নয়, তুমি চুরী ও হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছ।"

এবার আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম; কিন্তু বুকের মধ্যে একবার ধড়াস্ করিয়া উঠিল; সাহেব রোষ-কষায়িত লোচনে বলিলেন, "তুমি কি পাগলামির ভাণ করিতেছ?"

আমি বলিলাম, "আমি ঠিক স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি; পাগল হইব কোন্ দুঃখে, সাহেব? তবে যদি আপ-

নার কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করা পাগলামির চিহ্ন হয়, তাহা হইলে আমি পাগল।"

এবার সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল ; তিনি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "সাবধানে কথা না বলিলে আমি তোমাকে হাজতে পাঠাইব।"

হাজতে যাইতে আমার অত্যন্ত আপত্তি ছিল, সুতরাং আমি বিলক্ষণ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "সাহেব, এ পর্য্যন্ত আপনার মুখে যে টুকু শুনিলাম, সে সমস্তই হেঁয়ালির মত দুর্ব্বোধ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃই হোক আর বুদ্ধিবৃত্তির অল্পতার জন্যই হোক, আপনার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমি টিকিট দিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু সে জন্য এ গরিবের উপর চুরি ও হত্যাপরাধ চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে কেন ? বুঝিতে পারিতেছি না। আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণের অভাব নাই, তথাপি আমি কাহার কি চুরি করিলাম, কাহাকেই বা হত্যা করিলাম, সে কথাটা ত আমার একবার জানা আবশ্যক—এ যে আগাগোড়া আরব্য-উপন্যাস।"

বিদ্রূপের স্বরে সাহেব উত্তর দিলেন, "তুমি পাকা বদমাস্, তোমাকে 'কনফেস্' করাইতে কিছু সময় লাগিবে দেখিতেছি; কিন্তু আমি সে বিদ্যায় শিশু নই, অনেক দিন ডিষ্ট্রীক্ট পুলিসের কাজ করিয়াছি।"—রাগিয়া সাহেব তাঁহার অসামান্য বিদ্যার গৌরব প্রকাশ করিলেন।

পট।

আমি বিচলিত হইলাম না, বলিলাম, "সাহেব, আমাকে এখানে ধরিয়া আনিয়া এ ভাবে অপমান করিলে আমার অবশ্য কোন উপায় নাই ; কিন্তু আমাকে হত্যাকারী, চোর, বদমাস্ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিবার পূর্ব্বে আপনি আমার এই সকল অপরাধ প্রমাণ করিতে বাধ্য।"

সাহেব বলিলেন, "তুমি বলিতে চাও, তুমি চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসন হইতে আসিতেছ ?" আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই ; আপনাকে আমার কথা বিশ্বাস করিতে বলিনা, আমি তাহার প্রমাণ দিব ; আমার কাছে টিকিট পাওয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু আমার কাছে আমার লগেজের রসিদ আছে, চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে কাল রাত্রে এ রসিদ লগেজ 'বুক' করিয়া পাইয়াছি।"

পকেট হইতে রসিদ বাহির করিয়া সাহেবের হস্তে দিলাম।

সাহেব রসিদ খানা লইয়া খুব ভাল করিয়া দেখিলেন, তাহার পর আমাকে বলিলেন, "তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে, এই রসিদ তোমার নিজের ; হইতে পারে তুমি আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে এই রসিদ তোমার সহযাত্রীর নিকট হইতে চুরি করিয়াছ ; শুনিলাম সে ব্যক্তিও চুয়াডাঙ্গা হইতে আসিয়াছিল।"

সাহেবের যুক্তি খুব প্রবল সন্দেহ নাই ! আমি বলিলাম, "আপনি কি মনে করেন লগেজের রসিদ আমি চুরি করিয়াছি

বলিয়া সে ব্যক্তি তাহার লগেজের স্বত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? আপনি চেষ্টা করিলেই জানিতে পারিবেন, সে লগেজ আমার; আমার সঙ্গে লগেজ-রূমে চলুন, আমি আমার ট্রঙ্ক দেখাইয়া দিব; সে ট্রঙ্কের চাবিও আমার কাছে আছে। ট্রঙ্ক না খুলিয়াই আমি তাহার ভিতরের জিনিষ পত্রের হিসাব দিব। হইতে পারে,আমি আমার সহযাত্রীর ট্রঙ্কের রসিদ ও তাহার চাবি পর্য্যন্ত চুরি করিয়াছি, এবং তিনিও বিস্মৃতি বশতঃ ট্রঙ্কটা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দৈব-বিদ্যায় পারদর্শী না হইলে এরূপ অবস্থায় পরের ট্রঙ্কের ভিতরের খবর দেওয়া যায় না।"

আমার এই স্পষ্ট জবাবে সাহেব মুহূর্ত্তকাল নিরুত্তর রহিলেন; তাহার পর ধীরভাবে বলিলেন, "এ সমস্ত প্রমাণ আমি পরে লইব, কিন্তু প্রথমে আমি তোমার নাম জানিতে চাই; আমার কাছে তোমার কিছু গোপন করিবার না থাকিলে তুমি প্রথমে তোমার নাম বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলে কেন?"

"নাম বলিবার এত বড় গুরুতর কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া তখন আমার মনে হয় নাই", এই কথা বলিয়া আমার নাম প্রকাশ করিলাম; আরও বলিলাম, "৪২নং—ষ্ট্রীটে আমাদের বাসা; বাসায় এখন আর কেহ নাই, লছমনসিং নামক একটি অল্প বয়স্ক দরোয়ানের উপর বাসার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আছে; আমার জন্ত আজ তাহার ষ্টেসনে আসিবার কথা ছিল,

পট।

হয়ত সে ষ্টেসনের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে; তাহাকে ডাকাইলেই সকল কথা জানিতে পারিবেন।"

পুলিস সাহেব একজন ডিটেক্‌টিভের প্রতি ইঙ্গিত করিব মাত্র সে বাহিরে চলিয়া গেল। চাকরের সাক্ষ্যে ফিকেটে আমার মুক্তি লাভ হইবে, এ কথা ভাবিয়া আমা বড় রাগ হইতেছিল; যাহা হউক আমি প্রকাশ্যে সাহেবকে বলিলাম, "আমার চাকরের সাক্ষী লইতে রাজী হই; এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই; কিন্তু আপনি কোন্ হত কাণ্ডের কথা বলিতেছিলেন, তাহা ত বুঝিলাম না; ট্রেণে কি কোন লোক খুন হইয়াছে?"

সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমার জানিবার অনেক পূর্ব্বেই সে কথা তুমি জানিতে পারিতে।"

আমি বলিলাম, "কিরূপে জানিব? বোগুলা ষ্টেসনে গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই আমি ঘুমাইয়া পড়ি; অন্য গাড়ীতে যদি সমস্ত লোক খুন হইত, তাহা হইলেও সে কথা জানিতে আমার সম্ভাবনা ছিল না; আমার সঙ্গে একটা রিভলভার থাকায় পথে আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় ছিলাম।"

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি গাড়ীতে ঘুমাইয়াছিলে?"

আমি বলিলাম, "আমার কাছে নগদ প্রায় পনর

টাকা থাকায় আমাকে একটা রিভলবার সঙ্গে লইতে হইয়াছিল; রেলের গাড়ীতেও অনেক চুরি ডাকাতি হয়, আত্মরক্ষার উপায় না করিব কেন?"

সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "লাইসেন্স?"

হঠাৎ আর একটা কথা মনে হইল, আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, "আমি আপনাকে আমার নির্দ্দোষিতার আর একটা প্রমাণ দেখাইব; এতক্ষণ মনে হয় নাই, এই 'লাইসেন্স'ই আমার নির্দ্দোষিতার প্রধান প্রমাণ; ইহাতেই আমার নাম লিখিত আছে।"

সাহেব 'লাইসেন্স' দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন, চিন্তারাশি তাঁহার ললাটে জমাট বাঁধিয়া গেল।

এমন সময়ে পূর্ব্বকথিত ডিটেক্‌টিভটি বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "লছমন্ সিং নামক কোন লোক [illegible]সনে নাই।"

সাহেব যেন কিছু প্রফুল্ল হইলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমার একটা কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইল, ভরসা করি অন্য তথ[illegible]ও সেইরূপ হইবে এবং—"

আমি কিছু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, "সাহেব, আপনা[illegible]কে সন্তুষ্ট করা দেখি এক অসাধারণ ব্যাপার; আপনাকে আমার নাম বলিয়াছি; আমার বাসার ঠিকানা আপনাকে [illegible]লিলাম; আমার নিজের নামের বন্দুকের 'লাইসেন্স' আপ-

পট।

নাকে দেখাইলাম, তথাপি আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলাম না। আপনি আর বেশী কি চান? একজন নির্দ্দোষী ভদ্রলোকের উপর হত্যাপরাধের আরোপ করিয়া তাহাকে লইয়া অনর্থক কষ্ট দেওয়া পুলিসের পক্ষে অত্যন্ত সুসাধ্য ও স্বাভাবিক হইলেও তাহা নীতিসঙ্গত নহে।"

সাহেব ভারি গরম হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "মনে করিও না, এই রকম উদ্ধত ভাবে কথা বলিলে আমি তোমাকে প্রশ্ন করিতে বিরত হইব; যতক্ষণ তোমার identification সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইতেছি, ততক্ষণ তোমাকে প্রশ্ন করিব।"

আমি শান্তভাবে বলিলাম, "আপনার যত ইচ্ছা প্রশ্ন করুন, কিন্তু আপনার বক্তব্য একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন; আপনার কোন কথাই যে আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামহরি বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার শেষ বার কবে দেখা হইয়াছে?"

"রামহরি বিশ্বাস? কে সে? কখন তাহার নামও শুনি নাই।" সবিস্ময়ে আমি এই উত্তর দিলাম।

"তাহা হইলে তুমি কখন বারাশতে যাও নাই?"

"সাত আট বৎসর আগে একবার এক বিবাহের বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলাম, তখন আমার বয়স পনর ষোল বৎসর।"

উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা।

"কাল সন্ধ্যার পর তুমি বারাশতে যাও নাই ?"

"কাল সন্ধ্যার পর আমি চুয়াডাঙ্গার পথে; গোয়ালন্দ মেলে চুয়াডাঙ্গা হইতে এখানে আসিতেছি; রামহরি বিশ্বাস, বারাশত, এ সকল কথার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই।"

সাহেব গম্ভীর মুখে বলিলেন, "রামহরি বিশ্বাস বারাশতের একজন ধনী মহাজন; গত রাত্রে তিনি হত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সিন্দুক হইতে অনেক টাকা অপহৃত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি কি মনে করেন এ কাজ আমার দ্বারা হইয়াছে ?"

সাহেব উত্তর দিলেন, "তাহা কি রূপে বুঝিব ? হত্যাকারীকে রামহরি বিশ্বাসের বাড়ী হইতে পলায়ন করিতে দেখা গিয়াছে; পুলিশ সন্ধান পাইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারে নাই—তবে জানিতে পারা গিয়াছে তাহার আকৃতি এবং পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মত।"

"যে হেতু আমার আকৃতি ও পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মত, অতএব আমি সেই হত্যাকারী; খুব মাতব্বর যুক্তি সন্দেহ নাই!"—বিদ্রূপের প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমি এই জবাব করিলাম।

সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমরা জানিতে পারিয়াছি, হত্যাকারী ট্রেণে কলিকাতায় আসিয়াছে এবং ট্রেণে উঠিবার সময়ে টিকিট লয় নাই; আরো জানা গিয়াছে

পট।

রাত্রি প্রায় একটার সময়ে ঐ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়; ঐ সময়ের পর ও গোয়ালন্দ মেল ট্রেণ আসিবার পূর্ব্বে আর কোন ট্রেণ নাই; হত্যাকারী ধরা পড়িবার ভয়ে বারাশত ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করে নাই, বারাকপুর পর্য্যন্ত দৌড়িয়া আসিয়া গোয়ালন্দ মেলে চড়িয়াছে। টিকিট কলেক্টরগণকে আদেশ করা হইয়াছিল এই ট্রেণে যে কোন প্যাসেঞ্জারের কাছে টিকিট পাওয়া না যাইবে, তাহাকেই গ্রেপ্তার করিতে হইবে; তোমাকেই কেবল সেই অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; এখন তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর।"

সমস্ত কথা শুনিয়া আমার মনে বড় সন্দেহের উদয় হইল। আমার সহযাত্রী ত এই হত্যাকারী নহে? তবে কি তাহার গল্প সর্ব্বৈব মিথ্যা? আমি কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সাহেবকে বলিলাম, "আপনার সমস্ত কথা উপন্যাসের মত অদ্ভুত বোধ হইতেছে। আপনি বলিতেছেন, হত্যাকারী বারাকপুর ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেণে চাপিয়াছে।" একথা কিরূপে জানিলেন?"

সাহেব বলিলেন, "এ সকল কথা আমি তোমাকে খুলিয়া বলিতে বাধ্য নই; তবে তোমাকে তাহা বলিতেও কোন আপত্তি দেখিতেছি না; অন্ততঃ তোমার মুখবন্ধ করিবার জন্য তাহা বলা আবশ্যক। বারাকপুর হইতে ট্রেণ ছাড়িবার পর আমি একটা টেলিগ্রাম পাই; তাহাতে জানিতে পারি

একজন পোর্টার একটা লোককে তারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া ট্রেণে উঠিতে দেখিয়াছে; কিন্তু ট্রেণ বারাকপুর ষ্টেসন ছাড়িবার পর সে ষ্টেসন মাষ্টারকে ঐ কথা জানায়, সুতরাং টেলিগ্রাম করা ছাড়া ষ্টেসন মাষ্টারের পক্ষে অন্য কোন উপায় ছিল না। ঐ ঘটনাটা অনায়াসেই উড়াইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু যে সকল পুলিশ কনষ্টেবল হত্যাকারীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, হত্যাকারীর পলায়নের পরই তাহারা বারাকপুর ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং ঐ পলায়িত ব্যক্তিই যে হত্যাকারী তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সেই টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই বারাকপুর ও শিয়ালদহের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ষ্টেসনে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, যাহাকে বিনা টিকিটে নামিতে দেখা যাইবে তাহাকেই আটক করিতে হইবে। আর কাহাকেও পাওয়া যায় নাই, কেবল তোমাকেই বিনা টিকিটে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তুমি যে সেই হত্যাকারী, এ বিষয়ে আমাদের আর কোন সন্দেহ নাই। ধরা পড়িয়াছ, এখন কতকগুলা মিথ্যা কথা বলিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা না করিয়া যাহা সত্য, তাহাই বল।"

আমার সহযাত্রী যে হত্যাকারী সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। একবার ভাবিলাম, সাহেবকে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলি,—তাহার গল্প, আমার অনুকম্পা, টিকিট

পট।

প্রদান প্রভৃতি সব। আবার মনে দ্বিধা উপস্থিত হইল। শুধু বলিলাম, "আমি একটা কথাও মিথ্যা বলি নাই। চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনের অনেক কর্ম্মচারী আমাকে বেশ জানেন; কাল রাত্রি ১২টা ২০ মিনিট পর্য্যন্ত যে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে ছিলাম, ও তাহার পর কলিকাতার টিকিট লইয়া গোয়ালন্দ মেলে উঠিয়াছিলাম, এ কথা চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনের ষ্টেসন মাষ্টার বা বুকিং ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। আপনার প্রধান সন্দেহ আমি সেই লোক কি না, কিন্তু সে সন্দেহ দূর করিবার জন্যও আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আপনার সে সন্দেহ অপনীত হইল না। আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনার সকল সন্দেহ দূর করিতেছি। আর এক কথা, আমি রাত্রি বারটা বিশ মিনিটের সময় চুয়াডাঙ্গায় গাড়ীতে চড়িলাম, অথচ রাত্রি ১টার সময় বারাশতে কোন্ রামহরি বিশ্বাস আমার হাতে খুন হইল, একথা আপনি খুব দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস করিলেও আপনার এ বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই।"

বক্তৃতাটা বোধ করি ভাল উকিলের মতই করিয়াছিলাম। সাহেব সকল কথা শুনিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর রহিলেন; আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "রেলওয়ে কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে; টিকিট দিতে পারি নাই, টিকিটের দাম দিতে আমি বাধ্য," এই কথা বলিয়া

ইঁহার সম্মুখে আমার কোরিয়ার ব্যাগ হইতে পাঁচ টাকার এক-ডাঙ্গার নোট বাহির করিয়া সাহেবের টেবিলের উপর আটক করি।

"চুয়াডাঙ্গা নোটখানি হাতে তুলিয়া লইলেন; একবার এদিক দিকে চাহিয়া উল্টাইয়া দেখিলেন, তাহার পর মাথা তুলিয়া হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নোটে রক্তের দাগ কোথা হইতে আসিল?"

আমি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম; বিস্ময় দমন না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "রক্তের দাগ? রক্ত কোথা হইতে আসিবে? আপনি নিশ্চয়ই দেখিতে ভুল করিয়াছেন।" কোন উত্তর না দিয়া সাহেব নোট থানি আমার সম্মুখে ধরিলেন; দেখিলাম বাস্তবিকই সেই নোটের এক কোণে দুইটি রক্তাক্ত অঙ্গুলির দাগ লাগিয়া রহিয়াছে!

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, এ নোট আমি ট্রেণে আমার সহযাত্রীর নিকটে টিকিটের মূল্যের জন্য পাইয়াছিলাম; এখন কি উত্তর দিব! কিন্তু আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রক্তের দাগ কোথা হইতে আসিল? মৃত রামহরি বিশ্বাসের রক্ত বুঝি? তোমার সমস্ত নোটই কি এই রকম রক্তাক্ত?"

আমি বলিলাম, "ইচ্ছা হইলে আপনি দেখিতে পারেন, আমার ব্যাগের অন্য সমস্ত নোটই পরিষ্কার।"

পট।

"কেবল এখানিই রক্ত-কলুষিত হইবার কারণ। শুধু সাহেবের স্বরে বিদ্রূপের গন্ধ ছিল। চুয়াডাঙ্গা

আমি দেখিলাম আর সত্য কথা গোপন করা চ ; কাল বলিলাম "আমার সহযাত্রীর নিকটে এ নোট পাইয়াছিলাম, ও যে লোক ভাবিয়া আপনি আমাকে এত প্রশ্ন করি মেলে আমার বোধ হইতেছে আমার সহযাত্রীই সেই লোক।" আমি আমার সহযাত্রীর আকার প্রকার প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল কথা সাহেবকে বলিলাম ; অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তিনি আমার কথা শুনিলেন।

সাহেব কিঞ্চিৎ আবেগের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার গায়ে কোন রকম র‍্যাপার দেখিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "না।"

"সে তাহা পলাইবার সময় পথে ফেলিয়া গিয়াছিল, কনেষ্টবলেরা তাহা কুড়াইয়া পাইয়াছে ; যাহা হউক তুমি তাহাকে কোথায় দেখিতে পাইলে?"

"ট্রেণে। যদি আমার কথায় আপনার অবিশ্বাস হয়, তবে আপনার এই বুদ্ধিমান টিকিট কলেক্টর বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, যখন ইনি আমাকে লইয়া টানাটানি করেন তাহার পূর্ব্বেই সে চম্পট দিয়াছে।"

টিকিট কলেক্টর বিনীত ভাবে বলিল, "ইনি যে রকম লোকের কথা বলিতেছেন, ঠিক সেই রকমের একজন লোক

ইঁহার সঙ্গে এক কামরায় ছিল; কিন্তু তাহার কাছে চুয়াডাঙ্গার টিকিট পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাকে কিরূপে আটক করা যায়?”

“চুয়াডাঙ্গার টিকিট!” সাহেব এই কথা বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলিলাম, “সে টিকিট আমার।”

সাহেব এবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “Accomplice! তুমি তাহার সাহায্যকারী; তুমি তাহার উপার্জ্জনের অংশভোগী; কুক্ষণে তুমি প্রতারণা করিয়া আমার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিয়াছ।”

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, “আমি তাহার সাহায্যকারী নই, তাহার উপার্জ্জনের অংশভোগীও নই; আমি দোষী হইলে ও আপনাকে প্রতারিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি অনেক পূর্ব্বেই সাবধান হইতে পারিতাম। আমি ঘুমাইতেছিলাম, সেই লোক আমার টিকিট চুরি করিয়া পলাইয়াছে, এ কৈফিয়ৎ দিলে আপনার সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকিত না; কিন্তু আমি সেরূপ কোন কৈফিয়ৎ আপনাকে দিই নাই; যাহা সত্য তাহাই আপনাকে বলিতেছি শুনুন। আমার সহযাত্রী আমাকে বলে যে, তাহার বাড়ী বারাকপুর সবডিবিজানের মধ্যে কোন পল্লীগ্রামে; তাহার এক প্রতিবেশীর যুবতী বিধবা কন্যার উপর গ্রামের দুশ্চরিত্র জমিদারপুত্র

পট।

অত্যাচার করিবার চেষ্টা করে। প্রতিবেশী লোকটা বড় অসহায়; সে বিপদে পড়িয়া আমার সহযাত্রীর সাহায্য প্রার্থনা করে; তদনুসারে সে তাহার সেই প্রতিবেশীর বাড়ীর কাছে লুকাইয়া থাকে। অনেক রাত্রে সেই জমিদার পুত্র কয়েক জন সঙ্গীর সহিত সেখানে উপস্থিত হইলে, হঠাৎ তাহার মাথায় লাঠি মারিয়া সে পলায়ন করে। যুবকের সঙ্গীগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করায় বেড়া লাফাইয়া পলাইবার সময়ে একটা কঞ্চিতে তাহার হাত কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই; একেবারে বারাকপুর আসিয়া সে ট্রেণে উঠিয়া পড়ে এবং আমাকে এই সকল কথা বলে।"

সাহেব বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এমন একটা অসম্ভব গল্পে অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া তুমি রাস্‌কেলকে টিকিট খানা ছাড়িয়া দিলে?"

আমি বলিলাম, "কেন দিব না, সাহেব? তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ ছিল না। সে যে গল্প বলিয়াছিল; তাহার বিন্দুমাত্রও অসম্ভব নহে। সত্য বটে একটা লোকের মাথায় লাঠি মারা অন্যায় কাজ, কিন্তু একটি ভদ্র মহিলার সম্মান রক্ষার জন্য ও তাঁহার ভবিষ্যৎ অপমানের পথ বন্ধ করিবার নিমিত্ত একজন মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট তেজস্বী ভদ্রলোক যে এ প্রকার কাজ করিতে পারেন, ইহা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। সাহেব, আমরা হিন্দু; আমরা নিতান্ত অধঃ-

পাতে গিয়াছি, তাই পশু কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত 'আমাদের মাতা, স্ত্রী, ভগিনিগণ নিপীড়িতা হইতেছেন; তথাপি আমরা হা করিয়া চাহিয়া সেই অত্যাচার দেখি; তাহার পর ফৌজ-দারীতে নালিশ করি; কিন্তু যাহার হৃদয়ে সাহস আছে, তেজ আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সে কেন চুপ করিয়া এ অত্যাচার সহ্য করিবে? আপনারা রমণীর সম্ভ্রমের মূল্য কি তাহা জানেন। একজন চরিত্রহীন দুরাচারের পাপ-কলঙ্কিত ঘৃণিত জীবন অপেক্ষা কি একটি কুলকামিনীর সম্ভ্রমের মূল্য অধিক নহে? বিশেষতঃ যখন আমার সহযাত্রী আমাকে বলিল যে, শত্রুপক্ষ প্রবল, শিয়ালদহে টেলিগ্রাম করিয়া তাহাকে ধরিতে পারে এবং সে ধরা পড়িলে আর যাহাই হউক একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কথা লইয়া প্রকাশ্য আদালতে বাদানুবাদ উপস্থিত হইতে পারে—অতএব সে লাফাইয়া পড়িয়া গাড়ী হইতে পলাইবে, তখন আমার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল; আমি তাহাকে আমার টিকিট খান দান করিতে চাহিলাম, কিন্তু আমি মূল্য না লইলে সে কিছুতেই টিকিট লইবে না বলিয়া প্রকাশ করিল; অগত্যা আমি মূল্য স্বরূপ তাহার নিকট হইতে পাঁচ টাকার ঐ নোট খানি লইলাম, এবং টিকিটের মূল্য বাদে এক টাকা এক আনা ফেরত দিলাম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার হাত কাটিয়া গিয়াছিল, সেই জন্যই বোধ হয় নোটে রক্তের দাগ লাগিয়াছিল।"

পট।

আমার সকল কথা শুনিয়া সাহেব গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন; অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "এ সমস্ত কথা তুমি এতক্ষণ আমায় বল নাই কেন?"—সাহেবের কথায় কিছুমাত্র বিরক্তি বা ক্রোধের চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না।

আমি বলিলাম, "আমি আবশ্যক বোধ করি নাই। আপনি আমাকে অপরাধী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; আমার যে কোন অপরাধ নাই তাহাই প্রমাণ করিতে আমি ব্যস্ত ছিলাম। আমার সহযাত্রী যে এই হত্যা-ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারে, সে কথা প্রথমে আমার মনেই আসে নাই; তাহার পর কথায় কথায় বুঝিলাম সে প্রকৃতই অপরাধী; এখন দেখিতেছি শুধু আপনারা প্রতারিত হন নাই, আমার চক্ষেও সে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে।"

সাহেব একটু বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "তুমি তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছ; ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার অপমৃত্যু হওয়াই ভাল ছিল। যাহা হউক তাহার নাম বা বাসস্থান সম্বন্ধে যদি কিছু জানিতে পারিয়া থাক, তবে তাহা বল।"

আমি বলিলাম, "আমাকে সে কোন কথাই বলে নাই, আমিও তাহাকে কোন কথা বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করি নাই। যদি তাহার নামের সঙ্গে একটি ভদ্র পরিবারের সম্ভ্র-

মের কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলেও বরং তাহাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম; আর এজন্য পীড়াপীড়ি করিলে যে সে সত্য কথা বলিত তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? সে ত আগাগোড়া একটা সত্য কথা ভুলিয়াও বলে নাই।"

"তুমি সব দিক একেবারে মাটি করিয়াছ"—বলিয়া সাহেব নিরাশার সহিত একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার জিনিসপত্র ও বাসা সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাতে আমার আর অবিশ্বাস নাই; তথাপি এ সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা আমার কর্ত্তব্য; তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। আপাততঃ এ নোট খানা আমার কাছেই থাক, যদি কোন কাজে লাগে।"

একখানা গাড়ী লইয়া ষ্টেসনে চলিলাম; সাহেব নিজে, একজন ডিটেক্টিভ ও একটা কনেষ্টবল আমার সঙ্গে চলিল। ষ্টেশন হইতে 'ট্রাঙ্ক' লইয়া সকলের সহিত বাসায় আসিলাম। লছমন বাহিরের বারান্দার উপর বসিয়া খর্সান ডলিতেছিল; আমাদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। ষ্টেসনে না যাওয়ার জন্য আমি তাহাকে খুব গালাগালি দিলাম। সে বলিল, সে ষ্টেসনে গিয়াছিল; সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও আমার দেখা না পাওয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছে,

পট।

তাহার কোন কসুর নাই। পুলিশ সাহেব তাহার জবাব শুনিলেন; তাহার পর লছমন জানাইল,এক বাবু আমার জন্য এক খান পত্র রাখিয়া গিয়াছে। আমি কিছু বিস্ময়ের সহিত পত্র আনিতে বলিলাম।

লছমন অবিলম্বে পত্র লইয়া আসিল। পেন্সিল দিয়া আধখানা ডাকের কাগজের উপর লেখা পত্র; অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লেখা। আমি পত্রখানা খুলিয়া পড়িলাম :—

"মহাশয়,

আপনি অবশ্য এরূপ পত্র পাইবার প্রত্যাশা করেন নাই, কিন্তু আপনার মুখে আপনার বাসার ঠিকানা জানিতে পারিয়াছি বলিয়াই এ পত্র লিখিতে পারিলাম। আমি আপনার নিকট গাড়ীতে আমার যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি যতটুকু অন্যায় কাজ করিয়াছি বলিয়া আপনি আমার কাছে শুনিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা লক্ষ গুণ অন্যায় কর্ম্ম এই হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু লোকচরিত্রে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আপনাকে প্রতারিত না করিলে, আপনি কখন আপনার টিকিট খানা ছাড়িয়া দিতেন না, আমার পলায়নও এত সহজ হইত না। আপনার সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্যই সে রকম একটা মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিলাম; গল্পটি বোধ করি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া আপনার মনে হয় নাই; আমার কিছু কিছু কল্পনা-

শক্তিও আছে! যাহা হউক আপনি নির্দ্দোষী, সুতরাং পুলিশ আপনাকে ধরিয়া কিছু কাল টানাটানি করিলেও আপনার কোন ভয় নাই; লাভের মধ্যে সেই অবসরে আমি বহু দূরে পলায়ন করিতে পারিব; পুলিশের সাধ্য নাই যে আর আমাকে ধরে। বড় উপকার করিয়াছেন মহাশয়, আপনি চিরজীবী হউন।”

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তাহা হইলে আমার সহযাত্রী সত্যই নরঘাতক দস্যু! কি সর্ব্বনাশ, এত গুলি টাকা লইয়া একাকী তাহার সঙ্গে রাত্রি বাস করিয়াছি। যখন নিঃসন্দেহ মনে তাহার সহিত গল্প করিতেছিলাম, সে সময়ে ত সে সহসা আমার পকেট হইতে রিভলবার কাড়িয়া লইয়া আমাকেই আক্রমণ করিতে পারিত। তাহার কোটের পকেটেই তীক্ষ্ণধার ছুরি লুকায়িত ছিল কি না কে বলিবে? ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমার কোন বিপদ ঘটে নাই— কিন্তু ভয়ে আমার শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সাহেবের হস্তে পত্রখানি দিয়া আমি বলিলাম, “এই দেখুন আমার নির্দ্দোষিতার আর এক প্রমাণ।” সাহেব পত্রখানি দুই তিন বার মনে মনে পড়িয়া পকেটে ফেলিলেন; দেখিলাম সাহেবের বাঙ্গলা ভাষাতেও বেশ দখল আছে। পত্রবাহক সম্বন্ধে লছমনকে সাহেব দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না; তখন

পট।

তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষেই তোমাকে এতটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। যাহা হউক তুমি যে নির্দ্দোষী তাহাতে আমার আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই; আপাততঃ তোমাকে আমাদের আর কোন প্রয়োজন নাই, লিখিলে পরে আমার সঙ্গে দেখা করিও।"—সাহেব তাঁহার নোট বহিতে আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

আমার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জিনিষ পত্র কিনিয়া বাড়ী আসিলাম, কিন্তু কয়েক দিন পরে দেখি দেশী ও ইংরাজী সংবাদপত্রে এই ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; এক জন বুদ্ধিমান সাপ্তাহিক-সম্পাদক আমার প্রতি একটু ইঙ্গিত করিয়া দুই পাঁচটা কথা বলিতেও ছাড়েন নাই।

আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া আমার এক বন্ধুর সম্পাদকের উপর ভারি রাগ হইল দেখিলাম; তিনি আমাকে বলিলেন, "প্রতিবাদ করিলে হয় না?"

আমি বলিলাম, "প্রতিবাদ অনর্থক। পরকে ইহারা গালি দিবার সময় সত্য মিথ্যা বিচার করে না, শেষে নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য প্রতিবাদ পত্রও গাফ্ করিয়া ফেলে।"

বন্ধুর ভারি জেদ্,—বলিলেন, "তবে একটা মানহানির মামলা করা যাক।"

আমি বলিলাম, "কাজ কি ভাই হাঙ্গামায়? ইহাদের কথার কি কোন মূল্য আছে! ইহারা বিপদ দেখিলেই পায়ে লুটাইয়া পড়ে, অথচ 'মুখেন মারিতং জগৎ'।"

বন্ধু হাল ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, "আমি হইলে কিন্তু ভাই, হেয়ারসে সাহেবের সেই বেতের কাণ্ডটার পুনরভিনয় করিতাম!" বোধ করি ভায়া আমাকে কাপুরুষ স্থির করিয়া রাখিলেন!

এই ঘটনার এক মাস পরে আবার কলিকাতা আসিলাম। এক দিন সন্ধ্যার পর পুলিশের কর্ত্তা সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সেই আফিসেই দেখা করিতে গেলাম; এবার সাহেব অতি ভদ্রতার সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যান্য কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি?" সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "না, তাহার সন্ধানে বড় বড় ডিটেক্‌টিভ লাগান হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায় নাই; সে একেবারে নিরুদ্দেশ।"

চক্ষুদান

চক্ষুদান।

(১)

তিন বন্ধুতে বোম্বে যাইতেছিলাম। সাল মনে নাই, তবে বেঙ্গল নাগপুর লাইন তখনও খোলা হয় নাই, এ কথা মনে আছে; মনে থাকিবার একটু কারণ ঘটিয়াছিল, সেই কথাই বলিব। আমরা জব্বলপুর হইয়া 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্যুলা'র রেলপথে যাইতেছিলাম।

জব্বলপুর ষ্টেসনে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনের ডাক গাড়ী থামিল, তখন সন্ধ্যা বেশ ঘন হইয়া আসিয়াছে। গাড়ীর বাহিরে চাহিয়া আর দূরের বস্তু ভাল দেখা যায় না, কেবল দূরে দূরে দুই একটা বিক্ষিপ্ত কুটীরে মৃদু আলোকচ্ছটা, সাহেবদের বাঙ্গলোর কেরোসিনের উজ্জ্বল আভা, আকাশে দুই একটি নক্ষত্রের ক্ষীণ শুভ্র দীপ্তি এবং গাছ পালার একটা অস্পষ্ট আবছায়া চোখে পড়িতে লাগিল। জব্বলপুরে নামিয়া উদরদেবের পরিচর্য্যার জন্য আমরা ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলাম।

বন্ধুবর। ঘণ্টা খানেক পরে বোম্বেগামী নূতন ট্রেণ প্লা[illegible] [illegible]সিতে ব[illegible] জন্য প্রস্তুত হইল। সে দিন 'ইংলিস মেল' [illegible] শেষতঃ [illegible]াড়ীতে ভারি ভীড়, বিলাতের যাত্রী অনেক ছিল;

।টি।

সেই জন্য আমরা হাবড়া ষ্টেসনে 'থ্রু ক্যারেজে' স্থান পাই নাই, সুতরাং নূতন ট্রেণে আমরা এক থানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে প্রবেশ করিলাম।—আমরা বন্ধুত্রয় মাত্র সে কক্ষের আরোহী ; ভাবিলাম, পথে আর ভীড় না বাড়িলে রাত্রিটা বেশ সুখে ঘুমাইয়া কাটান যাইবে।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দিনের বেলা অনেক ঘুমাইয়াছ, অধিক নিদ্রায় চক্ষু দুটি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; নিদ্রা থাক্, এস একটু দাবা খেলা যাক, তিন জনে তাসে ত আর সুবিধা নাই।"

আমি দাবা খেলা জানিতাম না ; হাসিয়া বলিলাম, " 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস' তা ত জান। তোমরা দু জনে দাবা খেল, আমি একটু নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিব।"

যেমন কথা সেই রকম কাজ ; অবিলম্বে সুকোমল আস্তরণে দীর্ঘ দেহ প্রসারিত হইল।

যোগেন্দ্র ও বিজয় দাবাখেলা আরম্ভ করিলেন ; উভয়ের উৎসাহসূচক বীরদর্প শুনিতে শুনিতে আমি নিদ্রামগ্ন হইলাম।

একটা ষ্টেসনে আসিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—তখনও সেই "কিস্তী" চলিতেছে। আমি উঠিয়া বসিয়া গাড়ীর গবাক্ষপথে মাথা বাহির করিয়া দিলাম ; ল্যাম্পের গায়ে কা[illegible] ষ্টেসনের নাম পড়িলাম—"ইটার্‌সি"—ইটার্‌সি জি, [illegible] লাইনের একটা বড় জংসন ষ্টেসন। গাড়ী থা[illegible]

জোড়া ভারি জমকালো গোঁফওয়ালা এক জোয়ান সাহেব আসিয়া আমাদের গাড়ীর হাতল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি এ গাড়ীতে একটু স্থান হইতে পারে?"

কি ভদ্রলোক সাহেব! সাহেব লোক বাঙ্গালীর সঙ্গে এক গাড়ীতে উঠিবার সময় এ রকম সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোন খবরের কাগজে এ কথা পাঠ করি নাই; বন্ধু বান্ধবের মুখেও শোনা যায় নাই; ভাবিলাম, লোকটা হয় ত শাপভ্রষ্ট; বলিলাম, "অবশ্য হইবে, এ গাড়ীতে আমরা তিন জন মাত্র আরোহী আছি।"

সাহেব আমাদের শ্রবণতৃপ্তিকর এক মুখ ধন্যবাদ ঢালিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল; তাহার হাতে একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ, একটা কালো লং কোটে দীর্ঘ দেহ আবৃত, চক্ষে রঙিল চসমা আঁটা; রাত্রিকাল সুতরাং বুঝিলাম না চসমার রং সবুজ, কি নীল।

সাহেব গদীর উপর ব্যাগটা রাখিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখিতেছি, আপনারা তিন জনই ইণ্ডিয়ান; আপনাদের মধ্যে আমি এক জন ইয়ুরোপীয়ান আসিয়া বোধ করি আপনাদের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইলাম।"

বন্ধুবর যোগেন্দ্রনাথ একেবারে গলিয়া গেলেন; এমন হাসিতে বহুকাল হইতেই আমরা গলিয়া আসিতেছি,—বিশেষতঃ সাহেব আমাদের নেটিব না বলিয়া ইণ্ডিয়ান বলিল;

পট।

এটা ত অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়!—বিগলিত যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনাদের মত ভদ্র ইংরাজের সঙ্গে ট্রাভল করা ভারি কম্ফর্টেবল।"

দেখিলাম সাহেবের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ক্রমে গাঢ় হইয়া উঠিতেছে; অপরিচিতের সঙ্গে অকস্মাৎ এতটা হৃদ্যতা আমার চক্ষে কেমন বাধবাধ ঠেকিতেছিল। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা রাজার জাতির মধ্যে বন্ধুতার পাত্রাপাত্র বিবেচনা করেন না; মনে ভাবেন, আমাদের মত নিগারকে যে শ্বেতপুরুষ বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেছেন, তিনি নিঃসন্দেহ মহোদয় ব্যক্তি; কিছু কাল পরে মহোদয় ব্যক্তির প্রকৃত রূপ বাহির হইয়া পড়িলে আর তাঁহাদের আক্ষেপের সীমা থাকে না।

যোগেন্দ্রনাথের কথা ফুরায় না। তিনি সাহেবের কাছে ঘেঁসিয়া বসিলেন; সাহেবের মুখের উপর আপনার সহৃদয়তা-পূর্ণ গম্ভীর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "সাহেব, বেগ'য়োর পার্ডন, তুমি ফ্লাটারী মনে করিয়ো না; তোমার মত ভদ্রলোক তোমাদের মধ্যে বেশী দেখি নাই; তোমাদের দেশের সকল লোক যদি আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করিত, তাহা হইলে সুখের সীমা থাকিত না। আমরা ভারি নরম জাত; যদি মুখের দুটি ভাল কথা বলিয়া, তোমরা আমাদের সর্ব্বস্ব চুরী কর, তা হইলেও আমরা অসন্তুষ্ট

নই; কিন্তু তাতেও তোমাদের কৃপণতা; সর্ব্বদা চক্ষু গরম করিয়া তাকাও, দেখিয়া আমরা কাহিল মনুষ্য, ভয়ে আরও বেশী রকম কাহিল হইয়া পড়ি।”

সাহেব মৃদু হাসিল, বলিল, “ঠিক কথাই বলিয়াছ, আমার পিন্সিপলও ঠিক ঐ রকমের।”—সাহেবের কথা কিছু রহস্যময়!

যোগেন্দ্রনাথ একটু থামিয়া জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বলিলেন, “সাহেব বোধ করি মিসনারি?”

সাহেব বলিল, “আমাকে কি ঠিক মিসনারির মত দেখায়? কি দেখিয়া তুমি এ অনুমান করিলে?”

“ভদ্রতা আর সহৃদয়তা; তাঁহারা খৃষ্টের ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করেন।”

“কিন্তু আমরাও ত খৃষ্টান,—সে কথা যাক্, তোমার অনুমান ঠিক হয় নাই, আমি মার্চেণ্ট”—বলিয়া সাহেব যে মিশনারী নহে, সে কথা প্রমাণের জন্যই যেন একটা হুইস্কির বোতল বাহির করিল। বোতলটি শূন্যগর্ভ করিবার জন্য সাহেব আমাদের সকলকেই অনুরোধ করিল, কিন্তু একমাত্র যোগেন্দ্রনাথই সাহেবের সম্মান রক্ষা করিলেন। বোতল যত খালি হইতে লাগিল, গল্পও তত জমাট বাঁধিয়া আসিল। সাহেব আমাদের সঙ্গে একত্রে অনেক দূর যাইবে—ভুপাল হইতে আসিতেছে; তাহার গম্যস্থান হায়দরাবাদ, নিজাম রাজ্য।

পট।

(২)

প্রফুল্লচিত্ত যোগেন্দ্রনাথ আমাকে দ্বিতীয়বার শয়ন করিতে দেখিয়া বলিলেন, "আবার যে ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছ; এস একটু তাস খেলা যাক; এবার চারি জন হইয়াছি।"

সাহেবকেও তিনি অনুরোধ করিলেন; সাহেব সম্মতি দান করিলে তাস বাহির করা হইল; তৃতীয় বন্ধুটীর সম্মতির আবশ্যক ছিল না। খেলাতে বিজয়নাথের আলস্য বা অরুচি ছিল না। আমি বলিলাম "রাত্রে কি ঘুমাইতে হইবে না; এ কি খেলার বাতিক !"

যোগেন্দ্রনাথের স্ফূর্ত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বল কি দাদা, আমি কি এমনই বোকা, সঙ্গে তিন তিনটি হাজার টাকার অলঙ্কার। এ পথটার বড় দুর্ণাম আছে; আজ রাত্রিটা জাগিয়াই কাটাইতে হইবে—উঠিয়া এস।"—ভায়ার মুখে ইংরাজীর খৈ ফুটিতে লাগিল।

বোম্বে কণ্ট্রোলার আফিসে যোগেন্দ্রনাথের দাদা বড় চাকরী করিতেন; বাড়ী হইতে ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কার গুলি লইয়া তিনি বোম্বে যাইতেছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া আমি কিছু অপ্রসন্ন হইলাম। একটা অপরিচিত লোকের সম্মুখে তাঁহার এ কথাটা প্রকাশ

করা ভাল হয় নাই; কিন্তু তাঁহার কোন দোষ ছিল না, তখন তাঁহার বুদ্ধির কিছু তরল অবস্থা। আমি সাহেবের মুখের দিকে চাহিলাম, মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলাম না; বলিয়াছি তাহার চক্ষে চসমা ছিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা খেলার পর সাহেব বোতলটা হইতে শেষ হুইস্কি ধারা নিঃশেষিত করিয়া যোগেন্দ্রনাথকে বলিল, "মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, যদি আমি তোমায় কোন 'এড্ভাইজ' দিই, তবে সেটা তুমি আমার পক্ষে 'ইমপার্টিনেন্স' বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না; তোমার অপেক্ষা আমার বিশ বৎসরের বেশী 'একস্-পিরিয়েন্স' আছে।"—নিতান্ত মুরুব্বিয়ানার স্বরে সাহেব কথাটা বলিল।

যোগেন্দ্রনাথ তর্কের ঝোঁক ছাড়িতে না পারিয়া বলি-লেন, "বয়সের সঙ্গে যে 'একস্পিরিয়েন্স' বাড়ে, সর্ব্বদা এ রকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না; বরং সময় সময় আবার 'একস্পিরিয়ান্স' ও বয়সের মধ্যে 'ইনভারস্ রেশিয়ো' ঘটে; বয়স যত বাড়ে বুদ্ধিতে তত ঘূণ লাগে। তবে তোমাদের দেশের লোকের কথা আলাদা, তোমাদের বুদ্ধি ব্রাণ্ডি বিয়রের মধ্যে 'সিজ্‌ন' করা।"

কম্প্লিমেণ্টে সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব বলিল, "তুমি কি মনে কর, তোমার সঙ্গে তিন হাজার টাকার গহনা আছে এ কথা একজন অপরিচিত লোকের সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত

হইয়াছে? আমিই যে চোর ডাকাত নই, এ কথা কেমন করিয়া জানিলে?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি—ডাকাত! না, না, সাহেব তুমি আমাদের বিশেষ বন্ধু; দু মিনিটে তোমার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি—সে হৃদয় পিয়োর, সিন্‌সিয়ার"—যোগেন্দ্রনাথ বিনা চেষ্টায় কতকগুলি ইংরাজী বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া আপনার মানব-চরিত্রজ্ঞতার পরিচয় দিলেন।

সাহেব বলিল, "হৃদয়ের ভাব চক্ষে প্রতিফলিত হয়, আমার সেই চক্ষু ঢাকা; আমার মন বুঝিয়াছ, কেমন করিয়া বলিলে?"

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; সাহেবের স্বরে বিদ্রূপের ছন্দাংশ মাত্র ছিল না।

যোগেন্দ্রনাথ সাহেবের কথা একটি বিদ্রূপের অবতারণা মাত্র স্থির করিয়া বলিলেন, "সাহেব তোমার যুক্তি অমোঘ। দেখিতেছ ত আমরা তিন জন আছি, আমাদের কথা অপেক্ষা বল কম নয়। আমরা তিন জনই প্রতি বৎসর কন্‌গ্রেসের ডেলিগেটের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছি; এতদ্ভিন্ন আমাদের দু জন—এক খান ইংরাজী, এক খান বাঙ্গলা খবরের কাগজের সম্পাদক। ইহা হইতেই বুঝিতেছ আমাদের বল কত।"—যোগেন্দ্রনাথ বোধ করি ইতিপূর্ব্বে আর প্রাণ খুলিয়া এমন করিয়া কোন সাহেবকে কথা বলেন নাই।

সাহেব বলিল, "তোমরা বোধ হয় মনে ভাব অমর হইয়াছ। সঙ্গে কোন অস্ত্র আছে?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অস্ত্র আমরা রাখি না, রাখিবই বা কি করিয়া। তোমরা সাহেব, কেবল ছুরী কাঁচি আর খন্তা কোদাল গুলাই ব্যবহারের মত রাখিয়াছ; নাপিত বেচারাদের ক্ষুর নরুণে মানুষের গলা কাটার সম্ভাবনা সত্ত্বেও যে তাহাদের হাতিয়ার ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়াছ, এ তোমাদের কম খৃষ্টানী দয়া নয়!"

সাহেব বলিল, "তবে তিন জন আছি বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলে কেন? আমার হাতে যদি রিভলবার থাকে, তবে আমার সংকল্পে বাধা কেমন করিয়া দিবে?—এখন যদি তোমাদের আক্রমণ করি, তবে ত তোমাদের প্রাণ্থানে করাই দুরূহ। ইহা অপেক্ষা সঙ্গে যদি দুই একটা রিভ লইয়া আসিতে, তবে আপাততঃ ডাকাতের হাত হইতে করি বাঁচাইতে ত পারিতে; তাহার পর আইনের হাতে পতি হয় কিছু দিন জেল খাটিতে।"—সাহেব নিশ্চয়ই রহস্য করিয়াছিল।

আমি এবার কথা কহিলাম, বলিলাম, "সাহেব তোমার কথাগুলা বর্ত্তমান আইনের প্রতি সম্মানপ্রদর্শক নয়। আমরা হচ্ছি 'লয়াল সবজেক্টস্ অব হার ম্যাজেষ্টি দি এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া'।"

পট।

সাহেব আমার মুখের উপর আলোক-বিম্বিত গোলাকার চসমা জোড়াটা স্থাপন করিয়া বলিল, "তা জানি; তোমাদের রাজভক্তিতে যে সন্দেহ করে, তাহার অন্তর সয়তানের অপেক্ষাও হীন; ইতিপূর্ব্বে আর কোন্ জাতি তোমাদের চক্ষুদান করিয়াছে? তোমাদের কোন ত্রুটী নাই—আমি তোমাদের রাজভক্তির অভাবের কথা বলি নাই, আবশ্যক কালে আত্মরক্ষার উপায়ের কথাই বলিতেছিলাম। আর বলিতেছিলাম লাইসেন্স লইয়াও অস্ত্র কাছে রাখিয়ো; অর্থ সঙ্গে লইয়া নিরস্ত্র ভাবে পথভ্রমণ বড় বিপজ্জনক।"

খেলা চলিতে লাগিল, রাত্রি প্রায় দুটো বাজে।

(৩)

স্বরে

খেলিতে খেলিতে সাহেব হঠাৎ হাতের তাস গুলা গদীর মাঝে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং গাড়ীর দরজার কাছে দেখিয়া দাঁড়াইল। আমরা তাহার এই আকস্মিক ভাব বর্ত্তনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তিন জনে এক সঙ্গে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। চক্ষুর নিমিষে সাহেব একজোড়া রিভলবার পকেট হইতে বাহির করিয়া আমাদের দিকে উচু করিয়া ধরিল; রিভলবারে সারি সারি 'কার্টিজ' পরান।—তখন মনের ভাব স্বাভাবিক থাকিলে ভাবিতে পারিতাম যে "হাঁ, এত দিনে একটা উপন্যাসের নায়কতাগিরি

করা গেল।” কিন্তু তখন দুঃসময়! ভাবনা চিন্তা মাথার মধ্যে বাষ্পাকার ধারণ করিল।

আমাদের বিস্ময় দূর হইবার পূর্ব্বেই সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিল,“বন্ধুগণ,আধ ঘণ্টা আগে আমি তোমাদের যে উপদেশ দিয়াছি, তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। তোমরা বুঝিয়াছ,নিরস্ত্র ভাবে পথভ্রমণে বিপদ অনেক; কিন্তু সে বিপদের গুরুত্ব না বুঝিলে তোমাদের অভিজ্ঞতা মূল্যবান হইবে না। আজ মূল্য দিয়া তোমাদিগকে সেই অভিজ্ঞতা ক্রয় করিতে হইবে; আমার নিকট হইতে তাহা ক্রয় কর।”—তাহার পর একটা পিস্তল সে বেঞ্চির দিকে নত করিয়া একটা স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যোগেন্দ্রকে বলিল, “তোমার গহনার বাক্স হইতে সমস্ত গহনা বাহির করিয়া এখানে রাখ।”

যোগেন্দ্রনাথ কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ! নেশা বোধ করি অবিলম্বে ছুটিয়া গেল।

ইচ্ছা হইল উঠিয়া এক লাফে ব্রেকের ঘণ্টাটা ধরিয়া টানিয়া গাড়ী থামাইয়া দিই।

উঠিবার চেষ্টা করিলাম, সাহেব তাহা লক্ষ্য করিল; তাহার চোখের আলোক-বিম্বিত ঠুসি দুখানা আমার মুখের উপর স্থাপিত হইল! আমার মাথার উপর পিস্তল উদ্যত করিয়া সে বলিল “ইয়ংম্যান, উঠিয়াছ কি মরিয়াছ।”—

পট।

কণ্ঠনাদে একেবারে জনবুল! দেখিলাম, কথা মত কাজ করিতে সাহেবের অধিক আপত্তির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু আমার মরিতে আপত্তি ছিল। নিরস্ত্রভাবে বিনা চেষ্টায় পশুর ন্যায় মরিয়া জীবন ও মৃত্যু উভয়ই ব্যর্থ করিতে প্রবৃত্তি হইল না—কাজেই না উঠিয়া যেমন ছিলাম, তেমনি বসিয়া রহিলাম।

সাহেব হাঁকিল, "দু মিনিটের মধ্যে আমার আদেশ অনুসারে কাজ না হইলে আমি 'ফায়ার' করিব।"

যোগেন্দ্রনাথ কম্পিতহস্তে গহনার বাক্স খুলিলেন; তাহার পর দীপরশ্মি-প্রদীপ্ত, হীরকবিজড়িত বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখিলেন।

তখন সাহেব আমাদের দুজনকে বলিল, "অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে তোমাদেরও কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে হইবে।"—দুই শত টাকা মূল্যের সোণার রদারহাম ঘড়ি, আর তদুপযুক্ত মূল্যবান চেন ছড়াটি বিনা প্রতিবাদে বাহির করিয়া দিলাম। আমাদের তৃতীয় বন্ধুটিও এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন।

সাহেব বলিল, "তোমরা ভাল ছেলের মত কাজ করিয়াছ। এখন ঐ ধারের জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাক; আমি অনুমতি দান করিবার পূর্ব্বে যদি এ দিকে মুখ ফিরাও—যাহাকে মুখ ফিরাইতে দেখিব, তাহাকে পশুর ন্যায় বধ করিব।"

আমরা সভয়ে মুখ ফিরাইলাম। অত্যাচার, অপমান, উদ্বেগ ও এই নিদারুণ ক্ষতিতে আমাদের মনের মধ্যে একটা প্রবল আত্মদাহ, বিভিন্ন প্রবৃত্তি গুলির মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল;—হায়,এ সময়ে এক গাছি মোটা বাঁশের লাঠিও সঙ্গে নাই। তিন জনে ত এক সঙ্গেই মরিব না; এক জোড়া কার্টিজ ছুড়িতে ছুড়িতে যদি সাহেবের মাথায় সেই লাঠি বসাইতে পারিতাম! কিন্তু বৃথা আক্ষেপ!—বোম্বে মেল ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিল।

মনের আক্ষেপ মনের মধ্যেই রহিয়া গেল; শব্দে অনুভব করিলাম, সাহেব গহনা গুলা তাহার লম্বা কোটের পকেটের মধ্যে ফেলিতেছে। রাগে, দুঃখে, লজ্জায় ও অক্ষমতায় মাথা একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল; অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য, আত্মরক্ষায় অসমর্থ জীবনের উপর ঘৃণা জন্মিল; তীব্র অনুতাপের মত মনে হইল আমরা শিক্ষিত সুসভ্য বাঙ্গালী, প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া লম্বা লম্বা স্পিচ ঝাড়িয়া ও খবরের কাগজে কলম কলম আর্টিকেল লিখিয়া আমরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছি!

সাহেব বলিল, "বন্ধুগণ,অস্ত্র ছাড়া হইয়া কখন টাকা লইয়া রেলওয়েতে ট্রাভল করিয়ো না। একটা রিভলবার বেশী স্থান অধিকার করে না, অথচ তাহার অস্তিত্বের মহিমা কথার যুক্তি অপেক্ষা ঢের বেশী সারবান,—নাউ গুড্ নাইট্।"

পট।

সেই দ্রুতগামী মেল ট্রেণ হইতে সাহেব চক্ষের নিমিষে কেমন করিয়া অন্তর্ধান হইল বুঝিতে পারিলাম না। তাহার ডাকাতির কৌশল অপেক্ষা তাহার পলায়নের কৌশল অল্প বিস্ময়কর নহে; তাহার হঠাৎ তিরোধান একটা ভৌতিক ব্যাপারের ন্যায় রহস্যময় বোধ হইতে লাগিল।

৫

সাহেব চলিয়া গেলে আমরা এক লাফে আসিয়া ব্রেকের সেই ঘণ্টাটা টানিয়া এক মিনিটের মধ্যে ট্রেণ থামাইয়া ফেলিলাম; মিনিট দুই পরে গার্ড সাহেব বাম হস্তে সবুজ আলোর লণ্ঠনটা ঝুলাইয়া আমাদের গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আমরা আগেই দরজাটা খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম।

গার্ড গাড়ীর দরজা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওয়েল, জেণ্টলমেন, ব্যাপার কি ?"

আমরা তিন জনে এক সঙ্গে এক নিশ্বাসে আমাদের সহযাত্রী সাহেবের কীর্ত্তি-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলাম।

গার্ড মুখ তুলিয়া বলিল, "একে একে; আমার তিন জোড়া কান নাই।"

আমি একা সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম। গার্ড বলিল, "এ মাঠের মধ্যে আমি এখন কি করিব ? পরের ষ্টেসনে গিয়া তোমরা এবিষয় পুলিশে রিপোর্ট করিতে পার।" গার্ড আর

দ্বিরুক্তি না করিয়া এঞ্জিনের দিকে তাহার লণ্ঠনটা প্রসারিত করিয়া দুই একবার তাহা আন্দোলিত করিল। ট্রেণ আবার চলিতে লাগিল; হতবুদ্ধি হইয়া আমরা বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ঘণ্টা খানেক পরে একটা বড় ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেণ থামিল। "খাণ্ডোয়া" ষ্টেসন। আমরা নামিয়া যথারীতি পুলিশে রিপোর্ট করিলাম। রিপোর্ট করাই সার, আজ পর্য্যন্ত সেই মার্চেণ্ট সাহেব, কিম্বা আমাদের চোরা মালের কোন সন্ধান হইল না।

খাণ্ডোয়া ষ্টেসনে একটি ভদ্র মরাঠা যুবক আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনারা তিনজন লোক ছিলেন, তিন তিন জনকে বোকা বনাইয়া একটা সাহেব আপনাদের উপর এত বড় ডাকাতিটা করিয়া গেল!"

যোগেন্দ্রনাথ এবার কথা কহিলেন, বোধ করি তিনি মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনা লাভের যুক্তি খুঁজিতেছিলেন; বলিলেন, "কি করিব, সাহেবের হাতে জোড়া পিস্তল, বাঁচিয়া থাকিলে অনেক স্বর্ণ উপার্জ্জন হইবে, প্রাণটি গেলে আর ফেরত পাইবার আশা নাই।"

ভদ্র লোকটি তাঁহার লাল পাগড়ীটা বেঞ্চির উপর ফেলিয়া সবিস্ময়ে একবার আমাদের মুখের দিকে চাহিলেন, শেষে বলিলেন, "মহাশয়েরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ব্যক্তি; কিন্তু

পট।

এরূপ প্রাণ থাকিয়াও বিশেষ কোন লাভ নাই। আপনাদের ব্যবহারে এই রকম ডাকাইত সাহেবের সাহস দশগুণ বাড়িয়া যাইবে।"

শুনিয়া আমাদের ভারি রাগ হইল; দুর্ব্বলতায় কেহ আঘাত করিলে মানুষের বড় রাগ হয়, তর্কের দ্বারা আমরা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতে পারিতাম, কিন্তু তর্কে আর তখন প্রবৃত্তি ছিল না, সাহেব আমাদের চক্ষুদান করিয়া গিয়াছে।

সাহেবের ভদ্রতায় এখন আর শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথের তেমন বিশ্বাস নাই; রেল পথে তিনি সাহেবের সঙ্গে এক কামরায় চলিতে একেবারেই নারাজ, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, তিন সহস্র টাকা মূল্য দিয়া অভিজ্ঞতা ক্রয় করা গিয়াছে হে! চাণক্য শ্লোক গুলা বড় মূল্যবান, "শৃঙ্গিনাং দশহস্তেন।"

কিন্তু দুর্জ্জন যখন স্কন্ধের উপর বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে চাপিয়া বসে তখন স্থান ত্যাগ করা নিষ্ফল, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণে রিভলবারের লাইসেন্স পাওয়াও সহজ নহে; অগত্যা পাকা বাঁশের মোটা লাঠি না লইয়া আর আমরা পথ চলি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত লাঠির সদ্ব্যবহারের অবসর ঘটে নাই, সুতরাং মনের সাহস মনের মধ্যেই পরিপাক পাইতেছে।

হত্যা রহস্য

হত্যা রহস্য

১২৮—সালের ১৭ই ভাদ্র আমার জীবনে একটি ভয়া-নক ঘটনা ঘটিয়াছিল; তাহার পর অনেক দিন অতীত হই-য়াছে; কিন্তু সেকথা মনে হইলে এখনো আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠে। রমণী হইয়াও সে দিন কি দুঃসাহসের কাজই না করিয়াছিলাম! আমাদের দেশে রমণীর দ্বারা এমন ভয়া-নক কঠিন কাজ আর কখন সম্পন্ন হইয়াছে কি না জানি না; কিন্তু বঙ্গ রমণীর পক্ষে যাহা অসাধ্য, তাহা যে আমি সাধন করিতে পারিয়াছিলাম, সে শুধু প্রেমের বলে। প্রিয়তমকে কঠোর রাজদণ্ড এবং কঠোরতর মিথ্যা কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমি সেই পুরুষোচিত দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আজ সেই কথা বলিব, কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের কোন কোন বিবরণ আপনাদিগকে শুনাইতে হইবে, কারণ তাহার সহিত আমার বক্তব্য বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

আমি কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। পিতার বাসস্থান শান্তিপুর; বাবা তাঁহার প্রতিবেশী জমীদার উমাচরণ বাবুর নায়েব ছিলেন; সদরে থাকিয়াই তিনি জমীদারীর কাজ কর্ম্ম দেখিতেন। আমার বয়স যখন সাত বৎসর সেই সময়ে মা আমার স্বর্গে

পট।

চলিয়া যান। এখনও মনে পড়ে, মার মৃত্যুর পর বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি! বাবা আমার বড় স্নেহময় ছিলেন, তাঁহার স্নেহের গুণে কোন দিন মায়ের অভাব জানিতে পারি নাই। কাজ কর্ম্মের অনুরোধে বাবাকে সর্ব্বদা উমাচরণ বাবুর বাড়ীতেই থাকিতে হইত। মার মৃত্যুর পর একাকী বাড়ী থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, আমিও জমীদার বাড়ীতে দিবা রাত্রি থাকিতাম; শেষে উমাচরণ বাবুর বাড়ীই আমাদের নিজের বাড়ী হইয়া উঠিল। উমাচরণ বাবুর পুত্র সন্তান ছিল না, দুইটি কন্যা, বড়টির নাম বসন্ত, বিবাহের অল্পকাল পরে বিধবা হইয়া তিনি তাঁহার খুড় শাশুড়ীর সঙ্গে কাশীবাসিনী হইয়াছেন; আমি তাঁহাকে কখন দেখি নাই, বা অতি শৈশবে দেখিয়া থাকিব, সে কথা আমার মনে নাই; শুনিয়াছি তাঁহার খুড়-শ্বশুর কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ দালাল ছিলেন, এবং প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

উমাচরণ বাবুর কনিষ্ঠাকন্যার নাম শরৎশশী; সকলে তাঁহাকে শরৎ বলিয়াই ডাকিত, আমি শরৎ দিদি বলিতাম। শরৎ দিদি আমার অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড়, তিনি আমাকে ছোট ভগিনীর মতই স্নেহ করেন, আমিও তাঁহাকে আপন মায়ের পেটের বড় বোনের মত মনে করি; আমাদের মধ্যে কোন দিন প্রভু ভৃত্যের আচরণ লক্ষিত হয় নাই। দিদিকে পড়াইবার জন্য পণ্ডিত আসিতেন, আমরা দুজনে তাঁহার

কাছে লেখাপড়া শিখিতাম। দিদির বিবাহের পর আর পণ্ডিত আসিতেন না, আমরা দুই বোনে পড়াশুনা করিতাম। দিদির স্বামী শ্রীশচন্দ্র কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র; তিনি ডিপুটি ম্যাজেষ্টরী করেন, কলিকাতা হইতে দিদিকে তিনি যে সকল বই আনাইয়া দিতেন, আমরা দুজনে কতই আগ্রহের সহিত তাহা পড়িতাম!—চিরদিন সে কথা মনে থাকিবে।

আমার তের বৎসর বয়সের সময় বাবার মৃত্যু হইল; সংসারের সহিত আমার শেষ বন্ধনও ছিঁড়িয়া গেল! মৃত্যুকালে বাবা দিদিকে বলিয়াছিলেন, "শরৎ, কুসুমকে তোমার হাতেই সঁপিয়া যাইতেছি, তাহাকে স্নেহ করিতে তুমি ভিন্ন সংসারে আর কেহ রহিল না।"—দিদি ছল ছল চক্ষে বলিলেন, "জেঠামহাশয়, আপনি ও কথা বলেন কেন, কুসুম কি আমার পর?" বাবার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উমাচরণ বাবুও উপস্থিত ছিলেন, বাবা তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখিয়া শুনিয়া কুসুমের একটা বিবাহ দিবেন; নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার হাতে না পড়ে। আপনাকে আর বেশী কি বলিব, যতদিন বাঁচিয়াছিলাম, আমার ভার লইয়াছিলেন, আমার অনাথা কন্যার ভারও আপনি ভিন্ন আর কে লইবে?" উমাচরণ বাবু বাবার অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই সময় হইতে আমি কায়েমী রকমে উমাচরণ বাবুর

পরিবার ভুক্ত হইলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; সেইটিই আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কথা। নগেন্দ্রনাথ নামক একটি বালক সর্ব্বদা উমাচরণ বাবুর বাড়ী আসিতেন; উমাচরণ বাবুর সহিত তাঁহার অল্প সম্বন্ধও ছিল, বসন্তের শ্বশুর নগেন্দ্রের মামা হইতেন। নগেন্দ্রের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, পৌরহিত্য করিয়া কোন প্রকারে দিনপাত করিতেন। আমার পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরে নগেন্দ্রও পিতৃহীন হইলেন; তখন তাঁহার বয়স উনিস বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর নগেন্দ্রনাথের বড় দুঃখে দিন কাটিল, আমি তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিতাম; আমরা উভয়েই দরিদ্র, পিতৃহীন, অনাথ; আমরা পরস্পরের মধ্যে দুর্ভাগ্যের বন্ধন অনুভব করিতাম।

একদিন সন্ধ্যাকালে গা ধুইয়া নদীর ঘাট হইতে বাড়ী আসিতেছি, উমাচরণ বাবুর আমবাগানের নিকট নগেন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; তাঁহার মুখ বিষণ্ণ; কাতরভাবে তিনি আমাকে বলিলেন, "কুসুম, আমি এখানে থাকিয়া আর কি করিব? ভগবান জানেন দিনান্তে তোমাকে একবার দেখিলেও আমি কত সুখী হইতাম, কিন্তু এখানে বসিয়া আলস্যে এ জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিব না। সংসারে সকলেই কিছু না কিছু কাজ করিতেছে; সংসার-সাগরে তৃণের মত না ভাসিয়া যাহাতে আমিও কিছু করিতে পারি তাহারই

চেষ্টায় যাইব; কিন্তু যাইং দু দিন থাকিলে বাঙ্গালার সিংহাসন শুনিবার ইচ্ছা আছে। অ। তুমি লাভ করিতে পারিবে, সুখ সমস্ত তাহারই উপর নিভ্ক দিব।"

তোমাকে বিবাহ করিবার যোগ্য না আমি আর সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করিতে পার না?" লাগিল; বাঙ্গা-

আমি কি উত্তর দিব? আমার চক্ষু দিয়া দাঁড়াইয়া লাগিল; আমি এ কথার কোন উত্তর না দিয়া ব। —

"আবার কবে আসিবে? আর কি দেখা হইবে না?"

বোধ করি আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক ছিল না; নগেন্দ্র আমার মনের ভাব বুঝিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে নগেন্দ্র আমার অশ্রু দেখিতে পান নাই, আমার কম্পিত কথা শুনিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "কুসুম কাঁদিতেছ? ছিঃ—কাঁদিয়ো না। ঈশ্বর যদি কখন মুখ তুলিয়া চান, তোমাকে সুখী করিয়া সুখী হওয়া ভিন্ন আমি আর অধিক কিছু চাই না। আবার দেখা হইবে, তোমাকে না দেখিয়া কি থাকিতে পারিব? যখন যেখানে থাকি পত্র লিখিব, তুমি উত্তর লিখিতে ভুলিয়ো না।"

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, আমি অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। বসন্তের

পট।

পরিবার ভুক্ত হইলাম। একটা কথা মর্ম্মরিত হইতেছে, আম্র
সেইটিই আমার জীবনের সর্ব্বড়িতর হইয়া উঠিতেছে, ঝিঁঝিঁ
নামক একটি বালক সর্ব্বদা দিক পূর্ণ করিতেছে এবং বৃক্ষপত্রে,
উমাচরণ বাবুর সহিত গানের মধ্যে শতশত জোনাকী মিট্
নগেন্দ্রের মামা লয়া সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সহস্র চক্ষুর
ছিলেন, পৌয্যমান করিয়া তুলিতেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে
আমার নী কতক্ষণ আমি বিহ্বলচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম;
কঅনেকক্ষণ পরে মন একটু শান্ত হইলে আমি উজ্জল নক্ষত্র
পূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে বলিলাম, "ভগবান,
নগেন্দ্রকে কুশলে রাখিয়ো, আমি আর কিছু চাহি না।"

নগেন্দ্র বাড়ী আসিয়া দিদির কাছে বিদায় লইতে গেলেন।
দিদি আমাদের মনের কথা জানিতেন; নগেন্দ্রকে বলিলেন,
"আর দুদিন থাক।"—নগেন্দ্র উত্তর দিলেন, "আর থাকিয়া
কি হইবে? ক্রমেই ত বিলম্ব হইতেছে।" দিদি হাসিয়া বলি-
লেন, "কি বিপদ! তোমার জন্য ত কেউ সুবে বাঙ্গালার
সিংহাসন লইয়া বসিয়া নাই, যে দুদিন বিলম্বে সিংহাসন খানা
হাত ছাড়া হইবে!"—আমি একপার্শে দাঁড়াইয়া উভয়ের
কথা শুনিতেছিলাম, নগেন্দ্র বলিলেন, "থাকিয়া কোন লাভ
হইত, ত থাকিতাম।"

এবার দিদি হাসিলেন; তাঁহার সে হাসি বড় স্নিগ্ধ, বড়
সুন্দর; প্রস্ফুটিত ফুলের মত হাস্যময় মুখখানি তুলিয়া দিদি

বলিলেন, "এখানে আর দু দিন থাকিলে বাঙ্গালার সিংহাসন চেয়েও একটা দামী সামগ্রী তুমি লাভ করিতে পারিবে, তোমার সঙ্গে আমি কুসুমের বিবাহ দিব।"

নগেন্দ্র মস্তক নত করিলেন। আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না, বড় লজ্জা করিতে লাগিল; বাঙ্গালীর ঘরের চোদ্দ বছরের মেয়ে কি বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের বিবাহের প্রস্তাব শুনিতে পারে? দিদি কি দুষ্টু!—তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করিলাম।

উমাচরণ বাবুর সহিত শরৎ দিদির কি পরামর্শ হইল বলিতে পারি না; কয়েক দিন পরে এক দিন শুনিলাম আমার গায়ে হলুদ। আমার বিবাহের জন্য পাড়াপড়সীর ঘুম ছিল কি না জানি না, কিন্তু দিদি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। আমার বিবাহে দিদিই সিদ্ধিদাতা গণেশ।

২

আর নগেন্দ্রের নাম ধরিয়া লিখিব না, পতিভক্তিতে আঘাত লাগিতে পারে এবং প্রাচীনারা এ অধিনীর প্রতি হয় ত রুষ্টও হইবেন। ধিক্ এ কাল!

বিবাহের পর স্বামী আমাকে উমাচরণ বাবুর গৃহে রাখি-

পট।

য়াই শান্তিপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার মামীর সহিত সাক্ষাতের জন্য কাশীতে গমন করিলেন। সেখানে একজন ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল; অল্পদিনের মধ্যেই সেই ভদ্রলোকটির সাহায্যে বর্দ্ধমানের ইঞ্জিনিয়ার আফিসে স্বামী একটি কেরাণীগিরি পাইলেন। কিন্তু বেতন সামান্য বলিয়া আমাকে লইয়া যাইতে পারিলেন না। কিছু দিন পরে স্থির হইল, শরৎ দিদি তাঁহার স্বামীর কর্ম্মস্থান হুগলিতে আসিবেন; আমি যেন দিদির 'বরষাকালের ভরসা আর তালপত্রের ছাতি' হইয়াছিলাম। দিদি আমাকে হুগলী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমার কি তাহাতে আপত্তি হইতে পারে? আমি জানিতাম, শান্তিপুর অপেক্ষা হুগলী বর্দ্ধমানের অনেক নিকটে। হাসিয়া দিদিকে বলিলাম, "পড়েছি জল্লাদের হাতে—, চল, তোমার হুকুম তামিল না করিয়া ত নিস্তার নাই।" দিদির সঙ্গে হুগলী আসিলাম।

স্বামী অবসর পাইলেই মধ্যে মধ্যে হুগলী আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন; এইরূপে সুখে দুঃখে দুই বৎসর কাটিল। অবশেষে ১২৮—সালের ভাদ্র মাস আসিল, সেই কাল ভাদ্র মাসের কথা মনে পড়িলে এখনও আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠে; সেই কথাই ত লিখিবার জন্য আজ কলম ধরিয়াছি।

৪ঠা ভাদ্র স্বামী আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন কথা ছিল, সেই দিন সকাল বেলা ডাকে তাঁহার একখানা পত্র পাইলাম; তিনি লিখিয়াছিলেন, "কুসুম, হুগলী যাইতে পারিলাম না। কাশী হইতে মামীমা টেলিগ্রাম করিয়াছেন, অবিলম্বে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, বিশেষ প্রয়োজন; কি প্রয়োজন জানি না, কিন্তু এই ট্রেণেই আমার কাশী যাত্রা করা দরকার, তাই এখনই যাত্রা করিতেছি। দেখা হইল না ভাবিয়া দুঃখিত হইও না, ফিরিয়া আসিয়াই দেখা করিব; মোটে পাঁচ দিনের ছুটী পাইয়াছি।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বসন্ত দিদির শাশুড়ী আমার স্বামীর মামী, বসন্ত দিদি ও তিনি অনেক দিন হইতেই কাশী বাস করিতেছেন; সেখানে পুরুষ অভিভাবকের মধ্যে বসন্ত দিদির এক খুড়তুতো দেবর গোপালচন্দ্র। শুনিয়াছিলাম গোপালচন্দ্রও অনেক সময় কলিকাতাতেই থাকিতেন; এদিকে তাঁহার স্বভাব চরিত্র বড় মন্দ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য-পত্নী তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। কর্ত্রীর বয়স অনেক হইয়াছিল, তাঁহার নগদ টাকা কড়ি প্রচুর, সম্পত্তিও যথেষ্ট। তাঁহার স্বামী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পত্নীকে দান করিয়া গিয়াছিলেন, এবং এ সম্পত্তি দান বিক্রয়ের অধিকারও কর্ত্রীঠাকুরাণীর ছিল। স্বামীকে হঠাৎ টেলিগ্রাম করায় আমার মনে হইল, হয়ত বা কর্ত্রীর অন্তিম কাল

পট।

উপস্থিত, বৈষয়িক কোন একটা বন্দোবস্তের জন্যই তিনি স্বামীকে আহ্বান করিয়াছেন; কিন্তু বসন্ত দিদি ত এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই; তেমন কিছু গুরুতর সংবাদ থাকিলে কি তাহা তিনি শরৎ দিদিকে না লিখিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, দিদিকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, নিজের মনেই নানা কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম, মন বড় অসচ্ছন্দ হইল।

স্বামীর কাশী যাত্রার পর পাঁচদিন কাটিয়া গেল, এক খানিও পত্র পাইলাম না, মনে দুর্ভাবনার অন্ত রহিল না। আবার ভাবিলাম, হয়ত নানা কাজে ব্যস্ত আছেন তাই আমাকে পত্র লিখিবার অবসর পান নাই; কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে, পত্র না পাইয়া আমার কত দুশ্চিন্তা হইতে পারে সে কথা একবার ভাবিলে কি এই কয় দিনেও এক খান পত্র লিখিতে পারিতেন না? আমরা স্ত্রীলোক, সকল সময়েই আমাদের ভাবনা, কিন্তু যাহারা পুরুষ, নিজের কাজই যাহারা সংসারে একমাত্র সার পদার্থ জ্ঞান করে, আমাদের দুর্ভাবনায় তাহাদের কি জন্য মাথা ব্যথা করিবে? সত্যই, তাঁহার উপর আমার এক একবার ভারি রাগ হইতে লাগিল, আবার মনে হইল যদি তিনি কোন বিপদে পড়িয়া থাকেন! দিদি বোধ হয় আমার মনের ভাব কিছু কিছু বুঝিয়াছিলেন; আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুম, তুই যে ভেবে ভেবে আধ খানা

হয়ে গেলি, তোর হোল কি ?"—বিস্তর চেষ্টায় শুষ্কমুখে হাসি আনিয়া আমি বলিলাম, "আমার মাথা, আর তোমার মুণ্ডু।"

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। তিন দিনের দিন সকালে ঝি দিদির হাতে একখানা ডাকের চিঠি আনিয়া দিল; দিদি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন, 'যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত'—ভাবিলাম বুঝি বসন্ত দিদির পত্র হইবে; কোথাকার পত্র জানিবার জন্য আমি দিদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, দিদি পত্র পড়িতে পড়িতে একবার আমার দিকে চাহিয়াই আবার মুখ নামাইলেন, দেখিলাম তাঁহার চক্ষু ছলছল করিতেছে,তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মুখ খানি অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, উদ্বেগভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদি কোথাকার পত্র।" দিদি কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন—"কাশীর।"

"কাশীর পত্র! তাঁহার ত কোন অমঙ্গলের সংবাদ নাই?" মনের মধ্যে হঠাৎ এই কথার উদয় হইল; ব্যগ্রভাবে দিদিকে বলিলাম, "কাশীর পত্র? কে লিখিয়াছেন? দিদি, তুমি ও রকম করিতেছ কেন? কিছু খারাপ খবর আছে? মাথা খাও, শীঘ্র বল।"

দিদি কোন কথা না বলিয়া পত্র খানি আমার হাতে দিলেন। আমি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহা

পট।

পড়িতে লাগিলাম, আমার সর্ব্বশরীর বাতাহত কদলীপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল। অতি ভয়ানক পত্র! বসন্ত দিদি লিখিয়াছেন, "শরৎ, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কর্ত্রীঠাকুরাণী খুন হইয়াছেন। আজ কয়েক দিন হইল তাঁহার ভাগিনেয় নগেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান হইতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; আমার দুর্ব্বুদ্ধি সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি বিন্দু ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিতে একটু রাত্রি হইয়াছিল; আসিয়া দেখি ঠাকুরাণীর প্রাণহীন দেহ বিছানার উপর গড়াইতেছে, সমস্ত বিছানা রক্তগঙ্গা! তাঁহার হাতবাক্সে নগদ ও নোটে প্রায় পাঁচশত টাকা ছিল, তাহাও নাই, নগেন্দ্রনাথও সেই রাত্রি হইতে নিরুদ্দেশ! সকলের বিশ্বাস এ কাজ নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কাহারো নহে,—" আর পড়িতে পারিলাম না, মাথা ঘুরিয়া উঠিল। একি স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সেই সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, সরল সুন্দর পুরুষ, তাঁহার এই কাজ? ইহা কি কখনও সম্ভব? না, না, আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আমি তাঁহার হৃদয় জানি, আমার কাছে ত তাঁহার কিছু লুকান ছিল না; আমার স্বামীর পক্ষে ইহা অসম্ভব।

অনেক চিন্তার পর মন সংযত করিলাম। বুঝিলাম দারুণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার এ সময় নয়। এই ভীষণ পৈশা-

চিক কার্য্য কখন তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই, অথচ ঘটনা-চক্রে পড়িয়া তিনি সন্দেহের ভাগী হইয়াছেন। নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের ভিতর কোন গভীর রহস্য লুক্কায়িত আছে! কে এ রহস্য ভেদ করিবে, কে তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে! চারিদিকে অন্ধকার, সংসারে তাঁহার ধন নাই, সৎপরামর্শদাতা কেহ নাই, নিস্বার্থ-ভাবে খাটিবার মত একটি প্রাণীও দেখিলাম না। অবশেষে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিলাম, আমি সংসার জ্ঞানশূন্য সম্পদ হীনা অবলা নারী, আমি স্বামীর ছায়া ভিন্ন আর কি? স্বামী ভিন্ন আমার আর কি গতি আছে?—ডুবিতে বসিয়াছি ডুবিব, কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে কলঙ্কসাগরে তাঁহার সুনাম ডুবিয়াছে, যে রহস্যময় গুপ্ত হত্যার জন্য তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে, সেই কলঙ্কসাগর, সেই বিষম বিপদ হইতে তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক ভাবে উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তবে ডুবিব। হয় এই গুপ্ত রহস্য ভেদ করিব, না হয় এ জীবন যাঁহার জন্য রাখিয়াছি, তাঁহারই কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় ইহা বিসর্জ্জন দিব। আমার আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই।

বৈকাল বেলা দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদি তুমি কি তাঁহাকে দোষী মনে কর? এ কাজ তিনি করিতে পারেন, তোমার মনে কি এ রকম সন্দেহ হয়?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া দিদি বলিলেন, "কে, নগেন্দ্র? কুসুম,

পট।

তুই কি পাগল হয়েছিস্, নগেন্দ্র তার মামীমাকে খুন করে পালাবে, এ নিজের চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস কর্‌বার কথা নয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন একটা গোল আছে।"

আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "দিদি তোমার মুখে ভাই ফুলচন্দন পড়ুক, আমাকে তুমি বাঁচালে! এই ঘটনার মধ্যে যে একটি গুপ্ত রহস্য রহিয়াছে, আমিও তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমি সেই রহস্য ভেদ করিব, তাঁহাকে উদ্ধার করিব।"

দিদি বোধ হয় আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আমি আবার বলিলাম, "দিদি, আমার একটি অনুরোধ আছে, আমার এ অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। বসন্ত দিদি এই পত্রে তোমাকে একজন ঝি পাঠাইতে লিখিয়াছেন, বেণীর সঙ্গে আজই আমাকে পাঠাইয়া দাও; আমি সেখানে দাসীগিরিতে নিযুক্ত হইব।"

দিদি প্রথমে অবাক্ হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, "তুই বলিস্ কি লো! পাগল হলি নাকি?"

আমি বলিলাম "না দিদি পাগল হইনি, কিন্তু এখন আমাকে পাগলের চেয়েও বেশী দুঃসাহসের কাজ কর্‌তে হবে; তুমি আমার সংকল্পে বাধা দিও না।"

দিদি উত্তর দিলেন, "তুই যে অসম্ভব কথা বলিস্! এখন

সেখানকার কিরকম অবস্থা ভাবিয়া দেখ্ দেখি; এখন কি তোকে সেখানে পাঠান উচিত। চারদিকে পুলিশ ঘুরচে, ঘর-বাড়ী হোটেলের মত হয়েছে, কখন কার কি বিপদ ঘটে ঠিক নেই, চাকর বাকর গুলা পর্য্যন্ত ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে; তাই দিদি একজন বিশ্বাসী বাঙ্গালী ঝি পাঠাতে লিখেছে; আর সেই যায়গায় তোকে পাঠাবো? দিদিই বা কি মনে করবে? আর তুই যে দাসীগিরি করবি, তা আমার প্রাণে সহ্য হবে না।"

আমি বলিলাম, "বসন্ত দিদি আমাকে কখন দেখেন নি, আর আমাকে খুব ছেলে বেলা দেখে থাক্‌লেও এখন আমাকে চিন্‌তে পারবেন না, সুতরাং ঝি ব'লে পরিচয় দিলে তাঁর মনে কোন সন্দেহই জন্মাবে না; আর দাসীগিরিতে তোমার আপত্তি কি? এত আর পেটের দায়ে অন্য কোথাও চাকরী করতে যাচ্ছি নে। যে জন্যে এই দাসীগিরি করতে চাই, মনে ভেবে দেখ দেখি সেটা কত বড় গুরুতর কাজ! তাঁকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে আমি কখন এ ভাবে বাড়ী বসে থাক্‌তে পারবো না। বিপদ ত তাঁর একার নয়, পোড়া বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে কি শুধু কেঁদেই মরবো, কোন চেষ্টাই করবো না? আমাকে দিয়ে তা হবে না দিদি! তুমি আর বাধা দিও না, আমার জন্যে কিছু ভেবো না, আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক করে দাও, আমার জন্য

পট।

অনেক করেছ, এই উপকার টুকু করে আমাকে বাঁচাও।”—আমি কাঁদিতে লাগিলাম ; রোদনের সেই আরম্ভ, শেষ কোথায় তাহা কি সেদিন জানিতে পারিয়াছিলাম? আমার মনে হইতে লাগিল, ইহজীবনে আর এ রোদনের শেষ হইবে না; জগতের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত বেদনা, বর্ষার মেঘের মত আমার মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে, চতুর্দ্দিকে আমি অন্ধকার দেখিলাম; অনাথনাথ বিশ্বেশ্বর ভিন্ন বিশ্বে আমি আর আমার কোন সহায়, কোন অবলম্বন দেখিলাম না; কিন্তু তিনি কি এ অভাগিনীর অশ্রু মুছাইবেন?

দিদি স্তব্ধভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ পরে আমি চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “দিদি, কি ঠিক করলে? আমার জীবন মরণ তোমার এক কথার উপর নির্ভর করচে।”

দিদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কুসুম, তোর বড় সাহস, স্ত্রীলোকের এত সাহস ভাল নয়; জানি না পরমেশ্বরের মনে কি আছে। যাই থাক, তোকে আর আমি বাধা দেব না, ভগবান তোর মনস্কামনা পূর্ণ করুন।”

বাড়ীর পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য বেণী ঘোষের সঙ্গে সেই রাত্রের গাড়ীতেই কাশী যাত্রা করিলাম।

৩

যথা সময়ে বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলাম। আজ

সমস্ত দিন ঝুপঝাপ করিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, বাহ্য প্রকৃতি বিমর্ষ ও অন্ধকারপূর্ণ, ঠিক আমার মানসিক অবস্থার অনুরূপ। দীর্ঘ পর্য্যটনে সর্ব্ব শরীর ঘুরিতেছে। কুলনারী, কখন বাধাবিঘ্নহীন মুক্ত পৃথিবীতে এরূপ ভাবে পদক্ষেপ করি নাই; চারিদিকে এত লোক, এমন ব্যস্তভাব, কার্য্যক্ষেত্রের এই অবিরাম কল্লোল; দুর্ব্বলা অনাথা সংসারজ্ঞানশূন্যা বালিকা নিজের ক্ষমতা না বুঝিয়া তাহারই মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। এখন একমাত্র অনাথনাথ ভিন্ন আর আমার সহায় কে?

ষ্টেশনে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বসন্ত দিদিদের বাড়ী আসিতে আসিতে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। দুর্গন্ধময়, অপরিসর, আঁকা বাঁকা পাথরের রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। দুই পাশে ছোট বড় দ্বিতল ত্রিতল গৃহ, দুই একটি গৃহকক্ষ হইতে কচিৎ ম্লান দীপালোক আসিয়া কর্দ্দমাক্ত পথের উপর পড়িয়াছে এবং পথের স্থানে স্থানে দুই চারিজন লোক একত্র হইয়া আমার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় উচ্চরবে আলাপ করিতেছে।

বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি নটা বাজিল। শুনিলাম এ স্থানটীর নাম 'গনেশ মহল্লা'। অনেক দিনের পুরাতন বাড়ী; খুব বড় বাড়ী, গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই গাটা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল; চারিদিকে অন্ধকার, লোক

পট।

সমাগম একেবারেই নাই, তাহার উপর অতি অল্পদিন হইল বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বেণী আমার আগে আগে একটা বাতি ধরিয়া চলিতে লাগিল; আমি যাই আর চারিদিকে চাহিয়া দেখি। অল্প আলোকে চারিদিকের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল, সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা বিকট শ্মশানপুরীর মত বোধ হইতে লাগিল।

একটি অপ্রশস্ত ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। বসন্তদিদি এক কক্ষে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছিলেন, তাঁহাকে আর কখন না দেখিলেও দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম। বেণী ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিল, আমিও প্রণাম করিলাম। বেণীর সহিত কথা কহিতে কহিতে তিনি সবিস্ময়ে দুই একবার আমার দিকে চাহিলেন; তাহার পর বেণী যখন তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল যে আমিই নূতন ঝি, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার কাছে শরৎ দিদির পত্র ছিল, অঞ্চল হইতে তাহা খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলাম, দেখিলাম পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখভাবের নানা রকম পরিবর্ত্তন হইতেছে, না জানি শরৎ দিদি তাঁহাকে কি কথাই লিখিয়াছেন!

অল্পক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহার বয়স তেমন বেশী নহে, বুঝিলাম এ একজন দাসী,

কলিকাতায় এমন দাসী অনেক দেখা যায়। সেই স্ত্রীলোকটি ঘরে প্রবেশ করিয়াই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতে লাগিল, সে দৃষ্টি কুটিলতা মাখা। তাহাকে দেখিয়াই আমার মন বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; এমন দুই একটি লোক থাকে যাহাদের উপর প্রথম দৃষ্টিতেই মনে কেমন একটা খারাপ ভাব দাঁড়াইয়া যায়; এ স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধেও আমার সেইরূপ হইল; সহজেই মনে হইল ইহার স্বভাব চরিত্র কখন ভাল নহে।

বসন্তদিদি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বামা, এ আমাদের নূতন ঝি, দেশ হতে এসেছে; এর নাম অন্নপূর্ণা। কিছু জলখাবার জোগাড় করে দে দেখি, দুজনের মত খাবার আনিস্।"

আহারান্তে বসন্তদিদির গৃহ প্রান্তে, একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আমার শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম; পথশ্রান্ত হইয়াছিলাম, শীঘ্রই ঘুম আসিল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম বলিতে পারি না; অনেক রাত্রে হঠাৎ ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রথমে ভাবিলাম, বাতাসে দ্বারের শিকল নড়িতেছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম সে দিকের শিকল বাতাসে নড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রদীপটা নিভ নিভ হইয়া আসিয়াছিল, উঠিয়া তাহা উস্‌কাইয়া দিলাম। অপরিচিত স্থান, সবে নূতন আসিয়াছি, বড় ভয় করিতে লাগিল; সভয়ে অনুচ্চস্বরে

পট।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাহিরে কে?"—দ্বার সন্নিকটে আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলাম।

মৃদুস্বরে কে বলিল, "দোরটা একবার খোল।"

আমি বলিলাম, "কে আপনি, এত রাত্রে কি চান?"

"ভয় নাই, আমি বসন্ত, দোর খোল, কথা আছে।"

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। বসন্ত দিদি গৃহে প্রবেশ করিয়া অতি ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন; তাহার পর আমার বিছানায় আসিয়া বসিলেন, আমাকে সস্নেহে বলিলেন, "কুসুম, আমার কাছে বোস, শরতের পত্রে আমি সকল কথাই জানিতে পারিয়াছি। তোমাকে যখন দেখিয়াছি তখন তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ, বয়স দুতিন বৎসর হইবে; তাহার পর এই দেখা। তবে তোমার কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতাম; আমার কাছে শরতও যেমন তুমিও সেই রকম, কিন্তু বড় দুঃখ যে আজ তোমাকে ঝির মত লইতে হইল, ভগিনীর মত সম্ভাষণ করিয়া লইতে পারিলাম না। কিন্তু ভগিনী, তুমি কেন এ বিদেশে এমন দুঃসাহসের কাজে হাত দিতে আসিয়াছ? পুলিশের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ যে রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম, তুমি তাহার কি করিবে? তুমি ছেলে মানুষ, সংসার কিরূপ স্থান তাহা জান না, তাই মনে করিয়াছ হৃদয় ব্যগ্র হইলেই অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠে।"

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলাম, "দিদি, আমার ক্ষমতা অতি সামান্য তাহা আমি জানি, কিন্তু নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিলে কি কখন এত বড় একটা কঠিন কাজে হাত দিতাম? এই কাজে প্রবৃত্ত হইবার আগে অনেক ভাবিয়া তবে এ কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। ডুবিতে ত বসিয়াছি, ডুবিবার আগে একবার কূলে উঠিবার চেষ্টা করিয়া ডুবি না কেন? এখন আপনাকে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে; স্বামী তিনি, আমি তাঁহার হৃদয় জানি, কিন্তু আপনিও ত তাঁহাকে দুই তিন বার দেখিয়াছেন, এই ভয়ানক কাজ তাঁহার কৃত বলিয়া কি আপনার সন্দেহ হয়?"

"কখন না, নগেন্দ্রনাথের চরিত্র অনিন্দনীয়, যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি এই ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম কেন, কোন অন্যায় কাজই তাহার দ্বারা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সত্য বলিতে কি ভগিনি, এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যে কি রহস্য আছে আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সকলেরই সন্দেহ এ কাজ নগেন্দ্রের; যে কিছু প্রমাণ তাহাও তাঁহার বিরুদ্ধেই পাওয়া যাইতেছে, অথচ বেশ বুঝিতেছি এ কাজ নগেন্দ্র হইতে হয় নাই।"

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "দিদি, তাহা হইলে এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইয়া আমি অন্যায় করি নাই। যদি তাঁহাকে

পট।

বাঁচাইয়া গিয়া প্রাণও যায়, তবে বুঝিব কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়াই মরিলাম। আমি দুর্ব্বল রমণী, আমার চেষ্টা সামান্য হইতে পারে, কিন্তু এ পৃথিবীতে সামান্য চেষ্টা হইতেও অনেক সময় অনেক মহৎ ফল লাভ হইয়াছে।"

দিদি স্নেহ-কোমল স্বরে বলিলেন, "ভগিনি, তোমার চেষ্টা সফল হউক, বাবা বিশ্বেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ঘটনাবৈচিত্র্যে নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে মুক্ত হইতে দেখিলে আমার বড়ই আনন্দ হইবে; এজন্য অর্থব্যয়েও আমি কুণ্ঠিত নই, যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা ত আর কখন পূর্ণ হইবে না।"

আমি বলিলাম, "দিদি, আপনার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। আমি দরিদ্র-কন্যা, দরিদ্রের বধূ; তাঁহাকে বাঁচাইতে হইলে বিস্তর অর্থব্যয়ের আবশ্যক; এত বড় একটা অপরাধ ঘাড়ে পড়িলে অর্থব্যয় ভিন্ন নির্দ্দোষীরও পরিত্রাণের আশা অল্প, আপনাদের স্নেহ কি জীবনে কখন ভুলিতে পারি?—কিন্তু আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কাহারো উপর কি আপনার সন্দেহ হয়?"

দিদি সঙ্কুচিত স্বরে বলিলেন, "সন্দেহ, কাহাকে সন্দেহ করিব বোন! কিছুই ভাবিয়া ঠিক পাই না। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠে, আবার তখনই তাহা দূর হইয়া

নূতন সন্দেহ হৃদয় অধিকার করে। জানিতাম না ভগবান আমার কষ্টের উপর এত কষ্ট দিবেন।" দিদি কিয়ৎকালের জন্য নিস্তব্ধ হইলেন, তাহার পর বলিলেন, "রাত্রি বেশী হইতেছে, শয়ন কর; যতটুকু সাধ্য তোমাকে সাহায্য করিব, তোমার মনের ব্যথা আমি বুঝিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কেহ যেন আপনার ব্যবহারে সন্দেহ না করে যে আমি ঝি নই, তাহা হইলে সকল দিক মাটি হইবে।"

"পাগল! তাহা হইলে এত রাত্রে চোরের মত লুকাইয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিব কেন? সকলে তোমাকে নূতন ঝি বলিয়াই জানিবে।"—এই কথা বলিয়া দিদি উঠিলেন, আমি দ্বার বন্ধ করিয়া আবার শয়ন করিলাম।

৪

পরদিন দুই প্রহরের পর বসন্ত দিদিকে নির্জ্জনে পাইয়া এই হত্যা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। পুলিশের কাছে কে কিরূপ জবানবন্দী দিয়াছে, তাহাই জানিতে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৌতূহল হইল। বসন্ত দিদি বলিলেন, "তিন জন ঝির মধ্যে সুখোর অসুখ করায় সে এই দুর্ঘটনার দিন এ বাড়ীতে ছিল না, ফুলী বাহিরের কাজে ছিল, শুধু বামাই কর্ত্রীর কাছে ছিল।"

পট।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কর্ত্রীর কাছে ছিল কেন?"

দিদি বলিলেন, "তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছিল, কখন কি দরকার হয়, সেই জন্য সেখানে ছিল।"

আমি—"পুলিশের কাছে কে কি রকম সাক্ষী দিয়াছে? আপনার ঠিক মনে আছে কি?"

দিদি—"আমি খুব মন দিয়াই সকলের জবানবন্দী শুনিয়াছিলাম, সকল কথা ঠিক ঠাক বলিতে না পারিলেও মোটামুটি কথাগুলা বোধ করি তোমাকে বলিতে পারিব। বামা বলিল, বেলা চারিটা পর্য্যন্ত গিন্নির শরীর ভাল ছিল, তাহার পর তিনি কিছু অসুস্থ হওয়ায় শয়ন করিলেন; অল্পক্ষণ পরে নগেন্দ্র বাবু তাঁহার ঘরে আসিলেন। তাঁহার সেখানে কি কাজ ছিল জানি না, তাঁহাকে দেখিয়া গিন্নি আমাকে দোয়াত কলম আনিয়া দিতে বলিলেন। গিন্নি উঠিয়া হাত বাক্স খুলিয়া একখানা কাগজ নগেন্দ্র বাবুর হাতে দিলেন, আমি নীচে হইতে দোয়াত কলম আনিয়া দেখিলাম বাক্স খোলা রহিয়াছে; একটা কাঁশার বাটিতে টাকা ও নোট দেখিতে পাইলাম; টাকা ও নোটে কত টাকা হইবে বলিতে পারি না; নগদ টাকা দুই শত হইতে পারে, অনেকগুলা নোট একসঙ্গে তাড়া বাঁধা ছিল। আমি দোয়াত কলম আনিয়া দিলে গিন্নি আমাকে নীচে গিয়া বসিতে বলিলেন। আমি সে ঘর হইতে বাহির হইলাম, কিন্তু নীচে না গিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহি-

লাম। তাঁহাদের কি কথাবার্ত্তা হয় জানিবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু আড়াল হইতে তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইলাম না; দুই একবার 'উইল' এই কথাটা শুনিয়াছিলাম, নগেন্দ্র বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। নগেন্দ্র বাবুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, মুখ খানি যেন খুব ভার ভার ঠেকিল; কেন বলিতে পারি না। তাহার পর অনেক-ক্ষণ আর তাঁহাদের মধ্যে কোন কথা হইল না, আমি নীচে আসিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে নগেন্দ্রবাবু নীচে আসি-লেন; তখন সন্ধ্যা হয় হয়, তাঁহার কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল কি না অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই; তিনি আমাকে দাও-য়ায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ধরাধরা আওয়াজে বলিলেন, 'বামা, মামীমা এখন একটু ঘুমিয়েছেন, তিনি না ডাকিলে তোমার উপরে যাইবার দরকার নাই।' এই কথা বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন, কোন্ দিকে কেন গেলেন জানি না। বৌদিদি রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া উপরে উঠিলেন; একটু পরেই হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠি-লেন। বৌদিদির আসার আগে আমি আর উপরে যাই নাই। না জানি কি হইল ভাবিয়া আমি ছুটিয়া উপরে উঠিলাম, গিয়া দেখিলাম গিন্নির বিছানা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে, তাঁহার বুকে কে ছোরা বসাইয়া গিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়াছে।"

পট।

বামার কথাগুলা দুই তিন বার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিলাম; তাহার পর বসন্ত দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বামা কি পুলিশ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যেক কথার উত্তর দিয়াছে, না নিজেই পরপর সকল কথা বলিয়া গিয়াছে।"

দিদি বলিলেন, "পুলিশে জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিয়াছে, তবে নিজে হইতেও দুই একটা কথা বলিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "কোন্ কোন্ কথা আপনার স্মরণ আছে কি?"

দিদি বলিলেন, "নগেন্দ্রের মুখ ভার হইয়াছিল কি না এ সম্বন্ধে পুলিশ তাহাকে কোন প্রশ্ন করে নাই। তাহার পর যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নগেন্দ্র চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার কাপড়ে সে রক্তের দাগ দেখিয়াছিল কি না, তখন সে "অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাই নাই, তিনি আমাকে ধরাধরা আওয়াজে বলিলেন" স্বেচ্ছাক্রমেই এই সকল কথা বলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ চিন্তা করিলাম; অনন্তর দিদিকে বলিলাম, "আপনি কিরূপ সাক্ষী দিয়াছেন?"

দিদি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আমি যতটুকু জানি ঠিক ততটুকুই বলিয়াছি। নগেন্দ্রনাথের এখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যের অনুরোধে আমাকে বলিতে হইল

যে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'উইল খানি নগেন্দ্রের সাক্ষাতেই পরিবর্ত্তন করিব বলিয়া তাঁহাকে এখানে আনাইয়াছি ; কবে মরিয়া যাইব, গোপালের স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, তাই আগে রাগ করিয়া উইলে তাহাকে কিছু দান করি নাই। এখন ভাবিতেছি, সে যাহাই হোক, ঘরের ছেলে ত বটে,রাগ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করা উচিত নয়, দুই ভাইকেই কিছু কিছু দিয়া যাইব।'—পুলিশে পুনর্ব্বার আমাকে প্রশ্ন করিল, 'নগেন্দ্রনাথের হঠাৎ চলিয়া যাইবার কোন কারণ আপনি জানেন কি ?'—তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছি,—'না, আমি এমন কোন কারণ জানি না যাহাতে নগেন্দ্র হঠাৎ চলিয়া যাইতে পারেন। দুর্ঘটনার দিন বৈকালে বিন্দু ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম; রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া আর নগেন্দ্রকে দেখিতে পাই নাই।" —আমার এই কথায় বোধ হয় তাঁহার উপর অনেক দোষ পড়িয়াছে,কিন্তু যাহা সত্য আমাকে তাহাই বলিতে হইয়াছে। কি কুক্ষণেই যে সে দিন বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছিলাম ! বাড়ী থাকিলে হয়ত এ বিপদ ঘটিত না। বুঝিতেছি নগেন্দ্র নির্দ্দোষী, কিন্তু সমস্ত প্রমাণ তাঁহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে ; এ অবস্থায় লোকে তাঁহাকে নির্দ্দোষী মনে করিবে কেন ?"

আমি অপ্রসন্ন অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার বিরুদ্ধে কি আর কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ?"

পট।

বসন্ত দিদি বলিলেন, "গিয়াছে, সেই প্রমাণই নগেন্দ্র-নাথের পক্ষে মারাত্মক প্রমাণ। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বাক্সে যে উইল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখা ছিল, 'আমার দেবর-পুত্র গোপালচন্দ্র বিশেষ কোন কারণে আমার অপ্রীতি-ভাজন হওয়ায় আমি তাহাকে আমার স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলাম। আমার স্বর্গীয় পতি দেবতার নামে একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপন ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার হাজার টাকা ব্যতীত আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে তাহা সমস্তই আমার ভাগিনেয় নগেন্দ্রনাথকে প্রদান করিলাম। আমার পরলোক গমনের পর নগেন্দ্রনাথ এই সম্পত্তির অধিকারী হইবেন ; তবে আমি ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে এই উইলের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ পরিবর্ত্তন কিম্বা সংশোধন করিতে পারিব।' উইলের এই অংশ পাঠ করিয়া নগেন্দ্রনাথের উপর পুলিশ কর্ম্মচারিগণের সন্দেহ বৃদ্ধি হইয়াছে ; এমন কি তাহারা এ কথাও প্রকাশ করিয়াছে যে, 'এই উইল পাঠ করিয়া নগেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারে নাই; পাছে কর্ত্রীর মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং গোপালকে তিনি বিষয়ের অংশ দান করেন, এই আশঙ্কায় নগেন্দ্র সহসা তাঁহাকে খুন করিয়া পলাইয়াছে ; বিশেষ খামা ঝির জবানবন্দীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে-যে সে কর্ত্রীর সহিত নগেন্দ্র নাথকে যখন কথা কহিতে দেখিয়াছিল তখন নগেন্দ্রের মুখে

ছুই একবার উইলের কথা শুনিয়াছিল; তাহার মুখ যে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল বামা তাহাও দেখিয়াছিল। এখন এ কথার অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে; বোধ হয় কর্ত্রী তাঁহার দেবরপুত্রকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে তাঁহার বিষয়ের সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধাংশ দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব নগেন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নাই। অতঃপর কর্ত্রীকে জীবিত রাখা নিরাপদ নহে বুঝিয়া নগেন্দ্র তাঁহার বুকে ছুরী মারিয়া পলায়ন করিয়াছে এবং যাইবার সময় নীচে বামাকে বলিয়া গিয়াছে, মামীমা না ডাকিলে উপরে যাইও না। অর্থাৎ গোলমাল হইবার পূর্ব্বেই সে অনেক দূর সরিয়া পড়িতে পারিবে।'—পুলিশের মনের ভাব এই রকম দাঁড়াইয়াছে, তাহারা নগেন্দ্রনাথকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; নগেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানের জন্য আগ্রা, মথুরা, লক্ষৌ, কানপুর প্রভৃতি নানাস্থানে পুলিশ ছুটিয়াছে; কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বে প্রভৃতি স্থানেও টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে, চারিদিকে হুলস্থূল কাণ্ড। জানিনা এই সকল কঠিন প্রমাণের বিরুদ্ধে তোমার অপরিণত বুদ্ধি ও বালিকা হৃদয়ের আগ্রহ কতটুকু কাজ করিতে সক্ষম হইবে। ভগবান যাহার প্রতি বিমুখ, ভগিনি, তুমি আমি তাহার জন্য চেষ্টা করিলে কি ফল লাভ হইবে?"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দিদি নীরব হইলেন।

পট।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না। চারিদিকেই অন্ধকার; এই প্রতিকূল ঘটনাস্রোতে এমন ক্ষুদ্র তৃণটিও দেখিলাম না, যাহা অবলম্বন করিয়া উদ্ধারের চেষ্টা হইতে পারে! অবশেষে নিতান্ত অবসন্ন ভাবে বলিলাম, "দিদি, সত্যের সুতীব্র আলোকের সম্মুখে মিথ্যার অন্ধকার অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না, তাই সত্য লুকায়িত থাকিলেও আপনি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং যেখানে মিথ্যার অন্ধকার যত গাঢ়, সত্যের সতেজ দীপ্তি সেখানে তত সমুজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়। আমি আমার স্বামীর হৃদয় জানি, তাঁহার কোন কথা আমার অগোচর নাই; তিনি নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষীকে ভগবান নিশ্চয়ই মিথ্যা কলঙ্ক ও বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন। ঈশ্বর দয়াময়।"

৫

দুইদিন পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; কিন্তু একটা কথা আমার মনে অনেকবার উদয় হইয়াছিল। পুলিশের কাছে বামা ও বসন্ত দিদি দুজনকেই জবানবন্দী দিতে হইয়াছে। যাহা সত্য বসন্তদিদি তাহাই সরলভাবে বলিয়াছেন, কিন্তু বামার জবানবন্দীর কোন কোন কথা শুনিয়া সহজেই সন্দেহ হয় যে, স্বামীকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য তাহার একটু আগ্রহ ছিল। আমার স্বামীর সঙ্গে কর্ত্রীর যখন কথা হয়, তখন সে স্ত্রীজাতিসুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়াই

না হয় তাঁহাদের কথা গোপনে থাকিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে আমার স্বামীর মুখ ভার দেখিয়াছে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুলিশের কাছে তাহার একথা বলিবার এমন কি আবশ্যক ছিল? তাহার পর, হত্যাকাণ্ডের দিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি কোন বিশেষ কারণে হঠাৎ কোথাও চলিয়া যাইতে পারেন, বসন্ত দিদি সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার অকস্মাৎ অন্যত্র গমনের কারণ তিনি ও কর্ত্রী ঠাকুরাণী ভিন্ন অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনা না থাকা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু 'মামী মা এখন ঘুমাইতেছেন, তিনি না ডাকিলে তোমার উপরে যাইবার দরকার নাই' এ কথা যদিই বা নগেন্দ্র বলিয়া থাকেন, তথাপি বামা পুলিশ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তাহা কি জন্য বলিল? নগেন্দ্রনাথের কাপড়ে রক্তের দাগ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; পুলিশ বামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'নগেন্দ্রের কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়াছ কি না,' ইহার দুই উত্তর ছিল, 'হাঁ' বা 'না'। কিন্তু সে উত্তর দিয়াছিল, 'অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাই নাই'—এ সকল উত্তরে ত সহজেই নগেন্দ্রনাথের উপর পুলিশের সন্দেহ হইবে। পুলিশের মনে যাহাতে সন্দেহ জন্মে, বামা সে রূপ উত্তর কেন দিল? ইহার দুইটি মাত্র কারণ সম্ভব, হয় বামা অত্যন্ত সত্যবাদিনী, যে কথা যতটুকু জানে তাহার কিছু মাত্র গোপন না করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছে,

পট।

না হয় নগেন্দ্রকে বিপদে ফেলিয়া তাহার কোন স্বার্থ আছে।

প্রথম কারণ আমার সঙ্গত মনে হয় নাই; অতএব আমার বিশ্বাস হইল, যে জন্যই হউক সে নগেন্দ্রনাথের শত্রু, তাহার গতিবিধির প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

দুই তিন দিন ধরিয়া তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলাম, কিন্তু তাহার দিকে যে আমার লক্ষ্য আছে, ইহা যাহাতে সে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারে সে জন্যও সাবধান হইলাম। দেখিতাম, প্রত্যহ বেলা দুই প্রহরের পর কোন দিকে কাহাকেও না দেখিলেই সে তাহার দ্বিতলস্থিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া অতি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া দিত, এবং অল্পক্ষণ পরেই সাবধানে বাহির হইয়া আসিত।

এক দিন বসন্ত দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দক্ষিণ দিকের সর্ব্ব শেষ কুঠুরীটাতে কি আছে?"

বসন্ত দিদি বলিলেন, "কর্ত্রীঠাকুরাণী ও ঘরে তাঁহার বাক্স, আলমারি, সিন্দুক, তৈজসপত্র প্রভৃতি নানা জিনিষ রাখিতেন, ওটা এক রকম ভাঁড়ার ঘর বলিলেই হয়; বামা এখন ঐ ঘরে শুইয়া থাকে; তাহার শোয়াও হয়, ঘরটা পাহারা দেওয়াও হয়।"

আমার মনে একটা নূতন চিন্তার উদয় হইল; পুনর্ব্বার

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কর্ত্রী ঠাকুরাণী যখন জীবিত ছিলেন, তখনও কি বামা ঐ ঘরে শুইয়া থাকিত ?"

দিদি বলিলেন, "না, তিনি ও ঘরে কাহাকেও যাইতে দিতেন না, তিনি নিজেও ও ঘরে বড় একটা যাইতেন না ; উহার পাশের কুঠুরীটাতেই শুইয়া থাকিতেন, সুতরাং ও ঘরে অনেক দামী জিনিষ থাকা সত্ত্বেও ও ঘরে কোন লোক না থাকিলে চলিত ; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ও ঘরে এক জন লোক রাখা উচিত মনে করিয়াছিলাম। বামার বড় সাহস, সে ছাড়া ও ঘরে আর কেহ শুইতে পারে না ; রাত্রে ও ঘরে আর কাহারও থাকিবার সাধ্য নাই।"

আমি একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করিয়া এ কথা জানিলেন ?"

বসন্ত দিদি বলিলেন, "ফুলেশ্বরী এক দিন রাত্রে আমার কথামত ঐ ঘরটাতে শুইয়াছিল, কিন্তু অনেক রাত্রে সে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল ; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, ঘরের মধ্যে সে ভূতের কথা শুনিয়াছে ; এ বাড়ীতে সে আর এক দিনও টিকিতে পারিবে না। পর দিন ফুলী বাড়ী ছাড়িল, সুখোও চলিয়া যাইতে চায়, তাই ত শরৎকে এক জন ভাল ঝি পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম ; ফুলী চলিয়া যাইবার পর বামাকে ও ঘরে শুইবার জন্য বলিয়া দিয়াছি, সেও দুই এক দিন ভয় পাইয়াছে। পাশের

পট।

কুঠুরীতেই কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অপমৃত্যু হইয়াছে, এ অবস্থায় তাহাদের ভয় পাওয়া অসম্ভব নয়।"

"তাহা হইলে বামার সাহস খুব বেশী বলিতে হইবে।" —এই মাত্র বলিয়া আমি চুপ করিয়া গেলাম; বামা চোরের মত আস্তে আস্তে উপরে আসিতেছিল।

বামা পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করিতে গেল। আমি বসন্ত দিদির সঙ্গে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম ঘরটি তেমন বড় নহে; উত্তর দিকের কুঠুরী (যে কুঠুরীতে কর্ত্রী নিহত হন) আর এই কক্ষের মধ্যে একটি মাত্র দ্বার; দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে, এই দ্বারের ঠিক সম্মুখে আর একটি দ্বার। এই শেষের দ্বারটির শিকল নীচের দিকে, চৌকাঠের সঙ্গে সেই শিকল লাগানো এবং তাহাতে একটি পিতলের কুলুপ আঁটা রহিয়াছে দেখা গেল। ঘরের মধ্যে অন্য কোন দরজা বা জানালা নাই, কেবল উত্তরের দেও-য়ালে মেঝে হইতে প্রায় দুই হাত উচ্চে একটা বড় রকম কোলঙ্গা আছে; তাহার উপর একটা পিতলের অতি অপরি-ষ্কার পিলসুজে তাহা অপেক্ষাও অপরিষ্কার একটি পিতলের প্রদীপ; দেখিলেই ঘৃণা জন্মে; সেই পিলসুজের পাশে একটা বড় ময়লা তেলের ভাঁড়, তাহার অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাশীবাসের আরম্ভ কাল হইতে এই ভাঁড়টি স্বকর্ম্মসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। কোলঙ্গাটা

তেলে তেলে ভিজিয়া তাহার উপর দুই তিন আঙ্গুল পুরু ময়লা জমিয়া গিয়াছে।

কক্ষমধ্যে পূর্ব্ব ধারে দুইটি বড় বড় আলমারি পাশাপাশি রহিয়াছে; তাহার পরই একখানি প্রকাণ্ড ছতরী আঁটা খাট ঘরের অর্দ্ধেক স্থান দখল করিয়া আছে, তাহার উপর গদী পাতা, গদীতে কতকগুলা বালিশ স্তুপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে; খাটের ছতরীতে মশারি খাটানো। খাটের পরই খানিক খালি যায়গা, অনুমান হইল বামা এইখানে বিছানা পাতিয়া রাত্রে শুইয়া থাকে। পশ্চিম ধারে দুইটি প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক, তাহাতে খুব বড় বড় লোহার তালা লাগান।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব জিনিষ, ঘরের ভিতরকার সকল দিক খুব ভাল করিয়া দেখিলাম, তাহার পর বসন্ত দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কর্ত্রী ঠাকুরাণীর টাকাকড়িও কি এই ঘরে থাকে?"

দিদি বলিলেন, "না, তাহা তাঁহার শয়ন কক্ষে লোহার সিন্দুকে থাকে।"

আমি—"তাহার চাবি?"

দিদি—"সিন্দুকের গা-চাবি কর্ত্রীর কাছে থাকিত, তালার চাবি আমি রাখিতাম। সিন্দুক খুলিবার দরকার হইলে আমার সাহায্য ব্যতীত তিনি সিন্দুক খুলিতে পারিতেন না;

পট।

তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়াই একটা চাবি আমাকে রাখিতে দিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন দুটো চাবিই একজনের কাছে থাকা সঙ্গত নয়।"

একটু চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহা-হইলে সম্ভবতঃ এ ঘরে টাকা কড়ি গহনা পত্র কিছু থাকিত না। এই সিন্দুক আলমারিতে কি আছে, উহাদের চাবিই বা কাহার কাছে ?"

"শাল, বনাত, বানারসী সাড়ী, রূপার আসাসোটা, ছাতি, আড়ানী প্রভৃতি জিনিষে এ গুলা পূর্ণ, চাবি অবশ্য আমার কাছেই আছে।"—দিদি এই উত্তর দিলেন।

হঠাৎ দক্ষিণ দিকের দ্বারলগ্ন পিতলের কুলুপের দিকে আমার চক্ষু পড়িল। দিদিকে বলিলাম, "আমি একবার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় যাইব, এ কুলুপের চাবি কাহার কাছে ?"

দিদি বলিলেন, "এই পিতলের কুলুপ গুলার দুটী করিয়া চাবি থাকে, একটা চাবি আমি বামাকে দিয়াছি, অন্যটি আমার কাছেই আছে।" দিদি রিং হইতে একটা চাবি খুলিয়া আমার হাতে দিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কুসুম, একটু কাজে আমি একবার নীচে যাইতেছি, তুমি বারান্দায় যাও।"

আমি বলিলাম, "নীচে যাইতেছেন, তবে একটা কাজ

করিবেন ; হঠাৎ যদি বামা আসিয়া পড়ে, তাঁহা হইলে কার্য্য-চ্ছলে তাহাকে একটু অন্যত্র ব্যস্ত রাখিবেন, আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি এ ঘরে আসিয়াছি সে দেখে।”

দিদি একবার আমার মুখ পানে চাহিলেন, বোধ করি আমার মতলব কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না, কেবল—“আচ্ছা” বলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

কুলুপ খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম দক্ষিণ দিকটি বেশ নির্জ্জন। বারান্দার নীচেই একটি ছোট আম বাগান, আম লিচু গোলাপজাম ও পেয়ারার অনেকগুলি গাছ; সেই সকল গাছের ভিতর দিয়া অদূরবর্ত্তী রাজপথ দেখা যাইতেছে। আরও দেখিলাম, রান্নাঘরের ছাদ এই বারান্দার পশ্চিম ভিতে আসিয়া লাগিয়াছে। অল্প চেষ্টাতেই সেই ছাদ হইতে এ বারান্দায় আসিতে পারা যায়; সকলে না পারিলেও একটু সাহসী বলবান মানুষ মাত্রেই আসিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিল। চারিদিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া দ্বারে শিকল টানিয়া আমি কুলুপ লাগাইলাম, এবং পূর্ব্ববৎ দ্বার বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। তাহার একটু পরেই বামা ফিরিয়া আসিল; সে যখন আসিল, তখন আমি উনন ধরাইতে ব্যস্ত—ঘোরতর ঝি।

৬

এই দারুণ বর্ষার মধ্যেও প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বামার

পট।

গা ধুইতে যাওয়া চাই, তা ঝড় বৃষ্টি সে কিছুই মানিত না। তাহার হাতে যে বেশী কিছু কাজ থাকিত তা নয়, তবু দেখিতাম বেলা কাটাইয়া সন্ধ্যা বেশ ঘোর হইয়া আসিলে একটি কলসী লইয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যখন সে অনায়াসে গা ধুইয়া আসিতে পারে, তখন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে তাহার এ কর্ম্মভোগ কেন? নদীতে গা ধোয়াই উদ্দেশ্য, না অন্য কোন মতলব আছে? দেখিতে হইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে তাহার দিকে নজর রাখিলাম।

বৈকাল হইতেই টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, সন্ধ্যার সময় সে বৃষ্টির বিরাম না হইয়া বরং আর একটু জোরে আসিল, আকাশে ভয়ানক মেঘ। সন্ধ্যার পর হইতে বেগে বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। বসন্ত দিদি তাঁহার শয়ন কক্ষে একটি প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন; আমি তাঁহার কাছে বসিয়া কতকগুলা মটরের ডা'ল লইয়া বাছিতেছি, এমন সময়ে বামা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রদীপে ছুটি শলিতা ও খানিক তেল দিয়া চলিয়া গেল; প্রদীপে তেল ও শলিতার অভাব ছিল না।

বামা অন্তর্ধান করিলে আমি ডা'ল বাছা ছাড়িয়া উঠিলাম। বসন্ত দিদিকে ধীরে ধীরে বলিলাম, 'কিছুক্ষণ পরে আসিতেছি, আপনি আমার খোঁজ করিবেন না।' দিদিকে

আর কথাটি কহিবার অবসর মাত্র না দিয়া আমি লঘুপদ-ক্ষেপে নীচে নামিয়া আসিলাম, এবং অতি সন্তর্পণে বামার অনুসরণ করিলাম। দেখিলাম আমার অনুমান মিথ্যা নহে; একটা কলসী লইয়া বামা বাড়ীর বাহির হইয়া গেল; অতি সাবধানে অল্পদূরে থাকিয়া আমি তাহার অনুগমন করিতে লাগিলাম।

কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছে, সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে, পথ ভয়ানক কর্দ্দম পূর্ণ, অন্ধকারে দু হাত দূরের জিনিষও দেখা যায় না। ভয়ে আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে [illegible] কিন্তু যে কাজে হাত দিয়াছি তাহা শেষ করিতেই হইবে। পরমেশ্বরের নাম লইয়া, সাহসে বুক বাঁধিয়া কম্পিত পদে চলিতে লাগিলাম, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফূরণ হইলে দেখি বামা দ্রুতপদে অসঙ্কোচে চলিয়াছে; যাহাতে সে আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারে, সে জন্য আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ স্ফূরণ হইল না। চলিতে চলিতে আবার যখন বিদ্যুতালোক দেখিলাম, তখন সম্মুখে চাহিয়া দেখি বামা নাই; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলাম, রাজপথ নির্জ্জন, অদূরে একটা বিকটাকার কালো ষাঁড় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর বাতাস হুহুস্বরে বহিয়া যাই-তেছে। বামা কোথায়! আরও দ্রুত চলিতে লাগিলাম।

পট।

মোড় ফিরিতেই বিদ্যুতালোকে দেখিলাম, সম্মুখে একটি মন্দির, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বহু পুরাতন ও পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ হইল। বামা ত এ মন্দিরে প্রবেশ করে নাই? দেখিতে হইতেছে।

অতি সাবধানে মন্দিরের অত্যন্ত নিকটে আসিলাম। মন্দিরে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া স্থির ভাবে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল। একটু দাঁড়াইতেই বোধ হইল, কেহ যেন মন্দির মধ্যে অতি ধীরে কথা কহিতেছে; তাহা হইলে মন্দিরের মধ্যে নিশ্চয়ই দুজন লোক আছে। কে তাহারা? আমি সরিয়া মন্দিরের দ্বারের কাছে আসিলাম, রুদ্ধ দ্বারের উপর কাণ পাতিয়া তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম।

একজন বলিতেছে, "যাই বল না কেন ভাই, কাজ ভাল হইতেছে না। কে কোন্ দিক দিয়া যে টের পায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। চারিদিকে বিপদের ছায়া দেখিতেছি; মন আর এখানে একদণ্ড টিকিতেছে না; মনে হইতেছে সময় থাকিতে সরিয়া না পড়িলে শীঘ্রই আমাদের হাতে দড়ি পড়িবে।"

আর একজন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "তুমি বল কি গোপাল? আমিই কি আর একদণ্ড এখানে থাকিতে চাই। ভয় তোমার অপেক্ষা আমারই বেশী; আমার

ইচ্ছা, আমরা শীঘ্রই এ স্থান হইতে সরিয়া পড়ি। মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, আজ পালাইতে পারিলে আর কা'ল চাহি না।"

এ কি, এ যে বামার কণ্ঠস্বর! আর গোপাল কে? কর্ত্রী ঠাকুরাণীর গুণবান দেবরপুত্র নহে ত? আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল; অধিকতর মনোযোগের সহিত তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম। বামা বলিতেছিল, "আমি এত তাড়াতাড়ি করিতেছি কেন জান? বাড়ীতে একজনের উপর আমার বড় সন্দেহ হইয়াছে; সে যেন আমার উপর নজর রাখিয়াছে। যদি ঘুণাক্ষরেও কোন কথা প্রকাশ হয়, তবে আর পলাইবার পথ থাকিবে না। বিপদ যে আমাদের দুজনেরই।"

উত্তর হইল, "তবে আর বিলম্ব করা কেন? সকল সন্দেহ নগেনের উপর গিয়াই পড়িয়াছে। শুনিয়াছি পুলিশ তাহার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছে। এখন তুমি পলাইলে আর কাহারো মনে সন্দেহ হইবে না; ঘরে ভূতের ভয়ের কথাটা রটান খুব ভাল হইয়াছে। ফুলী পলাইয়াছে কেহকিছু মনে করে নাই, তুমি পলাইলেই বা কে কি মনে করিবে"?

বামা বলিল, "তাহা হইলে আজ রাত্রেই চল। যাহা কিছু হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের দুজনের অনেক দিন রাজা রাণীর মত কাটিবে।"

পট।

দ্বিতীয় ব্যক্তি চাপা গলায় বলিল, "সেই উত্তম কথা, আজই সরিয়া পড়া যাক।" বামা বলিতে লাগিল, "যাহা হাতাইয়াছি, তাহা দেখিলে তোমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। তাহার পর যদি বুড়ীর হত্যাপরাধে নগেন্দ্রের প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর হয়, তখন তাহার সর্ব্বস্ব তোমারই হইবে। কিন্তু আর কোন কথা নয়, আজ রাত্রের গাড়ীতেই কলিকাতা যাওয়া স্থির। তুমি কুলির মত পোষাক করিয়া ষ্টেসনে অপেক্ষা করিও; রাত্রি দশটার মধ্যেই বাড়ীর সকলে শয়ন করে, আমি জিনিষ পত্র লইয়া এগারটার আগেই ষ্টেসনে তোমার সঙ্গে মিলিব।"

বুঝিলাম বামার কথা শেষ হইয়া আসিয়াছে; অতি সাবধানে সেখান হইতে সরিয়া আসিলাম।

৭

এখন কোথায় যাই, কি করি, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ চট্ করিয়া মাথার মধ্যে একটা ফন্দী আসিয়া জুটিল। দেখিলাম ভিন্ন দিক হইতে একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে; কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ভাড়ায় যাইতে প্রস্তুত আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "থানা চেন?"

কোচম্যান বলিল, "কোন্ থানা মায়ি, দশাশ্বমেধ?"

দশাশ্বমেধও জানি না, শতাশ্বমেধও জানি না; বাঙ্গালীর

কুলবধূ, নূতন এখানে আসিয়াছি; থানা কাছারীর খবর কেমন করিয়া জানিব। কিন্তু সে কথা ত আর গাড়োয়ানের কাছে ভাঙ্গিয়া বলা সঙ্গত নয়; ভাবিলাম, দশাশ্বমেধ থানাই হয় ত নিকটে হইবে। যে কোন একটা থানা হইলেই হইল, সুতরাং কোচম্যানকে বলিলাম—"হাঁ দশাশ্বমেধ।"

কোচম্যান তাহার উচ্চাসন হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, আমি চড়িয়া বসিলাম। ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়িতেই থন্ থন্ ছন্ ছন্ শব্দে নিস্তব্ধ রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাড়ী একদিকে ছুটিয়া চলিল। কোন্ দিকে গেল বলিতে পারি না, তখন আমার পূর্ব্ব পশ্চিম জ্ঞান ছিল না।

মিনিট দশেকের মধ্যে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কোচম্যানকে বিদায় দিয়া ফটকে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল একটি ছোট কুঠুরীর মধ্যে একখানি খাটিয়ার উপর বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ দুলাইয়া ম্লান দীপালোকে তুলসীদাস পাঠ করিতেছে। বৃদ্ধেরা প্রায়ই সহৃদয় হয়, সুতরাং অন্য দিকে না গিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পদশব্দে বৃদ্ধ পাঠ বন্ধ করিয়া মাথা তুলিল, এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে দেখিতে লাগিল। কি বলিয়া কথা আরম্ভ করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময়ে সে সকরুণ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমহারী হিঁয়া কিয়া দরকার, বেটী!"—আমি কতক বাঙ্গালায়

পট।

কতক বা আমাদের হুগলীর বাসার মেড়ুয়াবাদী খানসামা রামফলের সঙ্গে যে রকম হিন্দুস্থানীতে কথা বলিতাম সেই রূপ হিন্দুস্থানীতে উত্তর করিলাম, "কোন বিশেষ দরকারের জন্য আমি একবার ইনেস্‌পেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

বুড়া পুঁথি রাখিয়া উঠিল; খড়ম পায়ে দিয়া টিকি দুলাইতে দুলাইতে মিহি সুরে ভজন আওড়াইতে আওড়াইতে ঘরের বাহিরে আসিল; তাহার পর মেঘমন্দ্র স্বরে হাঁকিল,

"সুজন সিং!"

সুজনসিং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক কনেষ্টবল। বৃদ্ধের নিকট সে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃদ্ধ আমার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তাহাকে কি উপদেশ দিয়া আমাকে তাহার অনুগমন করিতে বলিল।

আমরা অদূরবর্ত্তী একটি অনতিদীর্ঘ অট্টালিকাদ্বারে উপস্থিত হইলাম; সুজনসিং গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক ইনেস্‌পেক্টরকে একটা লম্বা কুর্নিশ দিয়া আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল; তাঁহার অনুমতিক্রমে আমি গৃহপ্রবেশ করিলাম। টেবিলের উপর একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল; তিনি চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন; আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি যেন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বিস্ময় দমন করিয়া আমাকে আমার বক্তব্য বলিবার জন্য অনুমতি করিলেন।

সেই গম্ভীর, প্রাচীন, উদারপ্রকৃতি হিন্দুস্থানী ইনেস্‌-

পেক্টরের সাক্ষাতে যে যে কথা বলা আবশ্যক মনে করি-লাম, তাহা সমস্তই বলিলাম।

তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া একখানা খাতায় কি লিখিয়া লইলেন; তাহার পর আমি যে সকল কথা বলিয়া-ছিলাম তাহা পড়িয়া শুনাইলেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"এ সকল কথা ঠিক ত?"—আমি বলিলাম,"ঠিক"। আমি বাঙ্গালা লেখা পড়া জানি শুনিয়া সেই কাগজে আমার নাম সই করিতে বলিলেন। আমি আমার প্রকৃত নাম লিখিলাম। তাহার পর ইনেসপেক্টর সাহেব তিনজন কনেষ্টবলকে ডাকিয়া চুপে চুপে তাহাদের কি উপদেশ দিয়া আমার সঙ্গে পাঠাইলেন। একজন কনেষ্টবল আমার অনুরোধক্রমে একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিল; আমি গাড়ীর ভিতর বসিলাম, তাহারা তিনজনে পোষাক পরিয়া, চাপড়াসের সঙ্গে রুল আঁটিয়া গাড়ীর উপরে উঠিল। বাড়ী একটু দূরে থাকিতেই আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম, এবং কনেষ্টবলত্রয়কে বাড়ীর একটু তফাতে গুপ্তভাবে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার মনের মধ্যে ভারি দুশ্চিন্তা হইয়াছিল; যদি বামা ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতলব মত কাজ করা কিছু কঠিন হইবে।

বাড়ী আসিয়া দেখিলাম সৌভাগ্যক্রমে বামা তখনও

পট।

ফিরিয়া আসে নাই। তখনই বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া কনে-ষ্টবল তিনজনকে ডাকিয়া, একজনকে সদর দরজার পাশে গোপনে অপেক্ষা করিতে বলিলাম, আর একজনকে রান্না-ঘরের ছাদে বামার শয়নকক্ষের নিকটে বসাইয়া রাখিলাম, তৃতীয় ব্যক্তিকে সেই ছাদের উপর দিয়া বামার শয়নকক্ষের দক্ষিণ দিকের বারান্দার উপর উঠিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে বলিলাম। তাহাদিগকে উৎসাহ দানের জন্য বলিলাম, কাজ হাঁসিল হইলে বক্‌সিস মিলিবে।

ধীরে ধীরে বসন্ত দিদির কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম; তিনি তখনও মালা জপ করিতেছিলেন। আমার বড় জোর এক ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। দিদি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করি-লেন. "কোথায় গিয়াছিলে?" আমি কোন উত্তর না দিয়া দিদির একগাছি মোটা তুলসীর মালা গাঁথিতে বসিলাম; একটু পরেই ঘরে কে প্রবেশ করিল; আমি মুখ না তুলিয়াই চক্ষু প্রান্তে চাহিয়া দেখিলাম, বামা।

বামাকে দিদি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিতেই সে কৈফিয়ৎ দিল, এক জন সঙ্গিনী তাহাকে কোন মতে না ছাড়ায় সে বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছিল, সেই জন্য বাড়ী ফিরিতে তাহার একটু বিলম্ব হইয়াছে; দিদি কোন উত্তর করিলেন না। আমার মুখে একটু হাসি আসিয়াছিল, তাহা দমন করিয়া ভারি মনোযোগের সঙ্গে মালা গাঁথিতে

লাগিলাম, বামার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করি-
লাম না।

বামা দেখিল দিদির কোন কাজ নাই, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; একটু পরে আমি রান্নাঘরে আসিয়া রাঁধুনীকে বলিলাম, "আমার শরীরটা আজ ভাল নাই, রাত্রে কিছু খাইব না।" রান্নাঘর হইতে বাহির হইবার সময় দেখিলাম বামা সেই বারান্দায় অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিয়া আছে। আজ তাহার ও আমার উভয়ের মধ্যে কাহার মন অধিক চঞ্চল কে বলিবে?

উপরে আসিয়া আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম; সম্মুখের দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া খিড়কীদ্বার দিয়া অতি ধীরে বাহির হইলাম; বাতি ও দেশলাই সঙ্গে ছিল, বামার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলাম, তাহার পর বাতি জ্বালিয়া, বসন্ত দিদি সকালে আমাকে যে চাবি দিয়াছিলেন সেই চাবি দিয়া দক্ষিণ দিকের দ্বারসংলগ্ন কুলুপটা খুলিয়া ফেলিলাম এবং শিকলটা আল্‌গা করিয়া রাখিলাম, পরে বাতি নিবাইয়া একটা বড় আলমারির পশ্চাতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম; এক এক মিনিট এক যুগ দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে একটি প্রজ্বলিত শলিতা লইয়া বামা গৃহে প্রবেশ করিল এবং দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

পট।

যদি সে হঠাৎ দেখিতে পায় আমি দক্ষিণদ্বারের শিকল খুলিয়া রাখিয়াছি! আমি এই ঘরে লুকাইয়া আছি, এ কথা কোন রকমে বুঝিতে পারিয়া যদি সে তাড়াতাড়ি সেই দ্বার বন্ধ করিয়া কোন অস্ত্র লইয়া আমাকে আক্রমণ করে! আবশ্যক হইলে কুলটা স্ত্রীলোক সকল রকমই দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে শুনিয়াছি। আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল; বুঝিলাম, স্ত্রীলোকের সাহস গোষ্পদে জল মাত্র! এখন আমি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি, এক মুহূর্ত্তে হয় ত আমার চেষ্টা, যত্ন, ষড়যন্ত্র সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। নিরস্ত্র ভাবে আমি ব্যাঘ্রীর গুহায় প্রবেশ করিয়াছি। যাহা হউক, জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও আমি ভয় উদ্বেগ ও নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম না। নগেন্দ্রনাথ, প্রিয়তম, এখন তুমি কোথায়? কলঙ্কধ্বজা স্কন্ধে লইয়া পুলিশ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, গৃহহীন, সঙ্গীহীন, আশ্রয়হীন ভাবে তুমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ; কিন্তু জীবনে মরণে আমি তোমার; আমার কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আজ তাহার শেষ দিন। ভগবান, অধিনীর হৃদয়ে বল দেও।—জগদীশ্বর আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন, আমার বিহ্বলতা দূর হইল।

বামা দ্বার বন্ধ করিয়াই পূর্ব্ববর্ণিত কোলঙ্গাস্থিত প্রদীপটি জ্বালিয়া দিল, এবং তেলের ভাঁড় ও পিলসুজ নিচে নামাইয়া

ফেলিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, সে তৈলাক্ত ও ময়লাপ্লুত এক খানি তক্তা ধীরে ধীরে কোলঙ্গা হইতে টানিয়া বাহির করিল, পিলসুজ ও তেলের ভাঁড় এই তক্তার উপরেই ছিল। আমি দিনের বেলা যখন কোলঙ্গাটি দেখিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই যে এখানে আবার এই রকম এক খানা আল্‌গা তক্তা আঁটা আছে।

তক্তাখানি নীচে রাখিয়া বামা তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে একটা ছোট চাবি বাহির করিল; সেই চাবি দিয়া কোলঙ্গার ভিতরের একটা দেরাজ খুলিল এবং সেই দেরাজের ডালা খানা ভিতের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দেরাজের ভিতর হইতে প্রথমে একটা চামড়ার কালো ব্যাগ বাহির করিল, তাহার পর দেখিলাম কতকগুলি টাকা, নোট, মোহর এক খানা রূপার রেকাবে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিল, অবশেষে পনর যোল খানি মণি মুক্তা খচিত মহামূল্য স্বর্ণাভরণ বাহির করিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে সে সেগুলি চাহিয়া দেখিতে লাগিল; দীপালোকে হীরক রত্ন খচিত অলঙ্কার গুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

গহনা নোট মোহর সমস্ত সে ধীরে ধীরে ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

দেখিলাম আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে, কিন্তু বারান্দার কনেষ্টবলকে খবর দিই কিরূপে? ধীরে ধীরে অগ্রসর

পট।

হইলাম; অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে দক্ষিণ দিকের দ্বারের দিকে যাইতে লাগিলাম; কিন্তু এত সাবধানতা সত্বেও প্রচ্ছন্ন থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইল, দীপালোকে বিপরীত দিকের প্রাচীরে আমার দীর্ঘ ছায়া পড়িল! সেই ছায়ায় বামার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; সে বসিয়া ছিল; ব্যাগটা হাতে লইয়াই বিদ্যুৎ বেগে সোজা হইয়া দাঁড়াইল; আমি তাহার সমস্ত কার্য্য দেখিয়াছি, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা সে বুঝিতে পারিল।

ব্যাগটা সজোরে মেজের উপর ফেলিয়া, উত্তেজিত স্বরে বামা বলিল, "সর্ব্বনাশি, কুক্ষণে তুই হুগলী হতে গোয়েন্দাগিরি কর্ত্তে এসেছিলি; তোর মতলব অনেক আগেই টের পেয়েছি, আজ তার ফল ভোগ কর।" সঙ্গে সঙ্গে খাটের গদীর নীচে হইতে এক খানা ছোরা টানিয়া বাহির করিল; তীক্ষ্ণধার সুবৃহৎ ছুরিকা দীপালোকে চক্ চক্ করিয়া উঠিল; পিশাচী ক্ষুধিতা রাক্ষসীর ন্যায় এক লম্ফে আমার উপর আসিয়া পড়িল; মনে হইল, তাহার সেই ছুরিকা মুহূর্ত্তমধ্যে আমার বক্ষে প্রোথিত হইবে। সব বুঝি বৃথা হইল!

চীৎকার শব্দে আমি দক্ষিণের দরজার উপর লাফাইয়া পড়িলাম। পূর্ব্ব হইতেই পথ পরিষ্কার ছিল, ঝন ঝন শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। দরজার বাহিরে যে কনেষ্টবল দাঁড়াইয়াছিল, সে এক লম্ফে আমার ও বামার মধ্যে পড়িয়া বজ্র-মুষ্টিতে বামার উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিল।

৮

বামা বোধ করি একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, আমি এই দ্বার পূর্ব্ব হইতেই খুলিয়া পলায়নের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি, কিম্বা অন্তঃপুরের এই দুর্গম বারান্দায় পুলিশ আনিয়া দাঁড় করাইয়াছি; সুতরাং হঠাৎ এইরূপে আক্রান্ত হওয়ায় সে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িল। স্ত্রীলোক যতই নষ্টবুদ্ধি, ধূর্ত্ত কিম্বা কৌশল সম্পন্ন হউক, এই খানেই তাহাদের দুর্ব্বলতা। পাহারাওয়ালা বামার হাত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া তাহার গণ্ডে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিবামাত্র সে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল; বলিয়া উঠিল, "আমি ধরা পড়িয়াছি, আর পলাইব না; পলাইয়া আমার রক্ষা নাই, আমার হাত ছাড়িয়া দাও।"—কনেষ্টবল তাহার হাত ছাড়িয়া অঞ্চল চাপিয়া ধরিল। গৃহকক্ষস্থ দীপালোক বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল; সেই আলোকে দেখিলাম হাত খোলা পাইয়াই বামা কাপড়ের ভিতর হইতে কি একটা জিনিষ বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল। বামা কি খাইল? হয় ত বড় আশার পর সহসা একেবারে হতাশ্বাস হইয়া সে বিষ খাইল; কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বুঝিতে বিলম্বও হইল না, কারণ একটু পরেই 'আর বসিতে পারি না' বলিয়া সে বারান্দার উপর আছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে

পট।

লোকজন ও লালপাগড়ীতে ঘর ও বারান্দা পূর্ণ হইয়া গেল। দেখিলাম বসন্ত দিদি একপাশে দাঁড়াইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছেন; তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ। আমি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইব, এমন সময়ে সেই জনতা ভেদ করিয়া একজন ভদ্রলোক সেখানে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার দিকে চাহিতেই হর্ষ ও বিস্ময়ে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। আমার আত্ম-জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল, এতক্ষণে রমণীসুলভ লজ্জা আমার হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল, আমি অবনত মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

স্বামী মুগ্ধ, বাক্যহীন। সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট ইন্দ্র-জালের ন্যায় অসম্ভব ও অসংলগ্ন বোধ হইতেছিল, তাঁহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা গেল।

বামার স্বর নাসিকায় আসিয়াছিল। পুলিশের প্রশ্নে সে অতি কষ্টে, বিজড়িত স্বরে বলিল, "উঃ রক্ত, কত রক্ত গো, আমাকে বাঁচাও, খুন? আমি খুন করেছি, এই ছোরা দিয়ে বুড়ীকে খুন করেছি, খুব করেছি; অত টাকা খাবে নগেন; আর গোপাল, যার ধন, সে হবে পথের ভিকিরী?"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "গোপাল আমায় ভালবাসে, বুড়ীর তা সহ্য হতো না, কথায় কথায় বল্‌তো, ওরে ছাড়, নৈলে ওরে কিছু দেব না। কেমন দিবিনি তা দেখব, ঐই হাতে খুন করেছি, কেমন মজা—হা, হা!"

বামার মৃত্যুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন কালিমাপরিব্যাপ্ত মুখ বিকট হাস্যে ভীষণ আকার ধারণ করিল।

এতক্ষণ পরে স্বামীর মুখে কথা ফুটিল; তিনি বলিলেন, "গোপাল দাদাকে বিষয়ের অর্দ্ধাংশ দান করিবেন বলিয়া মামী মা আমাকে তাঁহার সন্ধানে এলাহাবাদে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, রাগ করিয়া তিনি গোপাল দাদাকে কিছুই দেন নাই। আমাদের তুজনের সাক্ষাতে নূতন করিয়া দান পত্র লিখিয়া দিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি তাঁহার অনুমতি ক্রমে সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেণেই এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছিলাম, এমন কি বৌদিদির ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি নাই।"

বামা স্বামীর সকল কথা স্তব্ধ ভাবে শুনিল, তাহার মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের পৈশাচিক হাস্য সুতীব্র যন্ত্রণাময় চীৎকারে পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার সেই নৈরাশ্যব্যঞ্জক মৃত্যুযন্ত্রণাভরা অনুতাপ বিজড়িত গভীর আর্ত্তনাদ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার মনে থাকিবে।

ডাক্তার ডাকিবার জন্য পূর্ব্বেই লোক ছুটিয়াছিল। ডাক্তার গৃহে প্রবেশ করিয়া একবার বামার নিষ্প্রভ, শুষ্ক, কালিমা-ব্যাপ্ত মুখের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণেই তাহার বিবর্ণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অন্তিম কাল উপস্থিত,

পট।

আর কোন আশা নাই।"—দেখিতে দেখিতে অভাগিনীর পাপ-জীবনের অবসান হইল।

* * * *

এক ঘণ্টা পরে থানা হইতে সংবাদ পাওয়া গেল, গোপালচন্দ্র একটা কুলির বেশে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিবার চেষ্টা করিতেছিল, পুলিশের লোকে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছে।

হঠাৎ ধৃত হওয়ায় এবং বামার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে মুহ্যমান হইয়া সে সকল কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল।

বামা পলাইবার উদ্যোগে ব্যাগের মধ্যে যে অলঙ্কার গুলি লইয়াছিল, তাহা দেখিয়া বসন্ত দিদিরও অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল; সকলে অনুমান করিল, নোট ও মোহর বাদে শুদ্ধ মণিমুক্তা ও হীরক খচিত অলঙ্কার গুলির মূল্য অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। বসন্ত দিদি বলিলেন যে, সে গুলির অস্তিত্বও তিনি অবগত ছিলেন না; কোলঙ্গার সেই গুপ্ত দেরাজের কথাও তিনি জানিতেন না;—পাছে কেহ সেই দেরাজের সন্ধান পায়, এই ভয়ে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বোধ হয় কাহাকেও এ কক্ষে প্রবেশ করিতে দিতেন না; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী বামার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। পরে জানিতে পারা গিয়াছে, এক সময়ে কাশীরাজের কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী কর্ত্রীর

নিকট এই সকল অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া গোপনে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন।

বামার সাহায্যকারী বলিয়া গোপালের বিরুদ্ধে সরকার হইতে মকর্দ্দমা রুজু হইল; বসন্ত দিদি তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করিলেন; অনেক কষ্টে গোপাল অব্যাহতি লাভ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে উইলের প্রবেট লওয়া হইলে স্বামী গোপালকে কর্ত্রীর অভিপ্রায়ানুযায়ী বিষয়ার্দ্ধ প্রদান করিবার জন্য তাঁহার বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না।

আর আমি! দরিদ্রের কন্যা, আশৈশব পরগৃহে প্রতিপালিতা, বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা অনাথা; আমি এখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী! কিন্তু এখনও সেই ভয়ানক দিনের নিদারুণ হত্যা রহস্যের কথা মনে হইলে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনে হয়, এই ভীরুপ্রকৃতি, অসহায়া বঙ্গ রমণী কিরূপে সেই সুকঠিন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও প্রিয়তমকে বিপদ ও কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল! পাঠক পাঠিকার নিকট এই বিস্ময়কর ঘটনা অসম্ভব বোধ হইতে পারে, কিন্তু প্রেম দুর্ব্বলকে সবল ও ক্ষুদ্রকে মহৎ করিয়া তুলে; ইহা হৃদয়ের মধ্যে দৈব বল প্রদান করে; অন্ধকারময় কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম জীবনপথ আলোকিত ও পুষ্প-

পট ।

সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়, এবং কৃষ্ণবর্ণ, আবর্ত্তসঙ্কুল উন্মত্ত মৃত্যু-স্রোতের ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় অমর মহিমায় চির বিরাজিত থাকে। প্রেমের জয় হউক !

জাল ডিটেক্‌টিভ

জাল ডিটেক্‌টিভ

১

চাকরীর উপর আজীবন কাল আমার ঘৃণা। বাবা বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া আমায় কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন; অনেক টাকা মূল্যে কয়েক খান মূল্যহীন সার্টিফিকেট ক্রয় করা গিয়াছিল; আমি বি, এ। বাবার ইচ্ছা আমি ডিপুটীমাজিষ্টরী পরীক্ষা দিয়া মফস্বলের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা হইয়া বসি। ডেপুটীগিরির সুখ আমার জানা ছিল; এক দিকে জেলার ম্যাজিষ্টর, অন্যদিকে সেসন জজ, এই দুই নৌকায় পা দিয়া অনেক ডেপুটীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে; শ্যাম ও কুল এ উভয়ই মধ্যে মধ্যে অরক্ষণীয় হয়। বি, এল পাশ করিয়া মুনসেফী লাভ হইতে পারে, কিন্তু আমার ততদূর উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছিল না; তদ্ভিন্ন বহুমূত্র রোগটিকে আমি অত্যন্ত ভয় করিতাম। খাটিতে খাটিতে যে মুন্সেফের বহুমূত্র না হয়, ঈশ্বর এই কলিযুগে তাঁহাকে নিশ্চয়ই মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু দিয়া পাঠাইয়াছেন। ওকালতির ঝঞ্ঝাট অনেক। আমি স্থির করিলাম, যাহাতে স্বাধীনতা আছে, সেই রকম কোন কাজে লিপ্ত হইব; "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—আমি লক্ষ্মী লাভের আশায় বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিলাম।

পট।

বাবা তখন খাণ্ডোয়ায় তুলার কারবার করিতেন। কারবারে বেশ লাভ ছিল। আমি খাণ্ডোয়া হইতে বোম্বে যাইতেছিলাম; বোম্বের প্রসিদ্ধ গুজরাটী বণিক মাণিকচাঁদ রতনচাঁদের সঙ্গে ভাগে সেখানে একটা 'এজেন্সি' খুলিবার সংকল্প ছিল।

ফাল্গুন মাসের রাত্রি। রাত্রি নটার পর মেলট্রেণে আমি একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেণ ধূম্র উৎগীরণ করিতে করিতে শত দীপ দীপ্ত বক্ষে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ছুটিয়া চলিল। একটু শ্রান্তি দূর হইলে আমি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটায় ঠেশ দিয়া সেই প্রভাতের একখানি প্রয়াগী সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম; এংগ্লোইণ্ডিয়ান মহাশয়েরা আমাদের নেটিভদের প্রতি যে একটু ঘৃণা মিশ্রিত ব্যঙ্গোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা উপেক্ষণীয় হইলেও, তাহার সহিত পরিচয় রাখা অকর্ত্তব্য নহে।

দেখিলাম, গাড়ীতে আর তুইজন আরোহী রহিয়াছেন, তুই জনই মারাঠা যুবক; একজনের পাগড়ীটা গদির উপর পড়িয়া আছে; মাথার চারিদিকে সমান করিয়া কামানো, টিকিটা গোচ্ছা করা মস্ত লম্বা, চীনেদের মত বেণী পাকানো নয়; বৃহৎ চন্দন চিহ্ন তখনও কপাল হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; গায়ে একটা লম্বা কোট। যুবক একবার মুখ তুলিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিলেন; নীল চসমার

সোণার ফ্রেম উজ্জ্বল গ্যাসালোকে ঝকমক করিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি পূর্ব্ববৎ বাহিরের ‘চন্দ্রমাশালিনী যা মধু যামিনীর’ দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর একজন যুবক সাহেবী পোষাক পরা; তিনি নিবিষ্টচিত্তে একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; বাঁশের সঙ্ক্ষিপ্ত সংস্করণের মত মোটা একটা বিকটাকার চুরুট জ্বলিয়া জ্বলিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণ পূর্ব্বক সাহেবের সংবাদ পত্রে মনঃসংযোগের পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

লোক দুজন আমার সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইল। আমি বাঙ্গালী মানুষ; গাড়ীতে নূতন লোক দেখিলেই ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলি, “মশায়ের কোথায় যাওয়া হবে?” নিবাস এবং বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা অনেক দিন ‘আউট অব ফ্যাসন’ হইয়া গিয়াছে; ‘এটিকেট্’ আইন জারি হইয়া নিবাস ও বাপের নাম প্রভৃতি অনেক শ্লীল জিনিস অশ্লীলের মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইউরোপে, যাহাদের গৃহ এবং পিতার নাম উভয়েরই অভাব আছে, তাহাদের কাছে এরূপ প্রশ্ন অত্যন্ত অশ্লীল কৌতূহল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা এখন সাহেব হইয়াছি!

সুতরাং আমি চুপ করিয়া কাগজই পড়িতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে, যে যুবকটি কাগজ পড়িতেছিলেন, তিনি তাঁহার কাগজ খানা হাতে লইয়া উঠিয়া আসিলেন; ইংরা-

পট।

জীতে বলিলেন, "মশায়, আমায় একস্‌কিউজ করিবেন; আপনার কাগজ খানা বোধ করি পড়া হইয়াছে; আমরা পরস্পর কাগজ বদলাইতে পারি কি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "অনায়াসে";—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার Bombay Herald নামক সংবাদ পত্র আমার হাতে আসিল, আমার প্রয়াগী-কাগজ লইয়া তিনি স্বস্থানে গিয়া বসিলেন।

কাগজখানা হাতে লইয়াই দেখিলাম এক কোণে একটা নীল পেন্সিল দিয়া ইংরাজীতে লেখা আছে "আমি বোম্বের এক-জন ডিটেক্টিভ; আমাদের অন্যসহযাত্রীটি বিটুলরাও থারে। আপনি জানেন, থারে কে? তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বোম্বে ওয়ারেণ্ট রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ইহাকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে; বরহাউপুরের 'রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে' এ সকল কথা হইবে।"

বিটুলরাও থারে! বোম্বের প্রসিদ্ধ জহরৎ ব্যবসায়ী সাপুরজী জাহাঙ্গীজির দোকান হইতে বিশ হাজার টাকা দামের একখানি হীরক যে চুরী করিয়াছে? চুরী, বাটপাড়ীতে বোম্বে অঞ্চলে সে সময় কেহই বিটুলরাওর সম-কক্ষ ছিল না। আমার সঙ্গেও কিছু টাকা কড়ি ছিল; ভাবিলাম, আচ্ছা বদমাইসের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠা গিয়াছে।

মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইল, কাগজে মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না।

দুই একবার বক্রদৃষ্টিতে বিটুলরাওর দিকে চাহিলাম। প্রায় একমাস হইতে সে সতর্ক পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ডিটেক্‌টিভ ঘুরিতেছে, হয়ত সে তাহার কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার চক্ষে চসমা, মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন ধরিতে পারিলাম না। সংবাদপত্রে তাহার কথা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল; এমন কি আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিনও Bombay Heraldএ তাহার সম্বন্ধে একটা প্যারা দেখিলাম; পুলিশের কর্ত্তব্য কার্য্যে শিথিলতা দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ট্রেণ ষ্টেসনে পঁহুছিল; পাঁচ-মিনিট এখানে গাড়ী থামিবে। এখানে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে না জানি কি দায়িত্বভার ঘাড়ে পড়িবে! আমি ভারি চঞ্চল হইলাম। গাড়ী প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইতেই, সেই Bombay Herald খানা পকেটে ফেলিয়া আমি ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলাম; অনতিবিলম্বে ডিটেক্‌টিভ মহাশয় আমার সঙ্গে যোগদান করিলেন।

ডিটেক্‌টিভ যুবক অতি নিম্ন স্বরে বলিলেন, "খুব সাব-ধান। যাহাতে আসামীর সন্দেহ হয়, এমন কোন ব্যবহার

পট।

করিবেন না। এখন পলাইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে। ভুসাওয়াল ষ্টেসনে বোধ হয় তাহার কোন বন্ধু আসিয়া জুটিবে; সে জব্বলপুর হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছে, খবর পাইয়াছি।"

"তাহা হইলে এখন কি করা কর্ত্তব্য?" আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

"বদমাইসের দল বৃদ্ধি হইবার আগেই তাহাকে আটক করা দরকার; ট্রেণে উঠিয়াই ইহাকে বাঁধিয়া বেঞ্চির নীচে ফেলিয়া রাখা যাইবে। তাহার পর ভুসাওয়ালে যদি তাহার কোন বন্ধু আসে, তাহার গতিবিধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যক হইলে তাহাকেও 'এরেষ্ট' করিবার ব্যবস্থা করিব। আমি জানি না, বামাল কাহার কাছে আছে। এই বামালের জন্যই আমাদের অধিক চেষ্টা।"—আমি বলিলাম "যদি এ গাড়ীতে অন্য প্যাসেঞ্জার উঠে, তাহা হইলে ত আমাদের কাজের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।"

ডিটেক্‌টিভ উত্তর দিলেন, "এ গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে না, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি। আর সময় নাই, আমি চামড়ার একটা ষ্ট্র্যাপ কিনিয়া লই, বাঁধিতে দরকার হইবে; লোকটা ভারি জওয়ান। দরকার হইলে সাহায্য করিবেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "অবশ্য"। ব্যাপারটা ক্রমে

রোমাণ্টিক হইয়া উঠিতেছিল; এ যে আস্ত একখান উপন্যাস!

ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। আমরা প্লাটফর্ম্মে বাহির হইয়া আসিলাম; গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ট্রেণ ভুসাওয়ালে ক'টার সময় পৌঁছিবে?"

গার্ড বলিল "বারোটা পাঁচ মিনিট।" বুঝিলাম নিশীথ রাত্রে, এই দ্রুতগামী মেল ট্রেণের মধ্যে উপন্যাসের আর এক পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

২

বিট্টলরাও প্লাটফর্ম্মে পাদচারণা করিতেছিল। ট্রেণ ছাড়িবার সময় গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিল। ডিটেক্‌টিভ ও আমি উভয়ে তাড়াতাড়ি একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। আমার বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল; এখনি একটা ছোটখাট যুদ্ধ ব্যাপার উপস্থিত হইবে। আমি ভাল করিয়া বিট্টলরাওর সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইলাম; জোয়ানটি বড় কম নয়। ডিটেক্‌টিভ লোকটা ক্ষীণকায়, আমিও তথৈবচ, দুজনে তাহাকে পারিয়া উঠা দুষ্কর।

ট্রেণ ছোটছোট গোটা দুই তিন ষ্টেসন পার হইয়া গেল। ডিটেক্‌টিভ এক মনে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; সহসা তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন; তাহার পর জানালার কাছে

পট।

আসিয়া একলম্ফে বিট্টলরাওর উপর পড়িলেন ; তাঁহার দুই হস্ত বিট্টলরাওর উভয় স্কন্ধে এবং তাঁহার জানুদ্বয় তাহার বক্ষের উপর চাপাইয়া দিলেন। বিট্টলরাও তাড়াতাড়ি তাহার দক্ষিণ হস্ত পকেটে ফেলিবে, এমন সময় ডিটেক্‌টিভ আমাকে বলিলেন—

"শিগ্‌গির আসুন, রাস্‌কেলের হাত দুখানা আটকাইয়া ফেলুন।"

আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃঢ়বলে তাহার উভয় হস্তের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিলাম। দেখিতে দেখিতে ডিটেক্‌টিভ মহাশয় পকেট হইতে আর একখান রুমাল বাহির করিয়া বিট্টলরাওর মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন, রুমালে অত্যন্ত উগ্র ক্লোরোফরমের গন্ধ। বিট্টলরাও প্রায় এক মিনিট কাল আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল ; তাহার পর ক্লোরোফর্ম্মে অভিভূত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল !

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে। আপনি ঠিক সময়ে আমাকে সাহায্য না করিলে নিশ্চয়ই ও পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইত। জানালা খুলুন, শীঘ্র খুলুন, নতুবা ক্লোরোফর্ম্মের গন্ধে আমরা আবার এখনি অজ্ঞান হইয়া পড়িব।"

তাই ত ; আমার মাথাটাও ঘুরিয়া উঠিয়াছিল ; উৎসাহ ও উত্তেজনায় এতক্ষণ এ কথা মনেই ছিল না। আমি এক

লক্ষে গাড়ীর জানালা দরজা খুলিয়া দিলাম। গাড়ীর মধ্যে নৈশ বায়ুর অবাধ প্রবাহ আরম্ভ হইল।

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, চিরদিন তাহা মনে থাকিবে; আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট আপনার এই সহায়তার উল্লেখ করিতে পারি।"

আমি আমার নাম বলিয়া বলিলাম, "যদি আপনার কিছু কাজ করিয়া থাকি, সে কথা লইয়া আন্দোলন না করাই আমার কাছে ভাল বোধ হয়।"

ডিটেক্‌টিভ অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন; বলিলেন, "আমাদের তস্কর বন্ধুকে আর এ ভাবে এখানে ফেলিয়া রাখা সঙ্গত নয়; আসুন ধরাধরি করিয়া ইহাকে বেঞ্চির পাশে নামাইয়া রাখা যাক্।"

বিট্টলরাও তখনো অজ্ঞান; তাহাকে নীচে নামাইয়া ফেলিলাম; ডিটেক্‌টিভ তাঁহার কালো ব্যাগটা তাহার মাথার নীচে বালিসের মত স্থাপন করিলেন। গাড়ীর বাহির হইতে যাহাতে সহসা কাহারো তাহার প্রতি নজর না পড়ে, এজন্য একখানা কম্বল টাঙ্গাইয়া তাহাকে আমরা আড়াল করিয়া রাখিলাম।

আমি বলিলাম "চেতনা পাইলেই রাস্‌কেল চেঁচাইতে আরম্ভ করিবে।" ডিটেক্‌টিভ হাসিয়া বলিলেন, "তাহারও

পট।

ব্যবস্থা হইবে, আমি উহার মুখ বাঁধিয়া দিতেছি। আপনার কোন ভয় নাই।"

রাত্রি বারটার পর ট্রেণ ভুসাওয়াল ষ্টেসনে পৌঁছিল। দেখিলাম প্ল্যাটফর্ম্মে সকলের আগে একজন মধ্যবয়স্ক মারাঠা পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে; ভারি জোয়ান, গালপাট্টা, চোখ দুটো গোলাকার, ছুটী ভাঁটার মত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, সোনালী আঁচলাটা ষ্টেসনের তীব্র আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

চক্ষুর নিমিষে আমার দিকে চাহিয়া ডিটেক্‌টিভ মহাশয় বলিলেন, "এ সেই, বিট্টলরাও যাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। আপনি গাড়ীর মধ্যে কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি এ কামরা গার্ডকে বলিয়া রিজার্ভ করিয়া লইতেছি; এ লোকটা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এরূপ আমার ইচ্ছা নয়।"

ডিটেক্‌টিভ নামিয়া গেলেন। চোরের সঙ্গে একাকী গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। তাহার মুখটি বাঁধা বটে, কিন্তু যে রকম টানিয়া টানিয়া সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাতে তাহার শীঘ্রই চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। মনটা ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল; আমি ডিটেক্‌টিভকে দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িলাম; গার্ডের গাড়ীর কাছে গিয়া তাঁহাকে পাইলাম না; এদিক ওদিক চারিদিক খুঁজিলাম,

লোকটার কোন খোজ পাইলাম না। ঠং ঠং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড বাঁশিতে ফু দিল; আমি দ্রুত-বেগে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ দেখি নাই, সেই জম-কালো পাগড়ীওয়ালা জেয়ান লোকটা এই গাড়ীতেই উঠিয়া-ছিল। কি সর্ব্বনাশ! সে এক লম্ফে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; আমার মুখের উপর একটা পাঁচনলা পিস্তল উচু করিয়া ধরিয়া বলিল, "স্থিরভাবে বসিয়া থাক, নড়িয়াছ কি মরিয়াছ।"

আমার ডিটেক্‌টিভ বন্ধু গাড়ীতে নাই; আমি নিরস্ত্র একা, সম্মুখে এই দুর্জ্জয় জোয়ান সশস্ত্র, পাশে অর্দ্ধ চেতন বিট্টলরাও। মেলট্রেণ নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বুঝি-লাম আর রক্ষা নাই; সমস্ত গাড়ীখানা আমার চক্ষুর উপর ঘুরিতে লাগিল; নত মস্তকে মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মুক্তিলাভ অসম্ভব। তুলার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া কেহ এ পর্য্যন্ত বোধ করি এমন বিপদে পড়ে নাই। বিধাতার বিড়ম্বনা।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া আগন্তুক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "বৃথা চিন্তা; নিজে যে ফাঁদ পাতিয়াছ, তাহারই মধ্যে পা পড়িয়াছে। এখন আমি যাহা বলি শুন, অন্যথা করিলে মাথার খুলি এক গুলিতে উড়াইয়া দিব। আমার বন্ধুর

পট।

মাথার দিকটা ধর, তাহাকে উপরে তুলিতে হইবে। পলায়নের চেষ্টা করিও না।"

আমি জড়ের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিলাম। বিট্টলরাওর চৈতন্যোদয় হইল; সে শুইয়া শুইয়া দুই হাতে চক্ষু মুছিতে লাগিল। আগন্তুক বলিল, "কেমন আপাজি, বেশ সুস্থ হইয়াছ ত?"

আপাজি কি বিট্টলরাওর আর এক নাম? আপাজি উত্তর করিল, "কে ভাস্কর? তুমি আসিয়াছ, বদমোয়েসেরা কি ভাগিয়াছে?"

"না একজন জালে পড়িয়াছে, আর একজন সরিয়াছে।"

আপাজি উঠিয়া বসিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপে পলাইল? পলাইবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে অনেক আগে লোকজন সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলাম।"

ভাস্কর বলিল, "আমি প্রথমে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম; সহজেই বুঝিয়াছিলাম, বদ্‌মাস বিট্টলরাও তোমার উপর কোন রকম কৌশল খাটাইয়াছে! শেষে আমি যখন এই গাড়ীতে উঠিয়া তোমার অবস্থা দেখিলাম, তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে আসামী কিরূপে সরিয়া পড়িল বুঝিলাম না; তাহার সঙ্গী গাড়ী ছাড়িবার সময় আসিয়া আপনি ধরা দিয়াছে।"

আমার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। আপাজি কি বিট্টলরাও নহে? ইহাদের কথার কোন মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম; বুঝিলাম ভিতরে একটা ভয়ানক রহস্য লুকান রহিয়াছে।

কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। আমি আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়, আমি বুঝিতেছি; আমি কি একটা বিষম ভুল করিয়া বসিয়াছি। আপনারা কে?"

ভাস্কর বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমরা যে হই, সে খোঁজে আবশ্যক? তোমার ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। তোমার নাম কি?"

অন্য সময় হইলে হয় ত এরূপ অভদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। কিন্তু তখন এ অপমানও পকেটস্থ করাই সঙ্গত বোধ হইল। আমি নাম ও নিজের ব্যবসায়ের পরিচয় দিলাম।

ভাস্কর বলিল, "ও ত গেল নকল পরিচয়, আসল পরিচয় দাও। দেখিতেছি ত বাঙ্গালী, বিট্টলরাওর সঙ্গে কতদিন যুটিয়াছ? অনেক বাঙ্গালী আমাদের এ অঞ্চলে আসিয়া কেবল নিজের মুখে কালি লেপিয়া বেড়ায়, তুমিও তাহাদের একজন। চোরা মাল কোথায়?"

এবার আমার বড় রাগ হইল; বলিলাম, "তোমাদের এই রকম অভদ্র আচরণের প্রতিশোধ দিতে হইলে জুতা

পট।

মারিয়া গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। ভদ্র লোকের কাছে চোরা মালের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই লজ্জা হইয়া থাকে।”

আপাজি বলিল, “ভদ্রলোককে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ফেলিতে ভদ্রলোকের লজ্জা হয় না?”— আপাজির স্বর গম্ভীর।

আমি বলিলাম, “সে ক্লোরোফর্ম্ম আমি দিই নাই, ডিটেক্‌টিভ দিয়াছিল। বদ্‌মাসকে বাঁধিবার জন্য আমি তাহার সাহায্য করিয়াছিলাম মাত্র; আমার বিশ্বাস প্রত্যেক ভদ্র-লোকেই এরূপ কাজ করিতেন।”

“ডিটেক্‌টিভ? কোন্ ডিটেক্‌টিভ?”

“আমার সহযাত্রী বন্ধু, যিনি জব্বলপুর হইতে আসিতে-ছিলেন।”

আমি বলিলাম “হাঁ, তুমি যাহাকে আপাজি বলিতেছ, ডিটেক্‌টিভ আমাকে বলিয়াছে সে স্বয়ং বিট্ঠলরাও; তাহাকে বাঁধিবার জন্য ডিটেক্‌টিভ আমার সাহায্য লইয়াছিল; এখন তাহাকে পলাইতে দেখিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ হই-তেছে।”

আপাজি বলিল “জাল ডিটেক্‌টিভ! সে নিজেই বিট্ঠল-রাও। আমি তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য তাহার সঙ্গ লইয়াছি; চোরা মাল তাহার সঙ্গে আছে জানি। পথের মধ্যে একা গোল-

যোগ করিলে তাহা হাতছাড়া হইতে পারে বলিয়া আমি ভাস্করকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে তোমার প্রিয় বন্ধু বোধ করি তাহা বুঝিয়া এই রকম করিয়া আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে এখন প্রমাণ করিতে হইবে তুমি প্রকৃত তুলার ব্যবসায়ী, জাল ডিটেক্‌টিভের সহচর নহ।”

জাল ডিটেক্‌টিভের স্বহস্তে নোট করা সেই Bombay Herald তখনও আমার পকেটে ছিল; আমি তাহা বাহির করিয়া আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সেই নোট দেখাইলাম।

আপাজি বলিল, “এ যথেষ্ট প্রমাণ নহে; তোমার নির্দ্দোষিতার সন্তোষজনক প্রমাণ না দেখাইলে অব্যাহতি লাভের আশা নাই। তোমার ব্যাগ খোল।”

আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলিতে গেলাম। উঠিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়া তুলিয়াই আমি তাহা নীচে ফেলিয়া দিলাম—আমি বসিয়া পড়িলাম!

আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার ব্যাগটা জাল ডিটেক্‌টিভ হাতে করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর যে পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল!

আপাজি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, “একবার প্রতারণা করিয়াছ, দ্বিতীয় বার আমাদের চোখে ধূলি দেওয়া অসম্ভব।”

পর্ট।

আমি বলিলাম, "এ ব্যাগ আমার নহে, জাল ডিটেক্‌-টিভের। আমার ব্যাগটা সে কখন লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে দেখি নাই; আমার পাঁচ হাজার টাকা গিয়াছে।"

আপাজি বলিল "এ বিট্টলরাওর ব্যাগ!—দেখি" - সে তৎক্ষণাৎ একটা রিং সন্নিবদ্ধ এক তাড়া চাবি বাহির করিয়া তাহার একটা দিয়া ব্যাগ খুলিয়া ফেলিল। কতকগুলি কাগজ পত্র উল্‌টাইতেই সেই চোরা হীরকখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে গ্যাসালোকরশ্মি নিপতিত হইয়া আমার ভীতিবিস্ময়সমাকুল চক্ষে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

ব্যাগ বদলানটা বিট্টলরাওর জ্ঞাতসারে, কি অজ্ঞাতসারে হইয়াছে আমি বুঝিতে পারিলাম না। বোম্বে আসিলে আমাকে লইয়া পুলিসে একবার টানাটানি করিয়াছিল। সহজেই আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইল; বিচারক আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অশেষ দোষারোপ করিয়া আমায় মুক্তিদান করিলেন।

তাহার পর বিট্টলরাওর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যথাসময়ে সাপুরজী সাহাঙ্গীরজী তাঁহার হীরক ফিরিয়া পাইলেন। পাঁচ হাজার টাকা খোয়াইয়া আমার কেবল কাদা মাথাই সার হইল।

গল্প লেখার বিড়ম্বনা

গল্প লেখার বিড়ম্বনা

১

কুলধর্ম্মে বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইলেও কালধর্ম্মে আমার দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহিত্য-চর্চ্চা হইয়া থাকে। অনেক দিন হইতেই আমার এক আধটু গল্প লেখার সখ আছে, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে বড় একটা সময় করিয়া উঠিতে পারি না। ব্যবসায় উপলক্ষে আমাকে প্রায়ই দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। রেল পথের সুদীর্ঘ সময় আর কিছুতেই কাটে না, তাই কিছু লিখিয়া বা পড়িয়া আমি সেই সময়টা কাজে লাগাইয়া লই। কিছু দিন পূর্ব্বে এক বার কার্য্যোপলক্ষে আমি কুষ্টিয়া হইতে কলিকাতা যাইতেছিলাম; পথে একটা ষ্টেসন হইতে এক খানা বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কিনিয়া লইলাম; সেই কাগজ খানা পড়িতে পড়িতে একটা বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়িল। সে বিজ্ঞাপনটির সার মর্ম্ম এই :—অভিনব ভাবপূর্ণ কোন গল্প বা প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে, যদি সেই প্রবন্ধ মনোনীত হয় তাহা হইলে লেখককে পনর টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। খবরের কাগজ পড়া শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল; হাতে আর কোন কাজ নাই, মিক্সড্ ট্রেণ ছোট খাট প্রত্যেক ষ্টেসনের সহিত প্রেমালাপ করিবার জন্য থামিয়া থামিয়া

পট।

গজেন্দ্র গমনে চলিয়াছে; সঙ্গে কোন বহি নাই যে বাকি সময়-টুকু পড়িয়া কাটাই; ভারি বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। শেষে সংবাদ পত্রের সেই বিজ্ঞাপনের কথাটা মনে পড়িয়া গেল; ভাবিলাম, চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া ঐ কাগজ খানার জন্য একটা গল্প লিখি না কেন? পঞ্চদশ মুদ্রা অবহেলা করিবার সামগ্রী নহে স্বীকার করি, কিন্তু ঠিক যে ঐ পঞ্চদশ খণ্ড রজত চক্রের প্রলোভনেই এই আয়াসসাধ্য কার্য্যের জন্য কল্পনাদেবীর শরণ গ্রহণ করিলাম, তাহা নহে। বঙ্গদেশে সাহিত্যসেবার সহিত অর্থোপার্জ্জনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলে, বাগ্দেবীর কোন কোন সেবককে লক্ষপতি দেখিতে পাইতাম; এ দেশে সাহিত্যসেবায় হৃদয়ের পরিতৃপ্তি ভিন্ন অন্য কোন আর্থিক লাভ নাই।

যাহা হউক কয়েক মাইল যাইতে যাইতেই একটা গল্প লিখিবার বিষয় ঠিক করিয়া লইলাম, বুঝিলাম গল্পটি নূতন ধরণেরই হইবে। ভারি আনন্দ বোধ করিলাম; এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পোর্টম্যাণ্টো হইতে এক তাড়া-সাদা কাগজ বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম; 'সোয়ান ফাউণ্টেন পেন' কাগজের উপর অশ্রান্ত গতিতে চলিতে লাগিল।

লেখা প্রায় শেষ হইলে দেখিলাম পশ্চিমাকাশের সীমান্ত রেখার অন্তরালে সূর্য্য দেব অন্তর্ধান করিয়াছেন, এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া

ফেলিতেছে; আমি কাগজগুলি গুছাইয়া কোটের পকেটে ফেলিয়া গাড়ীর জানালায় মুখ বাহির করিয়া বসিলাম। সুন্দর সন্ধ্যা, বহুদূর বিস্তৃত শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ; দূরে দূরে অন্ধকার বেষ্টিত বাঁশবন ও উন্নত অশ্বত্থ তরু; রেল পথের উভয় পার্শ্বে সুদীর্ঘ তৃণশীর্ষের উপর সান্ধ্যসমীরণের সুমন্দ তরঙ্গ;—এই সকল সুন্দর দৃশ্যের উপর চক্ষু স্থাপন করিয়া আমার গল্পের কথা চিন্তা করিতে করিতে স্থান কাল সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। সহসা শত শত লোকের সমাগমে, চতুর্দ্দি-কের বিবিধ শব্দে ও উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে আমার চেতনা সঞ্চার হইল; দেখিলাম শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিয়াছি; অবিলম্বে গ্যাসালোকিত প্লাটফরমে নামিয়া পড়িলাম। আমার সঙ্গে একটা পোর্টম্যাণ্টো ভিন্ন অন্য কোন জিনিষ ছিল না; ষ্টেসনের এক পরিচিত কর্ম্মচারীর আফিসে সেটা রাখিয়া আমি অল্প ভাড়ায় একখান গাড়ীর সন্ধানে ষ্টেসনের বাহিরে আসিলাম। ভবানীপুরে আমার একজন আত্মীয় থাকেন, কলিকাতায় আসিয়া আমি তাঁহার বাড়ী-তেই গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করি; কিন্তু এবার একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কলিকাতায় রওনা হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কোন সংবাদ পাঠান হয় নাই; তাই মনে হইল, ভবানীপুরে পঁহুছিতে ত অনেক খানি রাত্রি হইবে; এ অসময়ে হঠাৎ ভদ্রলোককে অসুবিধায় ফেলা হয় ত সঙ্গত

পট।

হইবে না। আবার ভাবিলাম, এখন আর কোথায় গিয়াই বা উঠিব? চলিতে চলিতে রাস্তার ধারে খুব বড় একখান সাইন বোর্ড চোখে পড়িল; মোটা মোটা সাদা অক্ষরে তাহাতে লেখা আছে, "প্রবাসাশ্রম।" ভাবিলাম এটা নিশ্চয়ই একটা হিন্দু হোটেল হইবে; তাহা হইলে রাত্রিটা এখানে থাকিয়া সকালে আত্মীয়ের বাড়ী যাইলে মন্দ হয় না। আমি হোটেলে প্রবেশ করিলাম; সম্মুখেই একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান বসিয়াছিল, সে বোধ হয় শিকারেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিবামাত্র সযত্নে উপরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। হোটেলের স্বত্বাধিকারী মুখুয্যে মশায় উপরেই ছিলেন; আমাকে দেখিবামাত্র চির পরিচিতের ন্যায়, "আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক" ইত্যাদি স্বাগত সম্ভাষণের দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন; লোকটি পাকা ব্যবসাদার, মুখও তদনুরূপ মিষ্ট। বিশেষ শিষ্টাচারের সহিত তিনি আমাকে তাঁহার হোটেলের বিভিন্ন কক্ষ দেখাইলেন; দেখিলাম ঘর গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোন প্রকার অসুবিধার সম্ভাবনাও দেখিলাম না; জানিতে পারিলাম আহারাদির ব্যয় ও বাসা ভাড়া অতিরিক্ত নহে। আমি একটা ঘর ঠিক করিয়া লইলাম।

মুখুয্যে মহাশয় ভারি সতর্ক ব্যক্তি। আমার সঙ্গে কোন জিনিষ পত্র নাই, অথচ আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি,

শুনিয়া তাঁহার মনে বোধ করি একটু সন্দেহের উদ্রেক হইল; তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের সঙ্গে কোন জিনিষ পত্র দেখ্‌চিনে, শুধু হাতেই কি আসা হয়েছে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার সঙ্গে একটা পোর্টম্যাণ্টো আছে; কোথায় উঠি, তার ত কিছু স্থিরতা ছিল না, তাই সেটা আমার একজন পরিচিত লোকের জিম্বায় ষ্টেসনের আফিস ঘরে রেখে এসেছি, সুবিধা মত আনাইয়া লইলেই চলিবে। সে যাক্‌, মশায়ের কি চা খাওয়ার কোন সরঞ্জাম আছে, সন্ধ্যার সময় আমি একটু চা খাইয়া থাকি।"

মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, সরঞ্জাম সবই আছে। হোটেলে পাঁচজন ভদ্রলোক আসেন, চায়ের সরঞ্জাম না রাখ্‌লে কি চলে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি ঝিকে চা তৈয়েরী ক'রে দিতে বল্‌ছি।"—মুখুয্যে মহাশয় উঠিয়া গেলেন।

আমার মাথার মধ্যে তখনও সেই গল্পটা জাগিতেছিল। যতদূর লিখিয়াছি, কি রকম হইয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিবার জন্য কোটের পকেট হইতে কাগজের তাড়াটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া পড়িতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মুখুয্যে মহাশয় পুনর্ব্বার আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সবিনয়ে বলিলেন, "মশায়ের নামটি জান্‌তে পারি কি?"

পট।

আমার মাথায় কি যেন এক খেয়াল চাপিল; আমার গল্পের নায়কের নামটা নিজের নাম বলিয়া ব্যবহার করিলাম; একটু হাসিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "আমার নাম ধনঞ্জয় দত্ত।"

তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এই নভেলী ছদ্ম-নাম ধারণ করিয়া আমাকে এক ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে।

রাত্রি অধিক হয় নাই; চা খাইয়া আমি নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম। সন্ধ্যার পর গঙ্গাতীর আমার কাছে বড় সুন্দর বোধ হয়; নগরের আর কোন অংশে বেড়াইয়া আমি তেমন্ আনন্দ পাই না। ঘুরিতে ঘুরিতে নদী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; সেখানে একজন পরিচিত ভদ্র লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর জাহাজ আরোহী লইয়া সপ্তাহে দুই বার উড়িষ্যা যায়। আমি এ পর্য্যন্ত কোন দিন সমুদ্রে যাই নাই; একবার ডায়মণ্ড হারবারে গিয়াছিলাম; সেখানে গঙ্গার দৃশ্য কি মনোহর! সমীরণ সংস্পর্শে সুদূর বিস্তৃত বারিরাশির কি সুন্দর নৃত্য! বহু দূরে যেখানে আকাশ ও সাগর পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়াছে প্রাতঃ সূর্য্যের উদয়ে সে স্থান কি রমণীয় শোভা ধারণ করে! কবি নই, কবির বর্ণনা-শক্তি লাভ করি নাই, কিন্তু এই মনোহর শোভা সন্দর্শনের প্রবৃত্তি বহুদিন হইতে আমার হৃদয় চুম্বকের ন্যায় সমুদ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। ভাবিলাম

কয়েক দিন ত হাতে বিশেষ কোন কাজ নাই, এই সুযোগে মঙ্গলবারের জাহাজে একবার চাঁদবালী গিয়া সমুদ্র দেখিয়া আসিব। হোটেলের বন্দোবস্তে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম, তাই স্থির করিলাম, এ কয়দিনের জন্য আর আত্মীয়ের বাড়ী না গিয়া হোটেলেই থাকিব।

হাতে যে এক আধটু কাজ ছিল, তাহা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিলাম। গল্পটী পূর্ব্বোক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার জন্য কয়েক খানা ডাকের কাগজে তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিলাম।

মঙ্গলবার আসিল। আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। উপস্থিত কাজ কর্ম্ম পূর্ব্বেই শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর আফিসে আসিয়া শুনিলাম রাত্রি প্রায় নয়টার সময় যাত্রীগণকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য এক খান নৌকা ছাড়া হইবে; জাহাজ জেঠি হইতে অনেক দূরে নঙ্গর করিয়া থাকে, নৌকা ভিন্ন তাহাতে উঠিবার উপায় নাই। নটা বাজিবার অনেক বিলম্ব আছে দেখিয়া আমি ধীরে ধীরে ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হইলাম। সেখানে বিদ্যুতালোক উদ্ভাসিত এক শ্যামলকুঞ্জে একখানি কাষ্ঠাসনে দেহভার ন্যস্ত করিয়া মুগ্ধনেত্রে চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। অদূরে ব্যাণ্ড বাজিতেছে; সম্মুখে একটা কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে অনর্গল জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া মুক্তা বিন্দুর ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া

পট।

পড়িতেছে; অদূরে লোহিত পরিচ্ছদ পরিহিত গোরার দল বেত্র হস্তে, মাথার টুপি হেলাইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ আমার মনে পড়িল, একটা কাজ ত বড় ভুল হইয়া গিয়াছে; মুখুয্যে মহাশয়কে আমার চাঁদবালি যাওয়ার সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই; বিশেষতঃ আমার সেই গল্পটা লিখিয়া হোটেলেই ফেলিয়া আসিয়াছি,—টেবিলের উপর তাহা খোলা পড়িয়া থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম সময় প্রায় আটটা। তখনই একখান গাড়ী ভাড়া করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম; টেবিলের উপর কাগজ পত্র গুলি বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান ছিল, সেগুলি তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া পকেটে পুরিলাম। তাহার পর মুখুয্যে মহাশয়ের খোঁজ করিলাম; শুনিলাম তিনি বাহিরে গিয়াছেন; তাঁহার অপেক্ষায় ত আর বিলম্ব করা যায় না। হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসিব, বহির্দ্বারে মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে বলিলাম, "চাঁদবালী যাইতেছি, দুই চারি দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব; এখন বিদায় হইলাম।" মুখুয্যেকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। নদী তীরে পঁহুছিয়া দেখি ষ্টীমারের নৌকা ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই; তাড়াতাড়ি সেই নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। 'সিগল' জাহাজের একটি উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ কক্ষে আমার

স্থান হইল। সমস্ত দিন বড় পরিশ্রম হইয়াছিল, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২

অতি প্রত্যুষে শত শত ষ্টীমারের বংশীধ্বনিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উষার কনক কান্তি পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল। কৃষ্ণ ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে দ্রুতগামী সুন্দর ষ্টীমারখানি দক্ষিণ মুখে সশব্দে ছুটিয়া চলিল; কলিকাতা ক্রমেই দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং তাহার উন্নতশীর্ষ সৌধরাজী ও শত শত কলের সুদীর্ঘ চিমনির অগ্রভাগ মুক্ত প্রভাতালোকে চিত্রবৎ চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

তাড়াতাড়িতে পূর্ব্ব দিন কোন কাজ ভুল করিয়া আসিয়াছি কি না, একখানি চেয়ারে বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মনে পড়িল একটা কাজ বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে; মুখুয্যে মহাশয়কে ত আমার কলিকাতা ত্যাগের সংবাদ দিয়াছি—কিন্তু তাঁহার প্রাপ্যের মধ্যে এক পয়সাও দিয়া আসি নাই। ভদ্র লোক একেই সে দিন আমার উপর অবিশ্বাসের ভাব দেখাইতেছিলেন; এই ব্যাপারের পর আর আমার প্রতি তাঁহার কি কিছু মাত্র বিশ্বাস থাকিবে? কিন্তু এখন ভাবিয়া আর কোন ফল নাই, ঠিক করিলাম কলিকাতায় ফিরিয়াই তাঁহার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিব।

পট।

বৃহস্পতিবার বেলা এগারটার সময় আমরা চাঁদবালী নামিলাম। এখান হইতে একটা ষ্টীমার যাত্রী লইয়া কটক যায়। যাহারা কটক বা পুরী যাইবে বলিয়া আসিয়াছে,তাহারা কটক ষ্টীমারে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আমার কটক যাইবার আবশ্যক ছিল না, সুতরাং একটা হোটেলের সন্ধানে বাহির হইলাম। অল্প চেষ্টাতেই একটা হোটেল মিলিল, সেখানে আড্ডা লওয়া গেল। একটু বেলা পড়িলে ভ্রমণে বাহির হইলাম। এখানে দেখিবার বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি অনেক দূর ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিলাম। একটি কক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে হোটেলের এক জন উড়িয়া চাকর আসিয়া আমাকে বলিল, "বাবুজি দুই জন বঙ্গাড়ি আয়াছন্তি, আপনক সাত দেখা কড়িবে।" —আমি অবশ্য তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিতে বলিলাম, কিন্তু চাকরটার কথায় আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমি নূতন এখানে আসিয়াছি, কাহারও সহিত আলাপ নাই; আমার পরিচিত কোন ব্যক্তিই বা যদি এখানে থাকেন তাহা হইলেও তিনি যে আমার এখানে আসিবার সংবাদ পাইয়াছেন তাহা বিশ্বাস হইল না। তবে এ দুজন "বঙ্গাড়ি" কে? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দুই জন গৌরবর্ণ বাঙ্গালী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এক জনের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, অপর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত

অল্পবয়স্ক—দুই জনই আমার অপরিচিত; ইতিপূর্ব্বে কখন তাঁহাদের দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হইল না। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলাম। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটি আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"আপনিই বোধ করি ধনঞ্জয় দত্ত!"

তাঁহাদিগকে বসিতে বলিব কি, আমিই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম, কিন্তু সহসা আমার গল্পের কথা মনে পড়িল; আমি উত্তর করিলাম "আজ্ঞে হাঁ, কোন স্থানে আমি এই নামেই পরিচিত বটে; কিন্তু আমার কাছে আপনাদের কি আবশ্যক জানিতে ইচ্ছা করি।"

কোন উত্তর না দিয়া তিনি আমার হাতে একখানি কার্ড দিলেন, দেখিলাম তাহাতে ইংরাজী অক্ষরে ছাপা আছে—

"আর, ব্যানার্জ্জি,

ডিটেক্‌টিভ ইনেস্‌পেক্টর, বালেশ্বর।"

বালেশ্বরের ডিটেক্টিভ ইনেস্‌পেক্টর চাঁদবালীতে সন্ধ্যার সময়ে এক জন প্রবাসী অপরিচিত ভদ্র লোকের সহিত অনাহূত ভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অধিকতর বিস্ময়ভরে বলিলাম, "আপনারা কে তাহা বুঝিলাম, কিন্তু আপনারা

পট।

আমার কাছে কি দরকারে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

উত্তর পাইলাম, "আপনি যে এ কথা বলিবেন তাহা অনেক আগেই জানি; কিন্তু আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা কিছু কঠিন।"—আগন্তুকের এই স্পর্দ্ধাপূর্ণ উত্তরে আমার বড় বিরক্তি বোধ হইল; আমি ঈষৎ বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—

ব্যাপার কি, খুলিয়া বলিতে বাধা আছে কি?

উত্তর—"কিছু না; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আপনাকে দুই একটি প্রশ্ন করিব; আপনি বোধ হয় তাহার উত্তর দিতে আপত্তি করিবেন না?"

লোকটার কথা রহস্যময়; বিরক্তির সঙ্গে আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইতেছিল। আমি বলিলাম, "আপনার প্রশ্ন না শুনিয়া আমি এ কথার উত্তর দিতে পারি না; কোন অসঙ্গত প্রশ্ন না হইলে আমি আপনার কৌতূহল নিবারণ করিতে পারি; তবে এ কথা নিশ্চয় যে, আপনারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী রূপে আমার নিকট উপস্থিত না হইয়া যদি আজ এই প্রকার অভদ্র কৌতুহল প্রকাশ করিতেন,তাহা হইলে আমি আপনাদিগের ধৃষ্টতার প্রতিফল দিতাম।"

প্রশ্ন হইল—"আপনি স্বীকার করিতেছেন আপনার নাম ধনঞ্জয় দত্ত।"

আমি বলিলাম, "ঠিক তাহা নয়, তবে আমার মনে হয় কোথাও আমি এই নাম ব্যবহার করিয়াছিলাম।"

প্রশ্ন—"মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আপনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম—"হুঁ।"

প্রশ্ন—"কলিকাতায় আপনি শিবু মুখুয্যের 'প্রবাসাশ্রম' নামক হোটেলে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন?"

আমি—"ছিলাম।"

প্রশ্ন হইল—"হোটেলওয়ালার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম,—"না, আমি ফিরিয়া গিয়া—"

আমার কথায় বাধা দিয়া ডিটেক্‌টিভ ও ইনেস্‌পেক্টর বলিলেন, "বস্; আমার আর কোন কথা শুনিবার আবশ্যক নাই, আমরা আপনারই অনুসন্ধান করিতেছি। আপনি এখন যে কথা বলিবেন তাহা সাবধান হইয়া বলিবেন, কারণ আপনার কথাই আমরা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিব।"

আমার ধৈর্য্যের বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। ক্রোধ ও ঘৃণাভরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "কি মিথ্যা প্রলাপ বকিতেছেন? হোটেলের দেনা চুকাইয়া দিতে দুদিন বিলম্ব হইলে যে ডিটেক্‌টিভের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, এ জ্ঞান

পট।

আমার ছিল না। খুব একটা মস্ত ডিটেক্‌সনে বাহির হইয়াছেন ত ?"

পূর্ব্বোক্ত ভদ্র লোকটি শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "হোটেলওয়ালাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য আমরা আপনার সন্ধানে বাহির হই নাই; মনের অগোচর পাপ নাই, সুতরাং আপনার অপরাধ কি তাহা আপনি জানেন; তথাপি আপনি নিরপরাধীর মত তেজ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণ অনর্থক। যাহাহউক, আপনার অপরাধ কি, তাহা না হয় আমরাই প্রকাশ করিয়া বলি। আপনার অপরাধ এই যে, আপনি চোর এবং হত্যাকারী, সেইজন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়াছি। আপনি যে চোর এবং হত্যাকারী তাহার প্রমাণ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় সাধুতার ভাণ না করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন, এখনি আপনাকে থানায় যাইতে হইবে। এই দেখুন আপনার গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট।"—ইনেস্‌পেক্টর পকেট হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন; ধনঞ্জয় [illegible] নামে ওয়ারেণ্ট!

আমাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া ইনেস্‌পেক্টর বলিলেন, "আপনি যদি সহজে না আসেন, তাহা হইলে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বাধ্য করিব। হর-দয়াল সিং!"

কনেষ্টবলের পোষাক আঁটা এক বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভাবিয়া দেখিলাম আপত্তি করা নিষ্ফল। ইহারা সরকারের ভৃত্য, হুকুম তামিলই ইহাদের কাজ; আমি নিজের নাম ধনঞ্জয় দত্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি, তাহার নামেই ওয়ারেণ্ট আছে; আমি যতই কেন ইহাদের ভ্রম প্রদর্শনের চেষ্টা করি, আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না; সুতরাং থানায় যাওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম। গাড়ী প্রস্তুত ছিল, আমরা তিন জন গাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, হরদয়াল সিং দাড়ীর নিশান উড়াইয়া কপিধ্বজ হইয়া চলিল।

চলিতে চলিতে নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। ব্যাপার খানা কি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? অকারণে যে এমন একটা বিপদে পড়িব, এ কথা কখন কল্পনাও করি নাই; নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে; সে রহস্য ভেদ করিব কি রূপে? আমার স্বদেশে এমন লোক কেহ আছেন কি না জানি না, যিনি আমার চরিত্রে কোন দোষের আরোপ করিতে পারেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সহসা ডিটেক্‌টিভের কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। গাড়ী থামিল, ইনেস্‌পেক্টর নামিয়া আমাকে নামিতে বলিলেন; পাহারাওয়ালা আমাকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গেল। এইটি থানা। এখানে আমার

পট।

মোটামুটি এজাহার লওয়া শেষ হইলে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার-ময় প্রকোষ্ঠে আমার নিশাযাপনের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মর্ম্মান্তিক ক্রোধ, বিরক্তি, উদ্বেগ ও বিস্ময়ের সহিত অগত্যা আমি হাজতবাসে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেই গারদঘরে আমাকে অনেকক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি আমার গল্পের কথা তখনও ভুলি নাই; পকেট হইতে ধীরে ধীরে কাগজগুলি বাহির করিলাম, ঘর অন্ধকার, সুতরাং লেখা দেখা অসম্ভব; কাগজ গুলি ঠিক আছে কি না, জানিবার জন্য তাহা গণিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ষোল খানি কাগজের পরিবর্ত্তে পনর খানির বেশী কাগজ পাইলাম না। দুইবার,তিনবার গণিলাম, সেই পনর খানা! বড়ই বিরক্তি বোধ হইল; কলিকাতা ছাড়িবার পূর্ব্বেই তাহা সম্পাদকের নিকট পাঠান উচিত ছিল, তাড়াতাড়িতে তাহা হয় নাই; এখন আবার একখানা পাওয়া যাইতেছে না, কোথায় হারাইল তাহাও জানি না।

ইহার পরই আমার মনে হইল গল্পের কোন্ কাগজ খানা হারাইয়াছে দেখিতে হইবে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঘর অন্ধকার সুতরাং সে বিষয়েরও কোন সুবিধা হইল না।

একবার দুইবার নহে, দশবার পকেটে হাত দিয়া খুঁজি-লাম, সে কাগজ আর পাইলাম না; পকেটে থাকিলে ত পাইব! তখন মনে হইল হয় ত সে খানি ব্যস্ততা বশতঃ

কলিকাতায় মুখুয্যে মহাশয়ের হোটেলেই ফেলিয়া আসিয়াছি। অনেকক্ষণ পরে একজন কনেষ্টবল সেই ঘরে একটা আলো জ্বালিয়া দিল। আমি আর একবার পকেট হইতে কাগজগুলা বাহির করিলাম; ক্ষীণ দীপালোকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম গল্পের সর্ব্বাপেক্ষা লোমহর্ষণ অংশ যে কাগজ খানিতে ছিল, তাহাই পাওয়া যাইতেছে না। সেই কাগজে আমার গল্পের নায়ক দুরাচার ধনঞ্জয় দত্তের আত্ম-দোষ স্বীকারের কথা লিখিত ছিল।

হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল; "এতক্ষণ পরে ব্যাপারটা কতক কতক বুঝিতে পারিতেছি" বলিয়া হাঁকিলাম, "চাপড়াসি!"

"এৎনা গোল মৎ করো"—বলিয়া চাপড়াসী জানালার বাহির হইতে মুখ বিস্তার করিল; তাহার জমকালো গোঁফ শোভিত মুখ খানা মা দুর্গার চালিতে আঁকানো শম্ভু নিশম্ভুর চেহারার মত, কিন্তু এ তুলনা তখন আমার মনে আসিল না; সাগ্রহে তাহাকে বলিলাম, "দেখ বাপু, ডিটেক্‌টিভ ইনেস্‌পেক্টরকে খবর দাও; তাঁহার সঙ্গে এখনই এক-বার আমার দেখা করা দরকার, ভারি জরুরী খবর আছে।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ইনেস্‌পেক্টর সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গারদে প্রবেশ

পট।

করিয়া বোধ করি চৈতন্য হইয়াছে। তোমার দোষ স্বীকার করিবে কি ?"

আমি বলিলাম, "দোষী হইলে বোধ করি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না; সেই কথাই আপনাকে জানাইবার জন্য ডাকিয়াছি। আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আমি চোর এবং হত্যাকারী, আপনারা তাহার প্রমাণ পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। কোথায় সেই প্রমাণ পাইলেন ? এই রকম একখানা কাগজে তাহা পাইয়াছেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করি।"

ইনেস্‌পেক্টর বলিলেন, "সে সমস্ত সংবাদ আমি জানি না। গ্রেপ্তারের পরোয়ানা পাইয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি; আমূল সমস্ত সংবাদ পরে জানা যাইবে। এখন আমি কোন কথা বলিতে পারি না।"

অতি কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। অল্পক্ষণ পরে সংবাদ পাইলাম টেলিগ্রাম আসিয়াছে; কলিকাতা হইতে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আমার বিষয় তদন্তের জন্য আসিতেছেন, পরদিন চাঁদবালী পৌঁছিবেন।

কি যন্ত্রণায় যে সে দিন ও তৎপরদিন দুপুর পর্য্যন্ত কাটাইলাম, তাহা আর বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। পরদিন বেলা বারোটার সময় কলিকাতার পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম, যে আমি একটা গল্প লিখিতে-

ছিলাম ; লিখিত কাগজ গুলি খোলা ছিল। আমি চাঁদবালী আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে কাগজগুলি দেখিয়া আনিতে পারি নাই, একখানা কাগজ আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলে ফেলিয়া আসিয়াছি।

এই কথা বলিয়া সেই পনর খানা কাগজ আমি তাঁহার হাতে দিলাম। কর্ম্মচারী মহাশয় সে গুলি লইয়া চলিয়া গেলেন; প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,"এ যাত্রা আপনি বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন ; কলিকাতায় আপনার কথা লইয়া ভারি আন্দোলন চলিতেছে ; আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অনেক স্থানে টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে। সে কথা যাউক, আপনি আপনার গল্পের নায়কের কল্পিত নাম কেন যে নিজের নাম বলিয়া ব্যবহার করিলেন, তাহা ত কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ছিঃ—এরকম ছেলেমানুষি কি মানুষে করে? দেখুন দেখি নিজের দোষেই কেবল এতটা কষ্ট পাইলেন।"

আমি বলিলাম, "দোষ আমার বটে ; কাজটাও যে ছেলে মানুষের মত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় দেখি না ; কিন্তু আপনাদের অতি-সতর্কতারও সমর্থন করা যায় না। গল্পে শুনিয়াছি, কাকে কান লইয়া গেল শুনিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাকের পশ্চাতে ছুটিয়াছিল, নিজের কানে হাত দিয়া

পট।

দেখিবার তাহার অবসর হয় নাই; আপনারা আজ সেই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করাইলেন। এমন কর্ম্মভোগেও কি মানুষে পড়ে? আমার নামটি সুদীর্ঘ, আর হোটেলের মুখুয্যে মশায় যে সময়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আমি ধনঞ্জয় দত্তের কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তখন মাথায় কি যে একটা খেয়াল চাপিল, নিজের নাম না বলিয়া, কিম্বা কোন কথা চিন্তা না করিয়া সোজা বলিয়া ফেলিলাম, আমার নাম ধনঞ্জয় দত্ত। তখন কে জানিত এ জন্য বিদেশে গিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া গারদে বাস করিতে হইবে?"

পুলিশ কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন, "বুধবারের বেলা দুই প্রহরের সময়ে হোটেলের সেই ব্রাহ্মণ আমাদের আফিসে আসিয়া চুপে চুপে সংবাদ দিল যে, একজন খুনী আসিয়া তাহার হোটেলে কয়েক দিন বাস করিয়া গিয়াছে; যাইবার সময়ে একটা পয়সাও দিয়া যায় নাই। পূর্ব্ব রাত্রে সে পলায়ন করিয়াছে; যাইবার সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়া গিয়াছে চাঁদবালী যাইতেছে। কোথায় গিয়াছে তাহা কে বলিবে? সে যে খুনী আসামী, হোটেলে আসিয়া লুকাইয়া আছে,তাহা মুখুয্যে জানিতে পারে নাই; জানিলে কি তাহাকে আশ্রয় দেয়? লোকটা কাহাকে একখান পত্র লিখিয়াছিল, তাড়াতাড়িতে ফেলিয়া গিয়াছে; এই বলিয়া সে ডাকের

কাগজে লেখা একখানি পত্র আমাদের ইনেস্‌পেক্টর বাবুকে দিয়া যায়। আমরা সেই পত্র দেখিয়াই আপনাকে, ওরফে ধনঞ্জয় দত্তকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে টেলিগ্রাম করিলাম; সংবাদ-পত্র মহলেও খুব হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে;—মানুষে কি এমন মারাত্মক ভুল করে?”

হাসিতে হাসিতে তিনি আমার এই সমস্ত বিপদের কারণ গল্পের সেই হারানো পাতা খানি আমার হাতে দিলেন; তাহাতে কি লেখা ছিল তাহা জানিবার জন্য ডিটেক্টিভ আর, চাটুয্যে মহাশয়, তাঁহার সহযোগী এবং অন্যান্য অনেকে বড় উৎসুক হইলেন; সুতরাং আমি তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম; সেই পাতা খানিতে নিম্নলিখিত পত্র লেখা ছিল;—

“আমার নাম ধনঞ্জয় দত্ত নয়, কিন্তু অনেক স্থানে আমি ধনঞ্জয় দত্ত নামে নিজের পরিচয় দিয়া থাকি; আমার প্রকৃত নাম কি, তাহা জানিয়া কাহারও লাভ নাই। প্রকৃত ধনঞ্জয় দত্তের বাড়ী বিক্রমপুরে; ঢাকায় তাহার একখান গহনার দোকান ছিল। আমি তাহার দোকানের মুহুরী। আমি লোভে পড়িয়া এক দিন রাত্রে তাহাকে হত্যা করি ও মাটিতে পুঁতিয়া রাখি। নানা কৌশলে আমি পুলিশকে আমার প্রতি সন্দেহ করিতে দিই নাই। আন্দোলন একটু কমিলে অপহৃত টাকা লইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করি, এবং

পট।

জাল ধনঞ্জয় সাজিয়া আসল ধনঞ্জয়ের মফঃস্বলস্থ অনেক গ্রাহকের সর্ব্বনাশ করি। ধনঞ্জয়ের খাতাপত্র আমার কাছেই ছিল সুতরাং তাহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা আমার পক্ষে কঠিন হয় নাই। হঠাৎ এক দিন সন্ধান পাইলাম, পুলিশ আমার কুক্রিয়ার কথা জানিতে পারিয়াছে, শীঘ্রই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, সুতরাং অবিলম্বে জাল গুটাইলাম। অনেক স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে কলিকাতায় আসিয়াছি। শীঘ্রই কলিকাতা পরিত্যাগ করিব। কোথায় যাইব জানি না, আর কত দিন পলাইয়া বেড়াইব? অনেক পাপ করিয়াছি, মনে বড় অনুতাপ জন্মিয়াছে, কিন্তু আর ফিরিবার উপায় নাই। তুমি আর আমার বৃথা অন্বেষণ করিয়ো না, এ জগতে বোধ হয় তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না, ইতি।"

পত্র শেষ করিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম. উপস্থিত কর্ম্মচারী ও অন্যান্য দর্শকগণও এই পত্র শুনিয়া বড় আমোদ লাভ করিলেন। ইনেস্‌পেক্টর বাবু নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম, "আপনার অপরাধ কি?—ওয়ারেণ্ট অনুসারে আপনি কাজ করিতে বাধ্য।" ইনেস্‌পেক্টর আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন।

সেখানে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে কলিকাতায় পঁহুছিয়া

থানায় আসিলাম, আমার সঙ্গের কর্ম্মচারী পুলিশ সাহেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বন্ধুগণ থানায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। পুলিশ-কবল হইতে আমাকে নিরাময় দেহে মুক্ত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। শিবু মুখুয্যের উপর আমার বড় রাগ হইয়াছিল; আমি ঝড়ের মত বেগে তাহার হোটেলে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাপ্য টাকা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলাম; তাহার পর সে যে আমার সম্বন্ধে কোন কথা না জানিয়া আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য পুলিশে মিথ্যা খবর দিয়াছে, সে জন্য তাহার নামে ফৌজদারী করিব বলিয়া গর্জ্জন করিলাম। শিবু ঠাকুর পৈতা দিয়া আমার দুই হাত জড়াইয়া ধরিতে লাগিল; অত্যন্ত অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "আমার কোন দোষ নাই বাবু! আমাকে রক্ষা করুন। আপনার মত ভদ্রলোকের এ কাজ নয় তা জানি, পুলিশের লোক বড় খারাপ, একটুতেই তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে।"

শিবু মুখুয্যে অথবা পুলিশ, দোষ কাহার অধিক তাহা আবিষ্কার করিবার আর আগ্রহ ছিল না; কিন্তু সেই হইতে আমার গল্প লিখিবার উৎসাহটা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। অতএব এখানেই শেষ।

সম্পূর্ণ।